ইতিহাস-সার

অর্থাৎ

অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত

ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা

ও

আমেরিকার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত।

বালকদিগের পাঠার্থ

শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা—বাহির মির্জ্জাপুর,

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বঙ্গাব্দ ১২৬৬। ইংরাজী ১৮৫৯।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	
৮	৫	হইয়া ইহাতে পারস	হইয়া, পারস
১৪	৬	গ্রীশেরা	গ্রীকেরা
৩৮	২১	ইউফ্রেতির	ইউফ্রেতিশ
৫৩	৬	তদ্ভিন্ন অনেক ভুল।	তদ্ভিন্ন ভুল।
৬৩	৮	মনুষ্যেরা	প্রধান মনুষ্যেরা
৭০	১৯	এডওয়ার্ডের	তাঁহার
৮৩	১১	সহমানে	অবশেষে
৮৭	১৪	ওয়ারিক সাইয়রে	ওয়ারিক সাইয়রের
৯৩	৮	বলিয়া	হইয়া
১০১	১২	বণকবন	বণকবরণ
১৪১	১০	প্রস্তর	প্রান্তর
২০৩	১৩	থরে থরে	ক্রমে ক্রমে
২১৩	১	বাঙ্গালা	বঙ্গলোর
২২৫	১৪	তথাকার	তথায়
২২৬	২০	ব্যাপার	ব্যবহার

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

ইতিহাস মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। কোন্ দেশের মনুষ্যের কি চরিত্র, কিপ্রকারে তাহারা রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও বলবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোষে পতনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্ত-সংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালক-দিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে।

এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গলা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অল্পায়াসে জানিতে পারে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাদ্র।

শ্রীনীলমণি বসাক।

ইতিহাসসার।

প্রথম ভাগ।

প্রাচীন ইতিহাস।

ভূমিকা।

এই পৃথিবী কতকাল সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নির্য্যাস করিয়া বলা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি চারি যুগে এক মহাযুগ, এক এক মহাযুগে ৪৩,২০,০০০ বৎসর। ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। এই প্রকার ছয় মন্বন্তর গত হইয়া, সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ মহাযুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ গত হইয়াছে এবং কলিযুগের ৪৩,২,০০০ বৎসরের ৪৯৫৯ বৎসর গত হইয়াছে।

ইংরাজী শাস্ত্রমতেও পৃথিবী অতি প্রাচীন। কিন্তু তাহাতেও কালের নির্ণয় নাই। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা লেখেন পরমেশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া আদম ও ইব নামে এক পুরুষ ও এক নারী সৃষ্টি করেন। ইঁহারা আর্ম্মাণী-প্রদেশে ইদনের মনোরম উদ্যানে বাস করি-

তেন। ইহাঁদের ঔরসে আর আর মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে।

আদম ও ইব পরম ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ছিলেন, তাঁহাদের রোগ শোক মৃত্যু ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের শরীরে পাপের সঞ্চার হইল, তাহাতে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন, অতএব পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ইদনের উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং রোগ ও যমদণ্ডের অধীন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া নরদেহ ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি তাঁহাদের সন্তানেরা কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মনুষ্যের অনেক পরমায়ু ছিল। কথিত আছে আদম ৯৩০ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। ইঁহারা কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, নগর স্থাপন করিতেন, শিল্পকর্ম্মেও তাঁহাদের বিশেষ নিপুণতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইঁহাদের পাপ বৃদ্ধি হইল, তাহাতে পরমেশ্বর কুপিত হইয়া, মহাপ্রলয় অর্থাৎ পৃথিবীকে জলপ্লাবিত করিলেন। তাহাতে মনুষ্যকুল একেবারে নির্ম্মূল হইল, কেবল নোআ নামে এক ব্যক্তি পরমেশ্বরের আদেশে একখান অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনি আপনার স্ত্রী ও তিন পুত্র তিন পুত্রবধূ সর্ব্ব-

শুদ্ধ আটটী মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৪৮৫৭ বৎসর হইল, হইয়াছিল।

হিন্দু শাস্ত্রমতে ঐ সময় কলিযুগের যুগসন্ধ্যা। হিন্দুশাস্ত্রে এমন কথা লেখে না যে পৃথিবী একেবারে রসাতল গিয়াছিল। ঐ সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে পাণ্ডুবংশীয় রাজারা হস্তিনাতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

যাহা হউক, ইংরাজী ধর্ম্মগ্রন্থে যে প্রকার লিখিয়াছে তাহাই অবিকল বর্ণনা করা যাইতেছে। ঐ পুস্তকে লেখে নোআর যে তিন পুত্র জলমগ্ন হন নাই, তাহাদের নাম শ্যাম্, হেম্ ও জফেত্। ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইলে তাঁহারা নানা দিকে গমন করিলেন।

যিনি যেখানে বাস করিলেন সেই স্থানে তাঁহার পরিবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং এক এক পরিবারে এক এক জন প্রধান হইলেন। অনেক পরিবার একত্র হইয়া এক এক জাতির সৃষ্টি হইল। ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা হইল। এই সকল রাজাদের ক্রমে যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল, তাহাতে প্রবল রাজারা দুর্ব্বল রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার পৃথিবীতে রাজা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মিশর দেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই দেশের লোকেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। তদ্দেশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহারা অনেক উত্তম অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা অতি মনোহর ও আশ্চর্য্য। যে সকল লোকে তাহা দৃষ্টি করিয়াছেন সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

আশীরিয়া।

ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকে লেখে যখন নোআর বংশজেরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তখন তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলিন লোক সিনার ভূমিতে থাকিলেন, ঐ স্থান অতি উষ্ণ ও উর্ব্বর। তাহা পরে মিসোপটেমিয়া নামে খ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ স্থানকে ইরাক আরবী বলা যায়। তত্রত্য লোকেরা কালক্রমে ব্যাপক স্থানে বিস্তৃত হইয়া অনেক নগর ও রাজধানী স্থাপন করিল।

এই স্থানের নাম আশীরিয়া, তথায় নরজাতির প্রথম বসতি হয়। ইহার সীমা সকল সময়ে এক প্রকার ছিল না, ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ প্রকার হইয়াছিল। ফলতঃ পারস হ্রদের উত্তরে তিগ্রিশ ও ইউ-

ক্রেতিস নদীর মধ্যবর্ত্তী যে ভূখণ্ড তাহাকেই আসী-রিয়া বলা যায়। নোআর পৌত্র আসর এই রাজ্যের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের ২২২৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিনবা নামে এক নগর স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দেন, ঐ প্রাচীর ৬৬ হস্ত উচ্চ।

কিন্তু নিনবা নগর অপেক্ষা বেবিলন নগর আরো সুন্দর ও বড় ছিল। নিনবা নগরের পর এই নগর নির্ম্মিত হয়। এই নগরে রাজাদিগের যে সকল উদ্যান ছিল তাহা অতি অদ্ভুত। উদ্যান দৃষ্টি করিলে বোধ হইত যেন তাহা শূন্যে ঝুলিতেছে।

যে নিমরদের নাম ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকে দৃষ্ট হয়, তিনি বেবিলন নগর প্রথম নির্ম্মাণ করেন। পরে সামিরামিশ নাম্না এক রাণী অনেক উদ্যান ও রাজা-লয় নির্ম্মাণ করিয়া নগর সুশোভিত করেন। সামি-রামিশ নাইনস্ রাজার রাণী ছিলেন। নাইনসের মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর সমুদায় রাজ্যের কর্ত্রী হইয়া দুর্বুদ্ধিক্রমে সসাগরা ধরা অধিকারের অভিলাষে অ-সঙ্খ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজা অনেক সৈন্য ও রণমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরতর হয়। সামিরামিশ এই যুদ্ধে আহত ও অপমানিত

হইয়া রথারোহণে পলায়ন করেন। তদবধি তিনি যুদ্ধাশা ত্যাগ করিয়া বেবিলন নগরে বাস করিতেন। কিন্তু বহুকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, কেন-না তৎপুত্র নীনিয়স্ তাঁহাকে সংহার করিয়া আপনি রাজা হয়েন।

নীনিয়স্ মাতৃহত্যার পর, খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর গতে, আশীরিয়া দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অতি অলস ও দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। এবং অহ-রহঃ অন্তঃপুরে থাকিতেন, রাজকর্ম্মে মনোযোগ করি-তেন না। বোধ হয় শেষে তাঁহার অপমৃত্যু হইয়া-ছিল।

নীনিয়সের মৃত্যুর পর ৮০০ বৎসরের বিবরণ অপ্রাপ্য। এই আট শত বৎসরের মধ্যে আশীরিয়া রাজধানীতে কি কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। বোধ হয় যে সকল রাজারা রাজ্য করিতেন তাঁহারা নীনিয়সের ন্যায় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন, চিরস্মরণীয় কোন কর্ম্ম করেন নাই।

তদনন্তর সারদা-নপলস নামে এক রাজা হইয়া-ছিলেন, তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু শ্রম করিতে পারিতেন না এবং প্রজার মঙ্গলার্থ কোন কর্ম্ম করেন নাই। তিনি অন্তঃপুর হইতে কখন বহির্গত হইতেন না, সর্ব্বদা নারীগণের সঙ্গে বাস করিতেন, এবং তাহা-

দের মনোরঞ্জন জন্য নারীবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের মধ্যে বসিতেন, তাহারা তাঁহার চারিদিগে বসিয়া চরখায় সুতা কাটিত।

আর বেসিস্ নামে মিদ দেশের রাজা সারদা-নপলসের কাপুরুষতা দেখিয়া অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বেবিলন নগরে অবরুদ্ধ করেন। সারদা-নপলস পলাইবার উপায় না দেখিয়া মনে২ ভাবিলেন যদি আমি শত্রুহস্তে পতিত হই তবে আমাকে চিরবন্দী হইতে হইবে, অতএব, জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজ্যের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য রাজসভায় একত্র করাইয়া তাহাতে অগ্নি দান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তিনি স্বীয় পারিষদ ও অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ সমভিব্যাহারে একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই অবধি আশীরিয়ার রাজগোষ্ঠী লোপ হইল। আরবেসিস্ ঐ দেশ জয় করিয়া তাহার অধীশ্বর হইলেন।

বেবিলন ও মিদ।

আশীরিয়া রাজ্য ধ্বংসের পর স্বতন্ত্র২ আর তিন রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম রাজ্যের নাম মিদিয়া বা মিদ, তাহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে আরবেসিস্ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ঐ রাজ্যের শেষ রাজার নাম সাই-

জরীস্।॰ ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাকে দরায়ুস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সাইরস নামে পারস দেশের প্রথম রাজা তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন, অতএব তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তিনি ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, ইহাতে পারস ও মিদীয় দুই জাতিকে এক করেন।

দ্বিতীয় রাজ্যের নাম বেবিলন। বেলিসিস্ এই রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন। তাঁহার আর এক নাম নবনেশ্বর। এই রাজার বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কোন কীর্ত্তি ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরধন নামে নিনবার রাজা বেবিলন অধিকার করিয়া আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা পুনর্ব্বার স্বাধীন হয়।

তৃতীয় রাজ্যের নাম নিনবা। কথিত আছে তিগলাথ ফিলিজর এই রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি সাইরিয়া ও পালেস্তাইন জয় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র সলমানেশ্বর ইজরেলের রাজ্য ধ্বংস করিয়া তত্রত্য লোক সকলকে বন্দীবেশে লইয়া যান।

সনাকরিব নামে নিনবার তৃতীয় রাজা পালেস্তাইন রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া, মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, জুদা রাজ্য একেবারে ধ্বংস করিবেন, কিন্তু অকস্মাৎ দৈবকর্ত্তৃক একরাত্রে তাঁহার তাবৎ

সেনা নষ্ট হয়, তাহাতে তিনি ঐ দেশ লইতে অক্ষম হইলেন। সুতরাং জুদা রাজ্য বিনষ্ট হইল না। সনাকরিব স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে বধ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরধন সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বেবিলন দেশ জয় করেন। ঈশ্বরধন ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, নবপলাসর নামে বেবিলন বাসী এক ব্যক্তি রাজপ্রতিকূলাচারী হইয়া স্বতন্ত্র আর এক রাজ্য স্থাপন করেন। পরে মিদের রাজা সাইক্সরিসের সহিত সম্পর্ক ঘটাইয়া উভয়ে একত্র হইয়া নিনবা রাজ্য একেবারে বিনাশ করেন।

নবপলাসরের পরলোক গমনানন্তর নবকাদনেশ্বর নামে তাঁহার পুত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বেবিলন দেশে যত রাজা হইয়াছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা নবকাদনেশ্বর পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার পিতার রাজত্ব কালে সাইরিয়া ও পালেস্তাইন দেশ স্বাধীন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বাহুবলে ঐ দুই রাজ্য পুনর্জ্জয় করেন। তদ্ভিন্ন জারুজালম অধিকার করিয়া তত্রস্থ মন্দির সকল নষ্ট করেন, এবং জেদেকিয়া নামে জুদার শেষ রাজাকে বেবিলনে আনিয়া চিরবন্দী করিয়া রাখেন।

তদনন্তর তিনি তায়র নামে ফিনিসিয়াদের প্রসিদ্ধ রাজধানী অবরোধ করেন। এই নগরে অনেক ধন ছিল, যেহেতু ফিনিসিয়াদিগের তুল্য ধনাঢ্য সওদাগর তৎকালে পৃথিবীতে আর ছিল না। অনেক দিন অবরোধের পর তিনি ঐ নগর জয় করিয়া নষ্ট করিলেন। তৎপরে তিনি মিশর দেশ জয় করিয়াছিলেন।

এই সকল ব্যাপারের পর নবকাদনেশ্বর বেবিলনে প্রত্যাগমন করিয়া অতি মনোহর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ রাজধানী এমন সুশোভিত করিয়াছিলেন যে তত্তুল্য স্থান পৃথিবীতে আর দেখা যাইত না। কিন্তু কালে তাহার সকল সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে, এইক্ষণে ঐ নগর ভগ্নাবস্থায় আছে।

নবকাদনেশ্বরের পরে যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা নিতান্ত বীর্য্যহীন ও কুকর্ম্ম-রত ছিলেন। তাঁহাদের শেষ রাজার নাম বেলসাজর। তাঁহার রাজত্বকালে পারসাধিপতি সাইরস বেবিলন নগর আক্রমণ করেন। বেবিলন নগরের প্রাচীর অতি উচ্চ এবং নগরের মধ্যে অনেক আহারীয় দ্রব্যাদি ছিল, তাহাতে এমত বোধ হইয়াছিল তাহা তিনি জয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐ নগরের মধ্যদেশ দিয়া ইউফ্রেতিস নদী প্রবাহিত ছিল, সাইরস তাহার দুইপার্শ্বে পরিখা খনন করাইলেন। অতঃপর

বেবিলন নগরে এক দিন একটা মহা পর্ব্ব উপস্থিত হইল। সেই দিন রাত্রে বেলসাজর আত্ম অমাত্যগণ লইয়া আনন্দ-ক্রিয়াতে মত্ত হইলেন। ঐ সময়ে সাইরস আপন সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিলেন পরিখার মধ্যে নদীর জল ছাড়িয়া দেয়। সৈন্যগণ পরিখার মধ্যে জল ছাড়িয়া দিলে সমুদয় নদী শুষ্ক হইয়া পড়িল। তখন সাইরস কতকগুলিন বাছা বাছা সেনা লইয়া স্রোতের মুখ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া রাজালয় আক্রমণ পূর্ব্বক, রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গকে সংহার করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আর সকল সেনা নগরে প্রবেশ করিয়া বেবিলন অধিকার করিল। সাইরস বেবিলন জয় করিয়া তথায় রাজধানী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগরের শোভা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল।

পারস-রাজ্য।

পারসীরা স্যামের পুত্র ইলামের বংশীয়, এজন্য তাহাদিগকে ইলামাইত্ত বলা যাইত। জলপ্লাবনের পর ১৮০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা কি অবস্থাতে ছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮০০ শত বৎসরের পর ঐ রাজ্যে সাইরস নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তিনি অতি বীর এবং মিদিয়া-

জয় করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেশ আপনার করাধীন করিয়াছিলেন। তৎপরে (খৃষ্টের জন্মের ৫৪৮ বৎসর পূর্ব্বে) তিনি আসিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়া মিদিয়ার রাজা ক্রিশসের সহিত যুদ্ধ করেন। এই মিদিয়া রাজ্য খৃষ্টের জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্ব্ব অবধি বর্ত্তমান ছিল, এবং ক্রিশস অতি ধনাঢ্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু অতি ধনবান হইয়াও তিনি রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সাইরস ঐ রাজ্য জয় করিয়া আপনার অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

মিদিয়া জয়ের পর সাইরস বেবিলন অধিকার এবং সিরিয়া ও পালেস্তাইন রাজ্য জয় করেন। তদনন্তর তিনি ইজরেল বংশীয়দিগকে বেবিলন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দেন।

তৎপরে তিনি কাস্পিয়ান সমুদ্রের উত্তর পূর্ব্বে সাইথিয়া দেশে যাত্রা করেন। ঐ দেশস্থ লোকেরা অতি বীরপুরুষ। সাইরস তথায় উপস্থিত হইলে তমাইরিস নামে তত্রস্থ রাণী বহু সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে সাইরস পরাজিত হইয়া রণবন্দী হইলেন। তৎপরে তিনি হত হইয়াছিলেন।

সাইরসের মৃত্যুর পর কম্বাইসস পারস্য রাজ্যের সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি অতি দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর

স্বভাব ছিলেন। তিনি মিশর দেশ জয় করিয়া তাবৎ দেবালয় ভঙ্গ, পূজকদিগের দুরবস্থা এবং এপিষ নামে এসাইরিস দেবের বাহন বৃষ বধ করিয়াছিলেন। এই সকল অত্যাচার জন্য মিশর নিবাসি লোকেরা পারস রাজাকে অতিশয় ঘৃণা এবং সর্ব্বদা রাজপ্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিত।

খৃষ্টের জন্মের ৫২১ বৎসর পূর্ব্বে, দরায়ুস নামে পারসদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অতি যোগ্য পুরুষ, এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া মাইনরের গ্রীশ-দেশীয় প্রজারা রাজবিদ্রোহী হইয়া আথেনবাসীদিগের সহযোগে সার্দিস নামে আসিয়া মাইনরের রাজধানী দগ্ধ করিলে, দরায়ুস তাহাদিগের দমন জন্য বহু সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার কতক সেনা আসিয়া মাইনরে যাইয়া বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক গ্রীকদিগকে বশীভূত করিল। অবশিষ্ট সেনাগণ আথেনবাসীদিগের শাস্তির জন্য আতিকানগর আক্রমণার্থ সমুদ্র পথে যাত্রা করিল। কিন্তু যখন তাহারা মারাথন নামে সমুদ্রবর্ত্তী এক গ্রামে উপস্থিত হইল, তখন আথেনবাসীরা নগর হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। ঐ যুদ্ধে পারসীরা

সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। তদবধি পারসীদিগের সহিত গ্রীকদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

দরায়ুসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জর্জিস ঐ যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি অসঙ্খ্য সৈন্য লইয়া গ্রীশদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সকল রণতরি গিয়াছিল গ্রীশেরা তাহা নষ্ট করিয়া দিল এবং তাঁহার স্থলপথগামী সেনাগণ কৃতকার্য্য হইল না, তাহাতে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তাহার কিছুকাল পরে তাঁহার অপমৃত্যু হইল।

জর্জিসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্ত্তজর্জিস গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি-বন্ধন করিলেন, তাহাতে সমরানল শীতল হইল। আর্ত্তজর্জিসের পর যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা হীনবীর্য্য, নিয়ত অন্তঃপুরে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সেবাতে মত্ত থাকিতেন, কোন চিরস্মরণীয় কর্ম্ম করেন নাই।

পারস দেশের শেষ রাজা দরায়ুস কদমানস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি যে বৎসর রাজত্ব প্রাপ্ত হন তাহার পর বৎসরে (খৃষ্টের ৩৩৪ বৎসর পূর্ব্বে) মাসিদনের রাজা সিকন্দর আসিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। দরায়ুস পরাস্ত হইয়া অলকনন্দা নদীর তীরে বক্ত্রিয়াভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু তথায় উপনীত না

হইতে২ ঐ প্রদেশের কর্ম্মকর্ত্তা বিশস তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক বধ করেন। তাহাতে পারসরাজ্য (খৃষ্টের ৩৩০ অব্দ পূর্ব্বে) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

গ্রীশদেশ।

যে যে স্থানে নোআর পরিবারগণ বসতি করিয়াছিল, ইউরোপের আর২ স্থান অপেক্ষা গ্রীশদেশ তাহার অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহাতে অনুমান হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জাপেথ ঐ দেশে বাস করিয়াছিলেন।—পরে (খৃষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে) সিক্রাপ নামে মিশরদেশীয় এক ব্যক্তি স্বদেশীয় কতকগুলিন লোক সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া আথেন নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন এবং তত্রস্থ লোকদিগকে সভ্যদশা প্রাপ্ত করান।

এই ঘটনার ৩০।৪০ বৎসর পরে কাদমস নামে আর এক ব্যক্তি ফিনিসিয়া হইতে আসিয়া থিবস নামক নগর স্থাপন করেন। কাদমস গ্রীকদিগের পরমোপকারী ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করান, এবং দ্রাক্ষাচাস ও ধাতু গলাইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপদেশ দেন।

ঐ সময়ে গ্রীশদেশে কতকগুলিন রাজধানী হইয়া-

ছিল, ইহার মধ্যে দ্বাদশ রাজধানীর লোক ক্রমে একত্র হইয়া এক সভা করেন। ঐ সভা বৎসরের মধ্যে দুইবার হইত, তাহাতে দেশের মঙ্গল বিষয়ক পরামর্শ হইত। ঐ সভাকে এমফিক্তিয়নের সভা বলা যাইত। ইহার মূলাভিপ্রায় সকল রাজ্য পরস্পর মিলিয়া কর্ম্ম কার্য্য করে, পরস্পর বিবাদ না করে। অন্য দেশের রাজা যুদ্ধ করিতে আসিলে সকলে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

গ্রীশদেশে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে আর্গনাটিক যুদ্ধযাত্রা অতি চমৎকার। কথিত আছে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব কলচিস্ দেশে এক স্বর্ণময় অদ্ভুত মেষ ছিল। ঐ মেষ আনয়ন জন্য জেসন নামে একরাজা অনেক জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক সাগর পার হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অনেক লোক যাত্রা করিয়াছিল, বোধ হয় ইহা উপন্যাস মাত্র।

মেষ আনয়নের যাত্রা অপেক্ষা ত্রয়দেশে যুদ্ধার্থ গমনের বৃত্তান্ত আরো বিখ্যাত। কথিত আছে আসিয়া মাইনর অন্তর্গত হেলেস্পন্টের (এইক্ষণে ইহা-কে দার্দোনেলিস বলিয়াথাকে) মধ্যস্থ ত্রয়দেশের রাজার পুত্র প্যারিস, হেলেনা নামা মেনিলেয়াস নামে গ্রীশ-দেশীয় রাজার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে

তদ্দেশীয় যাবতীয় রাজারা একত্র হইয়া ১২০০ সাগর-যান সুসজ্জিত করিয়া ঐ স্থানে যাত্রা করেন, এবং ক্রমাগত দশ বৎসর ত্রয়রাজ্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। তাহার পর যুদ্ধজয়ী হইয়া হেলেনাকে পুনরানয়ন করেন। এই ঘটনা অবিকল রাম রাবণের যুদ্ধের ন্যায়, এবং গ্রীশদেশীয় মহাকবি হোমর ইহার বৃত্তান্ত অতি সুচারুরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

গ্রীশদেশে অনেক স্বাধীন রাজ্য ছিল, যথা—উত্তরে থেশলী, আকর্ণনিয়া, ইতোলিয়া, দোরিস, ফোসিস, লোক্রিশ, ও বিওসিয়া। এই কয়েক স্থানের রাজধানীর নাম থিবস্। তদ্ভিন্ন আতিকা নামে আর এক রাজ্য ছিল, তাহার রাজধানী আথেনস্। গ্রীশ-দেশের দক্ষিণভাগকে পিলোপনিসস বলা যাইত, এক্ষণে তাহার নাম মোরিয়া। ইহার মধ্যে একেইয়া, আর্কেদিয়া, ইলিস, মেশিনিয়া, লেকোনিয়া, আর্গোলিস, ও করিন্থিয়া নামে কয়েক প্রদেশ ছিল। গ্রীশের উত্তরে মাসিদোনিয়া ও ইপাইরস, এবং উত্তর-পূর্ব্বে থ্রেস দেশ ছিল।

ইজিয়ান সমুদ্র মধ্যে যে সকল দ্বীপ আছে তাহাতেও গ্রীকদিগের অভিনিবেশ অর্থাৎ বসবাস ছিল। এই সকল দ্বীপের মধ্যে ক্রীট ও রোডস নামক দ্বীপ

অতি বড়, ক্রীটদ্বীপকে এইক্ষণে কান্দিয়া বলা যায়। আসিয়া মাইনরের পশ্চিম তটেও গ্রীকদের বাসস্থান ছিল, যথা ইফিসস, স্মর্ণা, হালিকার্নেশশ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন তাঁহারা সিসিলীতে এবং আফ্রিকার উত্তর সাইরিয়া ও ফ্রান্স ও স্পেনের দক্ষিণে যাইয়া বসবাস করিয়াছিল।

গ্রীশদেশের মধ্যে স্পার্টা নামে এক প্রধান রাজধানী ছিল। ইহার আর এক নাম ল্যাসিদিমন। লেলেক্স নামে এক ব্যক্তি, খৃষ্টাব্দের ১৫১৬ বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজ্য স্থাপন করেন। লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি এই স্থানের ব্যবস্থা লিখিয়া যান। তিনি খৃষ্টাব্দের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি জ্ঞানবান্ ও নিষ্ঠাবান্ অথচ অত্যন্ত কঠিন ও পক্ষপাত রহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল ব্যবস্থা করেন তাহা অসভ্য লোকের পক্ষেই ভাল, সভ্য লোকের পক্ষে ভাল নহে।

আথেন্‌স নগরে আর দুই ব্যবস্থাকর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথম ড্রাকো, দ্বিতীয় সোলন। ড্রাকোর ব্যবস্থা অতি কঠিন ছিল, তিনি সকল পাপের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, ইহাতে লোকেরা সামান্যতঃ বলিত তাঁহার ব্যবস্থা কালী দিয়া লেখা হয় নাই, শোণিত দিয়া লেখা হইয়াছে। এজন্য তাঁহার ব্যবস্থা

অধিক কাল প্রচলিত ছিল না। সোলন যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা উত্তম, কোন অংশে নিন্দনীয় নহে। তৎকালে আথেন্স নগরে এক-নায়ক রাজতন্ত্রের রীতি ছিল না, সাধারণ রাজতন্ত্রের নিয়ম প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ প্রজারা আপনারা রাজশাসন করিতেন। পরে সোলন ব্যবস্থা লিখিলে পর, পিশিস্ত্রেতস নামে এক, ব্যক্তি বলপূর্ব্বক আথেন দেশের রাজা হইলেন। তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন।

তৎপরে গ্রীশদেশে আর কোন গুরুতর ঘটনা হয় নাই। পরে পারস স্থানের রাজা দরায়ুসের সহিত গ্রীকদিগের বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্বিবরণ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। জর্জিস্ যে প্রকার সমারোহ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে লেখা যাইতেছে। তিনি, খৃষ্টাব্দের ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে, ১২০০ জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করেন। এই সকল জাহাজ দুই লক্ষ সৈন্যে পরিপূর্ণ, তদ্ভিন্ন আর ৩০০০ জাহাজ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাতে সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্যাদি ছিল। এই সকল জাহাজে অন্যূন পাঁচ লক্ষ মনুষ্য ছিল, তাহাদের পারাপার জন্য জর্জিস্ হেলেস্পন্টে জাহাজের সেতু প্রস্তুত করেন। তদ্দ্বারা ইউরোপে প্রবেশ করিয়া তিনি গ্রেস

মাসিদন ও থেসেলি দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য হইল না, তাঁহার পথ অবরোধ করেন। ফলতঃ তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন সেই সেই স্থানের লোকেরা তাঁহাকে বারি ও মৃত্তিকা প্রদান পূর্ব্বক অধীনতা জ্ঞাপন করিল। অতঃপর যখন তিনি থেসেলিতে উপনীত হইয়া সমুদ্র ও পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী থরমাপিলীর সুঁড়ি পথে প্রবেশ করিবেন, তখন দেখিলেন সেই পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। স্পার্টাধিপতি লিওনীদাস ছয় সহস্র সেনা লইয়া তৎপথে দণ্ডায়মান আছেন। জর্জিস তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জর্জ্জিসের ৭০,০০০ সেনা যমপুরী গমন করিল। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তিনি আরো বেগে চলিলেন। লিওনীদাস দেখিলেন আর পথ রক্ষা কঠিন, অতএব সকলে নষ্ট না হয় এজন্য কেবল তিনি তিন শত সেনা সঙ্গে রাখিয়া আর সকল সেনাকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি ঐ তিন শত লোক লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পারস সেনা স্রোতের ন্যায় তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল। তাহাতে তিনি পথ রক্ষা করিতে না পারিয়া তাবৎ সেনা শুদ্ধ মারা পড়িলেন, ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন না। কেবল

এক ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিল, সেই ব্যক্তি নগরে যাইয়া সমাচার কহিল।

কিন্তু পথ মুক্ত পাইয়াও জর্জিসের কোন উপকার দর্শিল না। তিনি যে সকল রণতরি লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সেলামিসের যুদ্ধে মারা পড়িল, অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা আসিয়ামাইনরের পূর্ব্বতট মাইকেলে নষ্ট হইল। তদ্ভিন্ন মার্দনিয়স নামে এক সেনাপতির অধীনে যে সকল সেনা গ্রীশদেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা বিওসিয়ার অন্তর্গত প্লাতিয়া নামক স্থানে পরাভূত হইল। এই প্রকারে তাঁহার তাবৎ সেনা নষ্ট হইল, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না।

পারস স্থানের যুদ্ধের পর সাইমন, আরিস্তাইদিস্ ও পরিক্লিশ নামে তিন ব্যক্তি আথেনস নগরে অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরিক্লিশ পরিশেষে সাধারণ রাজতন্ত্রের প্রধান পদস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আথেনস নগরের অত্যন্ত জাঁকজমক হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কখন হয় নাই। তিনি নানাপ্রকার সুশোভন অট্টালিকা দ্বারা নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন, এবং বিদ্বান্ ও কবিদিগের যথেষ্ট সমাদর করিতেন, এজন্য তাঁহার সময়ে বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্ম অনুশীলন হইত।

গ্রীশদেশের মধ্যে স্পার্টা ও আথেন্স দুই প্রধান নগর ছিল, এজন্য পরস্পর দ্বেষাদ্বেষ হইয়া ঘোর যুদ্ধ

আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ আটাইস বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিয়াছিল, এবং তাহাতে পিলোপনিসসের তাবৎ লোক কোন না কোন পক্ষে লিপ্ত ছিল। যাহা হউক এই যুদ্ধে আথেন্সবাসীদিগের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা হইয়াছিল। অনন্তর স্পার্টাদেশীয়েরা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আথেনস্ নগর অধিকার করিয়া লইল, এবং নগরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া দিল। ঐ সময়ে নানা প্রকার আহ্লাদের গীত রচনা হইল।

তদনন্তর আথেন্সবাসীরা ৩০ জন অধ্যক্ষের অধীন হইয়াছিল। ইঁহারা তিন তিন বৎসর অন্তর নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে ইঁহারা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অতিবাদ অযশ ও দুরাত্মা খ্যাতি হইল। ফলতঃ তাহাদের এত দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল যে তাহাতে থ্রাসিবিউল নামে আথেন্সদেশীয় এক হিতৈষি ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিয়া আথেনস্বাসীরা তাহাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়া, আপনারা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইল। তাহার পর অবধি আথেন্স-নগর পুনর্ব্বার উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং খৃষ্টাব্দের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বাবধি তাহাদের রাজকর্ম্ম পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে থিবস নামে বিওসিয়ার রাজধানী অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ইপামিনন্দাস নামে ঐ

দেশের একজন সেনাপতি ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী ও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার আরং অনেক সদ্গুণ ছিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইলেন। ইতিহাসে লিখিয়াছে তাঁহার জিহ্বা হইতে মিথ্যা কথা কখন নির্গত হয়নাই, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর অধিক প্রশংসার বিষয় কি আছে। কিন্তু ক্রমে তাঁহার অনেক শত্রু হইল। তাহারা তাঁহাকে পদভ্রষ্ট করিল। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্ভিন্ন অন্য গতি ছিল না, তিনি যেখানে থাকিতেন সেইখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া সেনাপতি করিতে হইত। তিনি যে যুদ্ধে যাইতেন সেই যুদ্ধে প্রায় পরাজয় ছিল না। কিন্তু আর্কেদিয়ার মান্তিনিয়ার যুদ্ধ তাঁহার কালস্বরূপ হইল। ঐ যুদ্ধে তিনি স্পার্টানদিগকে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে হঠাৎ একটা বর্ষা আসিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল। ইপা-মিনন্দাসের মৃত্যুর পর থিবদেশীয় লোকদিগের সে প্রকার সুখ্যাতি রহিল না।

পিলোপনিসস যুদ্ধের পর গ্রীকেরা আর এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধের নাম ধর্ম্মযুদ্ধ। তাহার কারণ দেলফস নামক স্থানে সূর্য্যদেবকে উৎসর্গ করা ভূমি ছিল, ফোসিস দেশীয় লোকেরা ঐ ভূমি আবাদ

করাতে আম্‌ফিকতিয়নেরা তাহাদের অনেক অর্থ দণ্ড করিলেন। ফোসিসবাসী লোকেরা ঐ অর্থ না দিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইল, তাহাতে স্পার্টা আথেন্‌স ও আকেইয়া দেশস্থ সমস্ত লোক তাহাদের পক্ষ হইল। থিব লোক্রিয়া ও থিসেলীবাসীরা আম্‌ফিকতিয়ন সভার পক্ষ হইল, এবং অনেক যত্নে মাসিদনের রাজা ফিলিপকেও তৎপক্ষে আনিল। কিন্তু ফিলিপ যেমন যুদ্ধবিশারদ তেমনি লোভ পরতন্ত্র ছিলেন, অতএব গ্রীশদেশে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তিনি আপনি ঐ দেশ অধিকার করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। ঐ সময়ে আথেন্‌স দেশে দিমাস্থিনিস নামে এক অতি সুকথক ছিলেন, তত্তুল্য সদ্বক্তা বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মেন নাই। তিনি ফিলিপের পরম শত্রু হইয়া আথেন্‌স-বাসীদিগের সম্মুখে তাঁহার নানাপ্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন, ঐ নিন্দা শুনিয়া তাহারা সকলে অস্ত্রধারী হইল, কিন্তু অবশেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইল। সুতরাং ফিলিপ গ্রীশদেশের অধিপতি হইলেন। তৎপরে এক দিবস তিনি মহোৎসবে মত্ত ছিলেন, ঐ সময়ে কোন শত্রু তাঁহাকে বধ করিল।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তস্যপুত্র সিকন্দর সিংহাসন আরোহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার বিংশতি বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম, তথাপি তত্তুল্য বীর পৃথিবীতে তখন আর

ছিল না, তিনি রাজা হইয়া একই যুদ্ধে সমুদায় গ্রীশ-রাজ্য করগত করিলেন, তাহাতে গ্রীকেরা তাঁহাকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিল। সিকন্দর সেনাপতি-পদ গ্রহণ পূর্ব্বক পারস-রাজের সহিত যুদ্ধের মানস করিলেন। তৎকালে তাঁহার কেবল ৩০,০০০ সৈন্য ছিল। এই সৈন্য লইয়া তিনি হেলস্পন্ট পার হইয়া আসিয়ামাইনর দিয়া পারস রাজ্যে গমন করিলেন। পারস রাজ্যে উপস্থিত না হইতেং দরায়ুস অসঙ্খ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। সিকন্দর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার একলক্ষ দশ সহস্র সেনা নিহত করিলেন। তৎপরে সিকন্দর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সিরিয়াতে যাত্রা করিলেন। নবকাদনেশ্বর কর্তৃক তায়র নামে ঐ দেশের রাজধানী বিনষ্ট হইলে পর, ঐ রাজধানী সমুদ্রতটস্থ এক দ্বীপে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রস্থ লোকেরা সিকন্দ-রকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। সিকন্দর নগর প্রবেশ করিতে না পারিয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, অবশেষে তিনি ঐ নগর জয় ও বিনাশ করিলেন। তদনন্তর তিনি মিশরদেশ জয় করিলেন। মিশর জয়ের পর শুনিলেন দরায়ুস পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া ইউফ্রেতিস ও তিগ্রিশ পার হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ ফিরিলেন। দরা-

য়ুস ঐ যাত্রায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেনা-সঙ্খ্যা দশ লক্ষ। এই বৃহৎ সেনা লইয়া আরবেলা নামক স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে রথারোহণ পূর্ব্বক তিনি সিকন্দরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সিকন্দরের তেজস্বী সেনাগণ অতি বেগে তাঁহার সৈন্যের উপর পড়িল। ঐ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিতে লাগিল। দরায়ুস তখন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিয়া পলাইলেন।

এই প্রকারে পারস দেশ জয় হইল। তৎপরে সিকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ পঞ্জাব জয় করিলেন। তৎপরে গঙ্গা অবধি আসিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া গমনে অসম্মত হইল, সুতরাং তিনি সিন্ধু বাহিয়া চলিলেন। তৎপরে বিলোচি স্থান দিয়া পারসস্থানের রাজধানী সুসাতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই প্রকারে সিকন্দর অনেক দেশ জয় করিলেন এবং মহাবীর নামে খ্যাত হইলেন। কিন্তু প্রথম বয়সে তাঁহার যে সকল সদ্গুণ দেখা গিয়াছিল, পরে তাহা ছিল না, অনেক যুদ্ধ করিয়া ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণ কঠিন হইয়াছিল। ক্লিতস নামে তাঁহার পিতার এক প্রাচীন সেনাপতিকে বধ করিয়া তিনি

অত্যন্ত অপযশগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি হইতে একবার তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমনের পর সিকন্দর বেবিলন নগরে এক দিবস ভোজের সময় মদ্যপান করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তিনি অকস্মাৎ পীড়িত হইলেন। সেই পীড়াতে, ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমে, খৃষ্টাব্দের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি পরলোক গমন করিলেন।

সিকন্দরের পুত্রাদি ছিল না, অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। সেনাপতিগণের মধ্যে পর্দিকস্, তলমী, সিলুকশ, আন্তিগোনস, লাইসিমেকশ ও আন্তিপেতর প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি মাসিদন ও গ্রীশরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

সিকন্দরের মৃত্যুর পর গ্রীকেরা স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না আন্তিপেতর তাহাদিগকে স্ববশে রাখিলেন। আন্তিপেতরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কাসান্দর তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তদবধি গ্রীকদিগের চরিত্র তাদৃক উত্তম রহিল না, তাহারা নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইল, এবং গ্রীশদেশে নানাপ্রকার উপদ্রব হইতে লাগিল, সুতরাং লোকদিগের নানাপ্রকার দুরবস্থা হইল।

ইতিমধ্যে সিকন্দরের সেনাপতিগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। পর্দিকস তলমীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তলমী মিশরদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পর্দিকসকে বধ করিয়া রণজয়ী হইলেন। তদনন্তর আন্তিগোনস সমুদায় রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে আর২ সেনাপতিগণ একবাক্য হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিলেন। অতঃপর সিকন্দরের সমুদায় রাজ্য ভাঙ্গিয়া চারি প্রধান রাজধানী হইল, তন্মধ্যে মাসিদোনিয়া, গ্রীশরাজ্য, কাসান্দরের অংশে পড়িল। লাইসিমেকস, থ্রেশ ও আসিয়ামাইনর প্রাপ্ত হইলেন। সিলুকশ, সিরিয়া ও ইউফ্রেতিস হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত তাবদ্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। এবং মিশর পালেস্তাইন ও আরব দেশ তলমীদিগের রহিল।

মাসিদনরাজ্য ১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে চলিল, তৎপরে (খৃষ্টাব্দের ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বে) পরসিয়স রাজা হইলে, পালস এমিলিয়স নামে রোমদেশীয় কনসল্ তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া ঐ দেশ অধিকার করিলেন।

গ্রীশদেশ আরোকিছুকাল স্বাধীনভাবে ছিল, তৎপরে তত্রস্থ কয়েক প্রধান নগরের লোক একত্র হইয়া সম্প্রদায় বদ্ধ হইল। রোমানেরা ঐ সম্প্রদায় নষ্ট করিয়া

অবশেষে সমুদায় দেশ আপনাদের অধীন করিল। তদবধি গ্রীশদেশের নাম লোপ হইতে লাগিল, গ্রীকেরা নিতান্ত হীনবল হইল। কিন্তু ঐ দেশে অনেক বিদ্বান ইতিহাস-লেখক ভাস্কর ও অন্য প্রকার গুণ-বান লোক ছিলেন, এজন্য তাঁহারা সকল দেশেই পূজনীয় থাকিলেন।

পিরস নামে ইপাইরসের রাজা পূর্ব্বকালে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ইটালি আক্রমণ পূর্ব্বক রোমানদিগের সহিত দুইবার যুদ্ধ করেন। তৎপরে সিসিলি জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষা করিতে পারি-লেন না। অনন্তর তিনি গ্রীশদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অরগস নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নগরের পথে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, এক বৃদ্ধা ছাদের উপর হইতে তাঁহার মস্তকে একখানি ইষ্টক নিক্ষেপ করিল, ঐ ইষ্টকাঘাতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন, পরে শত্রুগণ তাঁহাকে বিনাশ করিল।

লাইসিমেকসের রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হইলে, শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লইল। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ২৮১ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

সিলুকস যে রাজ্য পাইয়াছিলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ। তিনি অরন্তিস্ নদীতটে অন্তিয়ক নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী করিয়াছিলেন। পরে (খৃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে) আসাসেস বিদ্রোহী হইয়া পার্থিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইউফ্রেতিস নদীর পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ ছিল, তাহা এই রাজ্যভুক্ত হয়। সিলুকসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্রেরা কেবল সিরীয়া ও আসিয়া মাইনর লইয়াই ছিলেন। তৎপরে মহাবীর উপাধি-ধারী আন্তিওকস গ্রীশদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমানেরা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তথা হইতে দূরীকৃত করেন। অনন্তর (খৃ ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে) পম্পি নামে রোমান সেনাপতি সিরীয়া দেশ জয় করিয়া তাহা রুমরাজ্য ভুক্ত করেন।

মিশররাজ্য তলমীদিগের অধীনে থাকিয়া বহুকাল সুন্দররূপে চলিয়াছিল। সিকন্দ্রিয়া বা আলেক্জন্দ্রিয়া নামে ঐ দেশের রাজধানী ছিল, তথায় নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় হইত, তাহাতে ঐ দেশ কুবের-পুরীর ন্যায় ধনাঢ্য হইয়াছিল। তলমী ফিলেদেল-ফস নামে মিশর দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তত্তুল্য পুস্তকালয় পৃথিবীতে আর ছিল না। ঐ রাজা অতি বিদ্বান ছিলেন, এবং বিদ্বান লোকের অত্যন্ত গৌরব করিতেন।

কিন্তু তলমী-বংশীয়েরা ক্রমে দুষ্কর্ম্মান্বিত হইতে লাগিলেন, তাহাদিগের বল বীর্য্য তাদৃক থাকিল না। ক্লিওপেত্রা নামে এই দেশের এক রাণী পরমসুন্দরী ও নানা গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে রোমানেরা ঐ দেশ জয় করিলে, তিনি অপমান আশঙ্কায় বিষ ভক্ষণদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে (খৃষ্টাব্দের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে) মিশরদেশ রুমরাজ্যের অধীন হইল। এই প্রকারে সিকন্দরের সকল রাজ্য ক্রমে রুমভুক্ত হইল।

রুমরাজ্য।

সমুদ্র হইতে আট ক্রোশ ব্যবধানে ইটালিদেশে টাইবর নদীর তটে রুমনগর। জনরব আছে খৃষ্টাব্দের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে রমুলস এই নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি তিন সহস্র দস্যুর অধিপতি ছিলেন। দস্যুগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। অনন্তর তাহারা পালেন্তাইন্ নামক পর্ব্বতের উপর কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দেয়,—তাহাই ক্রমে নগর হয়। বিশাল রুমরাজ্যের এই মূল। রমুলসের নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম রুম নগর হয়।

রুমনগরে রমুলস প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন, তিনি সেনেট নামে মন্ত্রীস্বরূপ কতকগুলিন লোকের পরামর্শানুসারে রাজকর্ম্ম করিতেন। তিনি ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর নিউমা পাম্পিলস রাজা হন, তিনি অতি জ্ঞানবান ও বীর্য্যশালী ছিলেন, এবং রাজশাসনের অনেক সুন্দর সুন্দর নিয়ম করিয়া, প্রজাদিগকে কৃষি ও নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর টলস হস্তিলস রাজা হন, তিনি যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এবং রুমের সান্নিধ্য আলবান নগরস্থ লোকের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধাদি করিতেন। এই যুদ্ধ অনেক দিবস চলিল, কোন পক্ষের জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। তাহাতে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, এক এক পক্ষের তিন তিন জন মনুষ্য মল্লযুদ্ধ করিবে, তাহাতে যে পক্ষের তিন জন জয়ী হইবে সেই পক্ষের জয় নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রতিজ্ঞার পর আলবানদিগের পক্ষে তিন ব্যক্তি অগ্রসর হইল, ইহারা তিন যমজ সহোদর, তাহাদিগের নাম হোরেসাই। রোমানদিগের পক্ষেও তিন যোদ্ধা উপস্থিত হইল, তাহারাও তিন যমজ, তাহাদিগের নাম কিউরেসাই। এই ছয় জনে পরস্পর যুদ্ধ হইয়া তিন জন হোরেসাই হত হইল।

রোমানদিগের তিন জনের মধ্যে দুই জন মরিল এক ব্যক্তি জীবিত থাকিল, তাহাতে রোমানেরা জয়ী হইল। আলবানদিগকে পরাজয় মানিতে হইল।

টলস হস্তিলসের মৃত্যুর পর রোমানেরা এঙ্কস মারকস নামে আর এক ব্যক্তিকে রাজ্য অর্পণ করিল। তাঁহার মরণানন্তর তারকুইন রাজা হইলেন, তিনি এক ধনাঢ্য সাধুর পুত্র। তারকুইনের পর সরবিয়স টলিয়স নামে আর এক জন রাজা হইলেন। তিনি ৪৪ বৎসর রাজ্য করিলে পর, টারকুইন নামে তাঁহার জামাতা তাঁহাকে সংহার করিয়া আপনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। এই টারকুইন অতি অহঙ্কারী ছিলেন। তিনি ২০ বৎসর রাজ্য করিলে পর রোমানেরা তাঁহাকে সপরিবারে নির্ব্বাসন করিল।

ইহার পর রুমনগরে একনায়ক রাজতন্ত্রের পদ্ধতি একেবারে রহিত হইয়া, সেনেট ও দুই জন কনসলের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হয়। কনসলেরা বৎসর বৎসর নিযুক্ত হইতেন। এই পদে ব্রুটস্ ও কোলেটাইনস নামে দুই ব্যক্তি প্রথমে নিযুক্ত হন।

রুমনগর স্থাপন অবধি প্রজাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী হইয়াছিল। এক শ্রেণীর নাম পেট্রিসিয়ান, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম প্লিবিয়ান। পেট্রিসিয়ানেরা যোত্রাপন্ন, প্লিবিয়ানেরা যোত্রহীন দরিদ্র। সেনেট্ প্রভৃতি

ভাগ্যবান লোকেরা পেট্রিসিয়ান দলভুক্ত ছিলেন, এবং ঐ দলের লোকেরা কনসল পদে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং পেট্রিসিয়ানেরা অধিক ক্ষমতাবান হইতেন, প্লিবিয়ানদিগের সেরূপ ক্ষমতা থাকিত না। ইহাতে সর্ব্বদা দুইদলে বিরোধ উপস্থিত হইত। এই বিরোধ ভঞ্জন জন্য অবশেষে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছিল প্লিবিয়ানেরা প্রতিবৎসর পাঁচ পাঁচ জন ট্রিবিউন নিযুক্ত করিবেন। ইঁহারা শান্তি রক্ষার কার্য্য করিবেন। এই সকল বিবাদ থাকিয়াও রুমনগর ক্রমে নানাপ্রকার দেবালয় ও অট্টালিকাতে সুশোভিত হইতে লাগিল, এবং লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধিতে সকল জাতির অগ্রগণ্য হইতে লাগিলেন। রুমরাজ্য সকল রাজ্যের প্রধান হইল তাহার নামে পৃথিবীর তাবৎ রাজারা কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন।

রুমরাজ্য।—দ্বিতীয় প্রকরণ।

খৃষ্টাব্দের ৩৯০ বৎসর পূর্ব্বে রুমরাজ্যে এক অতি অমঙ্গল ঘটনা হইল। এইক্ষণে যে দেশকে ফরাসী-দেশ বলা যায়, গাল নামে ঐ দেশের পূর্ব্ব অসভ্য মনুষ্যেরা রুমরাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে রাজধানী লইতে পারিল না। রোমান

সেনাপতি সকলে দেশ রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ স্থানে একত্র হইয়া থাকিলেন। গালেরা এক দিবস রাত্রে অত্যন্ত অন্ধকার হইলে ধীরে ধীরে হামা দিয়া নগরে উঠিবার চেষ্টা করিল। দৈবাৎ তাহাদিগকে দেখিয়া কতকগুলা রাজহংস ডাকিয়া উঠিল, তাহাতে প্রহরীরা সতর্ক হইলে গালেরা নগর প্রবেশ করিতে পারিল না। পরে কামিলস নামে বীরাগ্রগণ্য এক রোমান সেনাপতি সসৈন্যে বাহির হইয়া তাহাদিগের সকলকে বিনাশ করিলেন। গালদিগের এক প্রাণীও রক্ষা পাইল না।

রোমানদিগের যত শত্রু ছিল, তন্মধ্যে কার্থেজিয়নেরা প্রধান। ঐ জাতীয়দের সহিত রোমানদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাকে পিউনিক যুদ্ধ বলা যায়। ইহার প্রথম যুদ্ধ খৃ ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া, ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত, জলে ও স্থলে, অনেকবার সংগ্রাম হয়। তৎপরে একবার সন্ধি হইয়াছিল, ঐ সময়ে রুমনগরে জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। ইহার পূর্ব্বে পাঁচশত বৎসর ঐ মন্দিরের দ্বার একদিনের জন্য রুদ্ধ হয় নাই, যেহেতু ঐ পাঁচশত বৎসর রোমানেরা নিয়ত যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। যুদ্ধ থাকিলে ঐ মন্দিরদ্বার বদ্ধ হইত না, মুক্ত থাকিত।

খৃ ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে রোমানদিগের সহিত কার্থেজিয়নদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয়। এই যুদ্ধকে

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ বলা যায়। এই যুদ্ধে হানিবাল, কার্থেজিয়নদিগের সেনাপতি ছিলেন। হানিবালের তুল্য সেনাপতি পৃথিবীতে আর জন্মেনাই। হানিবাল স্পেনদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাইরিনিস্ ও আল্পস পর্ব্বত উলঙ্ঘন পূর্ব্বক ইটালী প্রবেশ করিয়া তিনবার রোমানদিগকে পরাভূত করেন।

ইহার এক যুদ্ধে রোমানপক্ষীয় ৮০০০০ সেনা হত হয়, কিন্তু অবশেষে রোমানেরা জয়ী হন। সিপিও নামে এক রোমান সেনাপতি আফ্রিকার অন্তঃপাতি জামা নামক স্থানে হানিবালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন।

এই যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পরে কার্থেজিয়নদিগের সহিত রোমানদিগের তৃতীয়বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রোমানেরা জয়ী হইয়া কার্থেজ নগরে অগ্নিদান করে, সেই অগ্নি ক্রমিক ১৭ দিবস প্রজ্বলিত থাকে, এবং তাহাতে তদ্দেশবাসী অনেকে ঝাঁপ দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ১৪৬ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

কার্থেজ নাশের পর রোমানেরা স্পেন দেশ জয় করে, তাহার পরে আফ্রিকাতে নিউমিদিয়া নামে আর এক দেশ জয় করিয়া, জগর্থা নামে তদ্দেশীয় রাজাকে বন্দীবেশে আনিয়া কারাগারে রাখে। তিনি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ইহার পর, ইটালীবাসী রোমানদিগের যে সকল সহায়কারী রাজা ছিলেন, তাহাদের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে অন্যূন তিন লক্ষ মনুষ্য হত হয়।

তৎপরে মিথ্রদেতিস নামে আশিয়া মাইনরের অন্তর্গত পন্টসের মহা পরাক্রমশালী রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। এই যুদ্ধ চল্লিশ বৎসর ক্রমাগত চলে। তাহার পর ঐ রাজা পরাভূত হয়েন।

এই যুদ্ধে দুই জন রোমান সেনাপতি ছিলেন, এক জনের নাম মেরিয়স, আর এক জনের নাম শীলা। ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত যশস্বী হইলেন, কিন্তু যখন উভয়ের পরাক্রম বৃদ্ধি হইল, তখন পরস্পর দ্বেষ জন্মিল। ঐ দ্বেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া, রোমানেরা আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া অনেকে মরিল।

রুমরাজ্য—তৃতীয় প্রকরণ।

শীলা ও মেরিয়সের পর, পম্পী ও সিজর নামে আর দুইজন যোদ্ধা রুমদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ক্রমে২ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইলেন, তাহাতে উভয়ের বাঞ্ছা হইল আমি একাধিপত্য করিব, সুতরাং পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কারসেলিয়া

নামক স্থানে একটা অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে পম্পীর অনেক সৈন্য নষ্ট হওয়াতে তিনি মিশরদেশে পলায়ন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি হত হয়েন।

পম্পীর মৃত্যুর পর সিজর ডিক্টেটর হইয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রুটস্ কেসস্ প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান লোক কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে বধ করিল। তদনন্তর এয়ষরের পদের সৃষ্টি হইয়া মার্ক আন্তনি, লিপিদাস ও অক্টেবিয়স্ এই তিন জন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। ব্রুটস ও কেসস আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর অক্টেবিয়স, আগস্তস সিজর নাম ধারণপূর্ব্বক রূমের সম্রাট হইলেন। তিনি ৪১ বৎসর রাজশাসন করিয়া খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন।

আগস্তসের রাজত্বকালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স স্পেন, জরমনি, ইটালি ও তুর্ক প্রভৃতি ইউরোপখণ্ডের তাবদ্দেশ রূমরাজ্যের অধীন হইয়াছিল। ইউরোপের উত্তর অঞ্চলে কয়েক জাতি বাস করিত কেবল তাহারাই স্বাধীনভাবে ছিল। তদ্ভিন্ন আসিয়া মাইনর, আরমানিদেশ, সিরীয়া, মিসোপোতেমিয়ার কিয়দংশ পালেস্তাইন, আরবস্থান প্রভৃতি ইউফ্রেতিস্ নদীর পশ্চিমবর্ত্তী তাবদ্দেশ রূমরাজ্যের অধীন হইয়াছিল,

এবং আফ্রিকার পশ্চিমে মারিতেনিয়া, অর্থাৎ সম্প্রতিকার মরক্ক, অবধি পূর্ব্বে মিশর ও ইথোপিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তরাংশ রূম রাজ্যের অধীন ছিল। উক্ত কয়েক দেশ ভিন্ন আর কোন দেশ তৎকালে আফ্রিকার অন্তর্গত বলিয়া জানা ছিল না। ভিতর প্রদেশে স্থানে স্থানে কাফরি লোক বসতি করিত। সুতরাং তাবৎ পৃথিবীতে রোমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

নিজ রূমনগর ঐ সময়ে কি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। আগস্তসের সময়ে ঐ নগরের চতুঃসীমা ২৫ ক্রোশ ছিল, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক চল্লিশ লক্ষ মনুষ্য বাস করিত। নগরের শোভার কথা কি বলিব, গ্রীশদেশীয় উত্তম উত্তম কারিকরের ক্ষোদিত উৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তরের উত্তম২ মূর্ত্তি নগরের নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। মিশর দেশের মাথা সরু চৌপল ও গোল স্তম্ভ এবং আসিয়াখণ্ডের অপূর্ব্ব ও মনোহর শিল্পকর্ম্মে তাবৎ নগর সুশোভিত হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল স্থানের স্বর্ণ রজত ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি আনিয়া প্রজারা গৃহ পূর্ণ করিয়াছিল, বস্তুতঃ পৃথিবীর উত্তম দ্রব্য আর কোথাও ছিল না, যেখানে যে দ্রব্য উত্তম দেখিয়াছিল রোমানেরা তাহা আনিয়া নগর সুশোভিত করিয়াছিল। রূমনগর

আশ্চর্য্য নগর হইয়াছিল, তত্তুল্য নগর পৃথিবীতে আর ছিল না।

কিন্তু অপর দেশের অর্থ লইয়া এই রাজ্যের শোভা-বৃদ্ধি। এজন্য তাহার অতিবাদ প্রশংসা করা-যাইতে পারে না। রুমদেশের সেনাপতিরা অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল আপনা-দের যশ এবং স্বদেশের পরাক্রম বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন অভিপ্রায় ছিল না। ভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগকে তাঁহারা অকাতরে বধ করিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র দয়া মমতা করিতেন না। অপরের ধন দেখিলে অনায়াসে হরণ করিতেন, এবং মনুষ্য দেখিলেই তাহা-দিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেন, তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। ইহা ভিন্ন অন্য অন্য পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তাহাদিগের উত্তম নীতি ছিল না। খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকে লিখে "অপরকে আপনার প্রতি যে আচরণ করাইতে বাঞ্ছা কর, অন্যের প্রতি সেই প্রকার আচরণ করিবে।" এই নীতি অতি সুনীতি, কিন্তু ইহার কিছুই জানিতেন না। অপরঞ্চ অবিচার পূর্ব্বক রাজ্য হরণ বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না এবোধমাত্র তাহাদিগের ছিল না।

আগস্তসের মৃত্যুর পরেও রুমরাজ্যের একাধিপত্য

ও জাঁক-জমক কতক কতক ছিল, বরং রূমবাসীদিগের সুখ ও আয়াস আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং অনেক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা পারিপাট্য হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যের মূল অশুদ্ধ ছিল, তাহাতে কিছু কালের মধ্যে ঐ রাজ্য নিষ্ঠুর আক্রমণকারীদিগের হস্তে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়াগেল।

রূমরাজ্য।—চতুর্থ প্রকরণ।

আগস্তসের সময়ে রূমরাজ্যের অত্যন্ত পরাক্রম ও জাঁক-জমক বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু ভিতরে২ পাপসঞ্চার হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজা প্রজা উভয়ের নষ্টবুদ্ধি হইয়াছিল। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন এই রাজ্য একটী বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়, তাহার শাখা প্রশাখা অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মূলে বল ছিল না, তাহাই তাহার পতনের মূল।

আগস্তসের মৃত্যুর পর ৩৫০ বৎসরের মধ্যে ছত্রিশ জন রাজা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আগস্তসের পর তাইবিরিয়স নামে যিনি রাজা হন, তিনি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। তাহার পর কালীগুলা নামে একজন রাজা হন, তিনি কত মনুষ্য বধ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি বলিতেন যদি রূমদেশীয় তাব-

লোকের একটা মস্তক হইত তাহা হইলে আমি সকলকে এক খড়্গে নষ্ট করিতাম। অবশেষে তাঁহার রক্ষকেরাই তাঁহাকে বধ করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী ক্লাডিয়স উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করেন। তাহার পর নিরো সম্রাট হন, তিনি অতি নরাধম, তাঁহার রাজত্বকালে শোণিত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইত না, তিনি আপন গর্ব্ভধারিণী ও পত্নীকে বধ করেন, এবং দৃষ্টিসুখের জন্য রূম নগরে অগ্নি দিয়া ছাতের উপর বসিয়া বীণা বাদন করিতেন। প্রজারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যষ্টি প্রহার দ্বারা বধ করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল, তাহা জানিয়া তিনি আপনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর গালবা ও অথো নামে দুই জন সম্রাট হইয়াছিলেন। গালবাকে সেনারা বধ করে, এবং অথো আত্মঘাতী হইয়া মরেন। তদনন্তর বিতেলিয়স নামে আর এক জন রাজা হইয়াছিলেন, তিনি যেমন লম্পট তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন।

এই প্রকার দুর্ব্বৃত্তেরা রূমের রাজা হইয়াছিলেন, ইহাদিগের নাম করিতে অন্তঃকরণে দুঃখোদয় হয়। ইহারা আপনাদিগকে অমর জ্ঞান করিয়া, যাহা মনে যাইত তাহা করিতেন, কাহার কথা শুনিতেন না, এবং মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করিতেন না। প্রজা-

দিগের মধ্যে কাহার এমন সাধ্য ছিল না তাহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করে। ইহাতেই তাহাদিগের কুকর্ম্ম ও দৌরাত্ম্য আরো বৃদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ রাজাদিগের মধ্যে কয়েক জন উত্তম চরিত্রের মনুষ্য ছিলেন। বিশেষতঃ বেস্পাসিয়ান ও তৎপুত্র টাটস, অন্তনাইনস, পাইয়স এবং ত্রেজন, ইহাঁরা সত্তের মধ্যে গণনীয় ছিলেন। বেস্পাসিয়নের রাজত্বকালে ইংলণ্ড দেশের জয় সমাধা এবং জারুজলম দেশ অধিকার ও ধ্বংস হয়।

কনস্তান্টাইন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি রুমদেশীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি খৃষ্টের মৃত্যুর ৩০৬ বৎসর পরে রাজ্যারম্ভ করিয়া, কনস্তান্তিনোপল নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী করেন। তৎপরে ৩৬৪ খৃষ্টাব্দে রুমরাজ্য বিভক্ত হইয়া দুই স্থানে দুই রাজধানী হয়। রুমরাজধানীকে পশ্চিম এবং কনস্তান্তিনোপলের রাজধানীকে পূর্ব্বরাজ্য বলা যাইত।

রাজ্যবিভাগের কিছুকাল পরে ইউরোপখণ্ডের উত্তর অঞ্চলের অসভ্য জাতীয়েরা রুমরাজ্য আক্রমণ করিয়া একেবারে ধ্বংস করিল। ঐ অসভ্য জাতির মধ্যে হন, গাথ, বান্দাল ও ফ্রাঙ্কেরা প্রধান। গাথ-

দিগের রাজা আলারিক রোমানদিগের অতি ভয়ানক শত্রু ছিলেন। তিনি অসংখ্য সৈন্য লইয়া রুমরাজ্য আক্রমণ করিলেন। রোমানেরা পূর্ব্বে এই অসভ্যগণকে অনায়াসে জয় করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহাদিগের খড়্গ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহারা রুমনগরে অগ্নিদান করিয়া রাজ-অট্টালিকার অধিকাংশ ভস্মসাৎ এবং ক্রমাগত ছয় দিবস নগর লুণ্ঠন এবং নরহত্যা করিয়া নগরকে একেবারে ছারখার করিল। তৎপরে জিনসরিক নামে বান্দালদিগের রাজা পুনর্ব্বার ঐ নগর ঐ প্রকার দগ্ধ ও লুঠ করিলেন। অবশেষে উদয়েশ্বর নামে হিরুলিদিগের রাজা ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রুমরাজ্য অধিকার করিলেন। তদবধি অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য তাঁহার অধীন ছিল।

ইউরোপের ইতিহাস।

ভূমিকা।

জফেতের সন্তানেরা ইউরোপের আদিপুরুষ। ইহাদিগের কতকগুলিন লোক গ্রীশদেশে, কতকগুলিন ইটালীতে, আর কতকগুলিন স্পেনদেশে গমন করিয়া তথায় বাস করেন। বিশেষ ইউরোপের মধ্যে এই

কয়েক দেশ অন্য দেশাপেক্ষা উষ্ণ, মনোহর এবং উর্ব্বর, এই জন্য প্রথমে তথায় অনেক লোক বাস করে। এই সকল লোক সমুদ্রতটে থাকিত, এবং অর্ণব-যান নির্ম্মাণ করিয়া অন্য অন্য দেশে বাণিজ্যাদি করিত, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত আঢ্য ও পরাক্রমশালী হই-য়াছিল। গ্রীশ ও রুমরাজ্যের ইতিহাসই ইহাদি-গের ইতিহাস।

যখন এই সকল লোক গ্রীশ ইটালী ও স্পেন দেশে বাস করিয়া বাণিজ্যাদি দ্বারা আপনাদের ধনবৃদ্ধি করিতে লাগিল, তখন আর আর জাতীয়েরা ইউ-রোপের উত্তরাংশে অন্যান্য দেশে যাইয়া বাস করিল। এই সকল দেশের জল বায়ু অতি শীতল, এবং ভূমি তাদৃশ উর্ব্বরা নহে, কিন্তু ঐ অঞ্চলে অনেক বন ছিল, তাহা বারসীঙ্গা, হরিণ, কালসার, বনবৃষ, বনশূকর প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাদের মাংসে অনেকের প্রাণ-ধারণ হইত এবং মৃগয়া-প্রিয় লোকেরা সর্ব্বদা মৃগয়া করিয়া বেড়াইত। বিশেষ এই সকল দেশে অধিক লোক ছিল না, তাহা-তে যে ব্যক্তির যত ইচ্ছা তত ভূমি অধিকার করিতে পারিত, এই কারণ গ্রীশ ইটালী ও স্পেনদেশস্থ এবং আসিয়াখণ্ডের অনেক লোক ইউরোপের উত্তরাংশে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। সুতরাং ভূমধ্যস্থ সাগর

অবধি উত্তরে আর্কটিক সমুদ্র পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ ক্রমে লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

উত্তরাঞ্চলের লোকের মধ্যে গাল, ফ্রাঙ্ক ও সুইবি, গাথ ও বান্দাল, এবং হনেরাই প্রধান ছিল। গালেরা প্রথমে ফ্রান্স দেশে, ফ্রাঙ্ক ও সুইবিরা জরমণি দেশে, গাথ ও বান্দালেরা প্রথমে নারওয়ে সুইডন ও ল্যাপ-লণ্ডে, পরে জরমণিতে এবং হনেরা হঙ্গরীতে বাস করিত।

এই সকল লোক নিতান্ত অসভ্য ছিল এবং নিরন্তর মৃগয়া যুদ্ধ ও আর আর দৈহিক শ্রমের কর্ম্ম করিত, তাহাতে তাহাদিগের সাহস নির্ভয়তা এবং দুরা-কাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইলে কোন কোন জাতি অত্যন্ত প্রতাপ-শালী হইল। অনন্তর যখন তাহারা দেখিল ইউ-রোপের দক্ষিণ অংশে অনেক নগর ধনে পূর্ণ, এবং অনেক স্থানে নানা প্রকার শস্য উৎপাদিত হইতেছে, তখন তাহাদিগের অধিক লোভ জন্মিল। বিশেষ ঐ সময়ে রুমরাজ্যের হ্রাসদশা হইয়াছিল, এবং রোমান সেনাদিগকে লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় ভয় করিত না, অতএব তাহারা (৪০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) ইটালী দেশ লক্ষ করিয়া আসিতে লাগিল। আলরিক নামে গাথদিগের রাজা রুমনগর আক্রমণ করিয়া, যাহার

যেকিছু পাইলেন সকল হরণ করিলেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে আটিলা নামে হনদিগের রাজা রুমনগর বিনাশের উদ্যোগ করিলেন। তদনন্তর মধ্যে মধ্যে ঐ চঞ্চল জাতীয়েরা ইউরোপের আর আর দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা রুম স্পেন প্রভৃতি ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে অতি উত্তম উত্তম সকল দেশ অধিকার করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সভ্যতা বৃদ্ধি হইল। সম্প্রতি ঐ সকল দেশে যে যে লোক বাস করিতেছে তাহারা ঐ অসভ্য বর্ব্বরদিগের সন্তান।

কুলতন্ত্রতা।

কুলতন্ত্রতার অর্থবোধের নিমিত্ত, মধ্যকালে ইউরোপে মনুষ্যের কি অবস্থা ছিল তাহা বর্ণন করা আবশ্যক। ঐ সময়ে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া বেড়াইত। এক স্থানে অধিক কাল বাস করিত না। কেহ কেহ কৃষিকর্ম্ম করিত বটে, কিন্তু যুদ্ধই তাহাদিগের প্রধান ব্যবসায় ছিল। অধিকাংশ লোক যুদ্ধ শিক্ষা করিত, তাহার মধ্যে কেহ কেহ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে কালযাপন করিত, অন্য কর্ম্ম করিত না, কেহবা প্রয়োজনমতে যুদ্ধে গমন করিত, নতুবা অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। অত্যাল্প লোক গৃহ ও অস্ত্রাদি

নির্ম্মাণ এবং অন্য অন্য অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিনপাত করিত, কিন্তু ইহাদিগকেও মধ্যে মধ্যে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে হইত। বাহুযুদ্ধে অন্যকে অনায়াসে পরাজয় করণক্ষম বলবান ও সাহসী পুরুষেরা এক এক দল বা জাতির অধ্যক্ষ হইতেন। ইহাদিগকে দলাধ্যক্ষ বা কুলপতি বলা যাইত। কোন দেশ জয় হইলে বিজিত মনুষ্যদিগের নগর গ্রাম ভূমি অশ্ব গাবী প্রভৃতি সকল দ্রব্য জয়কর্ত্তার প্রাপ্য বলিয়া গণনীয় হইত। জয়কর্ত্তারা বিজিত লোক সকলকে হয় সংহার বা নির্ব্বাসন করিতেন, কিম্বা দাসত্বপাশে চিরবন্দী করিয়া রাখিতেন। যুদ্ধ ভিন্ন ইহাদিগের আর কোন ব্যবসায় ছিল না। অপরের ধন ও ভূম্যাদি হরণ করাই এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাকে এক প্রকার দস্যুবৃত্তি এবং যে সকল লোক ইহাতে নিযুক্ত হইত তাহাদিগকে দস্যু বলা অসঙ্গত নহে।

কোন দেশ জয় হইলে পর জয়কর্ত্তারা আপনাদিগের মর্য্যাদানুসারে লুণ্ঠিতদ্রব্য বন্টন করিয়া লইতেন। যিনি রাজা কিম্বা দলপতি তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ গ্রহণ করিতেন, আর ২ প্রধানেরা কিছু ২ পাইতেন, সামান্য সৈন্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্পাংশ পাইত।

ভূমি সকল এই প্রকারে বিভাজিত হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা ভূমি গ্রহণ করিত তাহারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া থাকিত, যখন যেখানে সংগ্রাম উপস্থিত হইবে তখন সেখানে কুলপতির সহিত যাইয়া যুদ্ধ করিবে।

এইক্ষণে আমাদিগের ভূমিভোগের যে নিয়ম আছে তৎকালে এ নিয়ম ছিল না। কোন ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে গৃহাদি নির্ম্মাণ বা শস্যোৎপাদন করিতে পারিত না। রাজা বা কুলপতি সকল ভূমির স্বামী ছিলেন। তিনি কোন কোন কুলীন বা প্রধান ব্যক্তিকে কিছু কিছু ভূমি দান করিতেন। এই প্রধানেরা বা রাজা স্বয়ং এক এক বৃহৎ প্রস্তরময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনারা বাস করিতেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রজারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত। ইহারা দাস সংজ্ঞায় পরিগণিত হইয়া ভূমি আবাদ করিত এবং আপনাদের আহারোপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া উত্তমাংশ রাজা বা প্রধানকে অর্পণ করিত।

অতএব কুলতন্ত্রতার মর্ম্ম এই, দাসগণ কুলীন বা প্রধানদিগের নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবে, তাঁহারা যখন যে যুদ্ধে গমন করিতে বলিবেন এবং রাজা বা কুলপতিগণ প্রধানদিগকে যেখানে যুদ্ধে যাইতে আজ্ঞা করিবেন তাহাদিগকে সেইখানে যাইতে হইবে। এই সকল কার্য্য করিয়া প্রজারা এইমাত্র প্রত্যাশা করিত

যুদ্ধকালে ভূস্বামী তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। শত্রু-সমাগমে তাহারা স্ব স্ব কুটীর ত্যাগ করিয়া দুর্গের মধ্যে যাইয়া দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত হইত। কখন কখন শত্রুসেনা দুই চারি ছয় মাস পর্য্যন্ত দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিত। প্রজারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিত না। যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের মদ্য ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য শেষ না হইত সেই পর্য্যন্ত তাহারা গাল-গল্প ও গানবাদ্য করিয়া আমোদে থাকিত।

এই কুলতন্ত্রতা কখন্ আরব্ধ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় জানা যায় না। বোধ হয় তাহা গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথমে প্রচলিত হয়, তাহার পর খৃষ্টের জন্মের ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ফ্রাঙ্কেরা ফ্রান্সদেশে আগমন করে, তখন তথায় তাহা প্রচলিত হয়। সারলমেন রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রবল ছিল। তাহার পরেও, ইউরোপে যুদ্ধাদি ব্যাপার উপস্থিত হইলে ঐ নিয়মে কার্য্য হইত।

যোদ্ধৃকুলীনত্ব।

কুলতন্ত্রতার সময়ে রাজা বা প্রধানগণ কর্ত্তৃক অনেক অন্যায় ও উপদ্রব হইত। কোন রাজা বা প্রধান অন্য কোন রাজা বা প্রধানকে দুর্ব্বল দেখিলে তাঁহার কিল্লা

মারিয়া লইতেন, এবং তাঁহাকে বধ বা কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সুন্দরী কন্যা বা ভার্য্যা হরণ করিতেন।

যদিও ঐ কালের লোকেরা বড় বুদ্ধিমান ছিল না, তথাপি তাহারা ইহা বুঝিত যে পরধন বা পরস্ত্রী হরণ অসঙ্গত। অতএব কোন ব্যক্তি কাহার সম্পত্তি বা নারী হরণ করিলে বীরপুরুষেরা তাহার নিকট যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কিম্বা আর কোন প্রকারে তাহার প্রতীকার করিতেন।

এই প্রকারে যোদ্ধৃকুলীনত্বের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা ঐ পদ গ্রহণ করিতেন পরোপকার ও অন্যায় নিবারণ করা তাঁহাদের একপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি কাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যেপ্রকারে হউক তাঁহারা তাহার প্রতিফল দান করিতেন। কোন ব্যক্তি বিপদ বা দুঃখগ্রস্ত হইলে তাহার উপকারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহারা সত্য-বাদী ও সাহসিক হইতেন, সকলের প্রতি দয়া করি-তেন, অঙ্গীকার ভঙ্গ, বা অন্য কোন অপযশের কর্ম্ম করিতেন না। প্রভৃত পরোপকার জন্য তাঁহারা শরীরকে এক প্রকার বিক্রয় করিয়া রাখিতেন।

যোদ্ধৃকুলীনেরা অতি উত্তমরূপে বেশ ভূষা করি-তেন। তীক্ষ্ণধার লম্বা বর্ষা তাঁহাদিগের প্রধান অস্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন তরবার ছুরিকা টাঙ্গী ও মুদ্গর হস্তে

থাকিত, এবং লৌহ বা অন্য ধাতুর পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত হইত। তাঁহাদের সঙ্গে এক এক, কখন কখন অধিক চেলা থাকিত, ইহারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত, এবং ভবিষ্যতে যোদ্ধৃকুলীনত্বের প্রত্যাশা রাখিত। ফলতঃ এই পদ উত্তরোত্তর অত্যন্ত সম্মানসূচক হইয়াছিল, রাজা রাজপুত্র ও সেনাপতি সকল তৎপদ গ্রহণ করিতেন। বিশেষ ইংলণ্ডাধিপতি রিচার্ড, ফ্রান্সাধিপতি গাড্ফ্রি প্রভৃতি যে সকল বিখ্যাত মনুষ্য জবনাধিকার হইতে জারুসালম নগর মুক্ত করণার্থ গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে যোদ্ধৃকুলীন নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় লোকেরা কতক সভ্য হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্ব্বের সময়ে বিখ্যাত যোদ্ধৃকুলীনদিগের পরস্পর কাল্পনিক বর্ষা যুদ্ধ হইত। তাহা অতি চমৎকার। তদ্দর্শনার্থ লোকারণ্য হইত। বড় বড় রাজারাও তদ্দর্শনার্থ গমন করিতেন। যে যোদ্ধৃকুলীন জয়ী হইতেন, চারিদিক হইতে তাহার বাহবা পড়িত, এবং রাজা ও রাজরাণী সকলে তাঁহাকে জয়পত্র প্রদান করিতেন।

যোদ্ধৃকুলীনদিগের এই প্রকার যুদ্ধ ১২০০ শতাব্দী অবধি ১৪০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রবলভাবে চলিত। তাহার পর তাহা ক্রমে হ্রাস হইয়া ১৬০০ শতাব্দীতে

এলিজেবেথ রাণীর সময়ে একেবারে রহিত হয়। তাহার পর এই যুদ্ধ কথন কথন হইত মাত্র।

ক্রুসেড্ বা জারুসালম উদ্ধারার্থ যুদ্ধ।

এই সময়ে ইউরোপীয় লোকেরা জারুসালম যাইয়া খৃষ্টের সমাধি ও আর আর স্থান দর্শন করিত, তাহাতে ঐ স্থান মহাতীর্থস্থান হইয়াছিল। কিন্তু তুর্কজাতীয়েরা ঐ স্থানের কর্ত্তা ছিল, তাহারা যাত্রিগণকে নানা প্রকার ক্লেশ দিত। তাহাতে খৃষ্টানকুল ক্রোধাকুল হইয়া তাহাদের হস্ত হইতে জারুসালম উদ্ধার জন্য সমরারম্ভ করিল। এই সংগ্রাম একাদশ অবধি ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনবরত চলিয়াছিল, ইহাকে ইউরোপীয়েরা ক্রুসেড্ বলিয়া থাকেন।

পিটর নামে এক সাধু এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী, তিনি ফ্রান্সদেশীয় এক উদাসীন, সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় কটিদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া শির উলঙ্গ রাখিতেন, এবং যৎকুৎসিত বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন। তিনি পালেষ্টাইনে গমন করিলে তুর্কেরা তাহার অত্যন্ত অপমান করিল। ঐ অপমানে তিনি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া সকল স্থানে তাহাদের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশ করিলেন, এবং সকলকে উপদেশ দিলেন তাহাদিগের

সহিত যুদ্ধ কর। তাঁহার কথা শুনিয়া খৃষ্টানদল একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। রাজা মহারাজা সকলে সভা করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিরূপে তুরুকদিগের হস্ত হইতে পুণ্যস্থান উদ্ধার হয়। তৎপরে চারিদিক হইতে সৈন্য একত্র হইতে লাগিল। পরে ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ উদাসীন তিন লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে প্রথম যাত্রা করিলেন। তিনি একটা বৃহৎ খৃষ্টচক্র হস্তে লইয়া চলিলেন, এবং তাহার সঙ্গিগণ আপন আপন পরিধেয় বস্ত্রে লাল ফিতার এক এক খৃষ্টচক্র সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু এই সকল লোক আসিয়াখণ্ডে উপস্থিত হইবামাত্র, সলীমান বাদসাহ তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড এবং তাহাদিগের অস্থি লইয়া এক বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। এই যুদ্ধের জন্য আরং দিক হইতে যে সকল সেনা গমন করিয়াছিল তাহাদিগেরও প্রায় সেই দশা ঘটিল। ইতিহাস লেখকেরা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে আট লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র খৃষ্টান হত হয়, ইহারা কেহ জারুসালম পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। পথেই মারা গিয়াছিল। কেবল এক দল সেনার এইরূপ দুর্দ্দৈব ঘটে নাই। গাডাফ্রে নামা ফ্রান্স দেশীয় রাজা ইহাদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ঐ সকল সেনা লইয়া আসিয়ামাইনর দিয়া গমন করেন, এবং পথিমধ্যে কয়েকটা নগর জয় করিয়া,

১০৯৯ খৃষ্টাব্দে, জারুসালম নগরে যাইয়া ঐ নগর অধিকার করেন। তদবধি ১১৮৭ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থান খৃষ্টানদিগের হস্তে ছিল। তাহার পর তুর্কেরা ঐ স্থান পুনর্জ্জয় করিল, তদবধি তাহা তাহাদের অধিকারে আছে। ১১৮৭ অবধি ১২৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্যূন পাঁচবার মহাযুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে খৃষ্টানেরা জয়লাভ করিতে পারে নাই। কথিত আছে এই ধর্ম্মযুদ্ধে অন্যূন দুই কোটি খৃষ্টান হত হইয়াছে।

এই সকল যুদ্ধে অনেক উত্তম উত্তম মনুষ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে জ্ঞানবান ছিলেন, কিন্তু সেনাদিগের মধ্যে নানা প্রকার মনুষ্য ছিল, অনেকে ধর্ম্ম ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোক তস্কর ও দস্যু, ইহাদের মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল যদি জয়লাভ হয় তবে অনায়াসে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব।

এই প্রকারে যদিও অনেকে স্বার্থপরবশ হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, এবং যুদ্ধের বিশিষ্ট হেতু ছিল না, এবং তাহাতে অনেক রক্তারক্তি ও অসঙ্খ্য মহাপ্রাণী নষ্ট হইয়াছে, তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তৎকালে ইউরোপের লোকেরা অতি বর্ব্বর ছিল, তাহারা পূর্ব্বদেশে আসিয়া অনেক শিল্পবিদ্যা ও কারিকরী শিখিয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগের

সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়া যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে। আর কোন বিষয়ে কোন উপকার হয় নাই।

ধর্ম্মসংস্কার।

পূর্ব্বদেশীয় লোকের স্থানে ইউরোপীয়েরা বারুদ প্রস্তুত করিবার উপদেশ পায়। তাহাতে যুদ্ধ কার্য্য সঙ্ক্ষেপ হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন অনেক তুলা ও বস্ত্র দ্বারা চীনজাতীয়েরা প্রথমতঃ কাগজ প্রস্তুত করে, আরবেরা তাহাদিগের স্থানে ঐ বিদ্যা শিখিয়া স্পেনদেশে প্রচার করে। ইহার পূর্ব্বে চর্ম্মের কাগজ ব্যবহার হইত, তাহাতে ব্যয়বাহুল্য ছিল, সুতরাং পুস্তকাদি অত্যল্প ও অত্যন্ত দুর্মূল্য ছিল। কাগজের সৃষ্টি হইলে অধিক পুস্তক এবং অনেকের বিদ্যাভ্যাস হইতে লাগিল। কিন্তু কাগজ অপেক্ষা ছাপাযন্ত্রে অধিক উপকার দর্শিয়াছে। ১৪৪২ সালে গটেনবর্গ নামে জর্ম্মণদেশীয় এক কারিকর মেণ্টজনগরে ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে পুস্তকাদি অত্যন্ত অল্প-মূল্য হইয়া অনায়াসে বিদ্যা শিক্ষার এক প্রধান পথ হইল। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যাবস্থাতে ঐ ধর্ম্মের অনেক কদাচার হইয়াছিল। পাদরীরা অধিকাংশ মূর্খ ও কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন, তাহারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান না করিয়া আপনাদের কুচরিত্র দ্বারা অপর লোককে আরো মূর্খ ও কুপথগামী

করিতেন। এই ঘোর মূর্খতার সময়ে রুমদেশীয় পোপের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল, তিনি খৃষ্টানদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া ইউরোপীয় রাজাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার বাসনায় অনেকানেক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতেন, ইহাতে অনেক রাজা তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞা-কারী হইয়াছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বাইবল পুস্তকের মর্ম্ম অনেকে জ্ঞাত ছিল না। উক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণের পর ঐ ধর্ম্মপুস্তক ও অন্য অন্য উত্তম উত্তম পুস্তক ছাপা হও-য়াতে তাহা পাঠ করিয়া অনেকের জ্ঞানোদয় হইল। তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিলেন পোপেরা ঐহিক সুখে মত্ত, ধর্ম্মপানে দৃষ্টি করেন না, ধর্ম্মপথে চলেন না, এবং লোকদিগেরও ধর্ম্ম বোধ নাই। অতএব সকলেই ধর্ম্মসংস্কার বাঞ্ছা করিল।

এই ধর্ম্মসংস্কার মার্টিন লূথর কর্ত্তৃক ১৫১৭ সালে আরম্ভ হয়। লূথর অতি সাহসী ও সৎকথক ছিলেন, তিনি পোপদিগের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধর্ম্মের হীনত্ব-বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণে ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহা-তে খৃষ্টানরাজ্যে যেখানে যত রাজা ছিলেন সকলে পোপকে অমান্য করিতে লাগিলেন, ইহাতে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে পাঁচ কোটি

লোক হত হইল। তৎপরে ইউরোপের উত্তর জর্ম্মাণি, হলণ্ড, ডেনমার্ক, নারওয়ে, সুইডন ও গ্রেটব্রিটনে প্রটেস্টান্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হইল।

এই ধর্ম্মসংস্কারের পর ইউরোপে নানাস্থানে নানা প্রকার শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। এইক্ষণে প্রায় সকলস্থানে পাঠশালা চতুষ্পাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং বৎসর বৎসর কোটী কোটী পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। ইহাভিন্ন জ্যোতিষবিদ্যা অনুশোচিত এবং দিও্‌নিরূপণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া জাহাজ চালাইবার বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছে, পূর্ব্বে নাবিকেরা সমুদ্রের অধিক দূরে গমন করিতে সাহসী হইত না, ১৪৯২ সালে ঐ বিদ্যা-বলে কলম্বস আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ করেন, এবং ১৪৯৭ সালে বাস্কোডিগামা, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।

উক্ত আমেরিকা মহাদ্বীপে এইক্ষণে দুই কোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, তাহারা ইউরোপীয় লোকের বংশ্য। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে ইউরোপীয় লোক দ্বারা ইউরোপীয় শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ইউরোপীয় লোকের ভাষা ও ধর্ম্ম পৃথিবীর সকল স্থানে প্রচারিত হইতেছে।

অতএব আমরা ইউরোপ মহাদ্বীপের সকল দেশের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ২ লিখিতেছি। প্রথমে ইংলণ্ডের বিবরণ আরম্ভ হইতেছে।

ইংলণ্ড।

অনেকে অনুমান করেন গ্রেটব্রুটন ও আয়রলণ্ড দেশ গালদেশের উপনিবেশ, অর্থাৎ গাল হইতে যে সকল লোক যাইয়া তথায় বসতি করিয়াছিল তাহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি আয়রলণ্ড, ওয়েলস্ এবং স্কট-লণ্ডের উচ্চ ভূমিতে বাস করে। তাহারা গাইল বা সেলটিক নামে খ্যাত এবং প্রাচীন গালীয় বা সেলটিক্ ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে।

খৃষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে রুমাধিপতি জুলিয়স সিজর এই দেশ প্রথম আক্রমণ করেন। তদবধি তাহার ব্রুটন নাম হয়, তৎপূর্ব্বে এই দেশের কথা আর কোথাও প্রকাশ ছিল না। যখন রোমানেরা এই দেশ আক্রমণ করিল তখন এই দেশস্থ লোকেরা অতি অসভ্য ছিল, সকলে উলকিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিত। কতক লোক পশু-চর্ম্ম পরিধান করিত, কেহবা উলঙ্গ থাকিত। লাঠী বর্ষা ও তরবার ভিন্ন তাহাদের অন্য অস্ত্র ছিল না।

প্রাচীন ব্রুটনেরা ইউরোপের অন্য অন্য জাতির ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের পুরোহিতদিগের নাম দ্রুইদ। তাহারা প্রান্তর-মধ্যে বৃহৎ২ স্তম্ভদ্বারা এক এক স্থান বেষ্টন করিয়া তন্মধ্যে একখান বৃহৎ প্রস্তর পাতিয়া বেদী করিত। সেইখানে নরবলি হইত।

দ্রুইদেরা ওকবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করিত, এবং ওকবৃক্ষের উপর যেখানে অন্য বৃক্ষ দেখিতে পাইত সেইখানে মহোৎসব করিত।

রোমানেরা ব্রুটন দেশ আক্রমণ করিলে দ্রুইদেরা ব্রুটনদিগকে যুদ্ধের পরামর্শ দিলেন। ঐ উপদেশ পাইয়া তাহারা রোমানদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কিন্তু সুইটোনিয়স্ নামে রোমান সেনাপতি তাহাদিগের ওককুঞ্জ এবং দেবালয় ভগ্ন করিয়া একাকার করিয়া দেন। অনন্তর জুলিয়স এগ্রিকোলা নামে আর এক সেনাপতি ঐ দেশ জয় করিয়া ৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রুটনদিগকে রোমানরাজ্যের অধীন করিলেন।

ব্রুটন দ্বীপের উত্তরভাগে স্কটেরা বাস করিত, রোমানেরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। ঐ জাতীয়েরা অতি ভয়ানক ছিল, তাহারা স্বাধীনাবস্থায় থাকিয়া রোমানদিগের উপর উপদ্রব করিত।

ঐ উপদ্রব নিবারণ জন্য রোমানেরা তাইন নদী অবধি ফ্রিথ পর্য্যন্ত এক প্রাচীর দিল। তদনন্তর ক্লাইডের ফ্রিথ ও ফোর্থের মধ্য দিয়া আর এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল।

ব্রূটনেরা প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত রোমানদিগের অধীন ছিল। ইতিমধ্যে তাহারা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে নাই, বরঞ্চ রোমানদিগের রীতি প্রকৃতি অনুসারে চলিত। অনন্তর রুমরাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হইলে, যখন অন্য২ ইউরোপীয় জাতিরা রুমরাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন রুমরাজ্যাধিপতি অগত্যা ব্রূটন হইতে সৈন্যগণকে উঠাইয়া স্বদেশে আনয়ন করিলেন।

ব্রূটনেরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধকর্ম্মে সুশিক্ষিত হয় নাই, সুতরাং রোমান সেনাগণ প্রস্থান করিলে উত্তরবাসী স্কটেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ব্রূটনেরা ঐ আক্রমণ নিবারণে অক্ষম হইয়া, জর্ম্মানি দেশের স্যাক্সন জাতীয় লোকদিগকে আহ্বান করিল। তাহারা ব্রূটনে আসিয়া স্কটদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিল। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া, তাহারা ব্রূটনদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া আপনারা ঐ দেশ অধিকার করিয়া, তাহাতে সাতটী রাজধানী করিল। স্যাক্সনদিগের এঙ্গল নামধারী এক জাতি ছিল;

তাহারা ঐ দেশ অধিকার করিয়া দেশের নাম এঙ্গল-ল্যাণ্ড, অর্থাৎ এঙ্গল-ভূমি রাখিল, তাহাতেই ইংলণ্ড নাম হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকরণ—স্যাকসনদিগের রাজত্ব।

৮২৮ খৃষ্টাব্দে এগবর্ট রাজা হইয়া পূর্ব্বোক্ত সাতটী রাজধানী ভাঙ্গিয়া একটী রাজধানী করেন। অতএব তিনি ইংলণ্ডের প্রথম রাজা বলিয়া খ্যাত হন।

এগবর্ট ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ফ্রান্স দেশে সরলমেন রাজার নিকটে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। তাহাতে তিনি আর আর স্যাকসন রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন।

এগবর্টের রাজ্যারম্ভাবধি দিনামার জাতীয়েরা সর্ব্বদা ইংলণ্ড দেশ আক্রমণ করিত, এবং এক একবার সমুদায় দেশ উজাড় করিয়া ফেলিত।

৮৭২ সালে আলফ্রেড রাজা হইয়া জলপথে ও স্থলপথে তাহাদের সঙ্গে ছাপ্পান্নবার যুদ্ধ করেন, তাহাতেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। পরে তিনি ছদ্মবেশে বীণাবাদ্য করিতে২ তাহাদিগের শিবিরে যাইয়া তাহাদের সমস্ত সন্ধান লইলেন। তৎপরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন।

আলফ্রেড মহোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আলফ্রেড ঐ উপাধির যথার্থ পাত্র ছিলেন, যেহেতু তিনি রাজ্যশাসনের অনেক সুনিয়ম করিয়া যান। জুরীর দ্বারা বিচার হইবার রীতি প্রচলিত হয়, এবং আক্সফোর্টের চতুষ্পাঠী তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

আলফ্রেড রাজার রাজত্বকালে ইংলণ্ডীয়েরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর নাম টেন্‌স, মনুষ্যেরা এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম সেয়রলস্, মধ্যম অবস্থার লোকেরা এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর নাম বিলনস্, গ্রামবাসী সামান্য লোক যাহারা দাস্যবৃত্তি করিত তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, ফলতঃ এই শ্রেণীর লোকই অধিক ছিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডীয়েরা অতি মূঢ় ছিল। পাদরী ভিন্ন কেহ লেখাপড়া জানিত না, এবং পাদরীদিগের মধ্যেও অনেকের বর্ণ বোধ ছিল না। যখন দিনামারেরা ইংলণ্ডদেশে উৎপাত করে, তখন ডাইন উল্‌ফ নামে এক জন রাখাল, আলফ্রেডকে এথেলনী দ্বীপে আপন কুটীরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এই কারণ তিনি তাহাকে উইঞ্চেষ্টরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইবে পাদরীরা কেমন মূঢ় হইতেন।

যদিও আলফ্রেড এমন অজ্ঞ মনুষ্যকে পাদরীপদ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যানুশীলন-বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। যুদ্ধকার্য্যে আবদ্ধ না থাকিলে, তিনি প্রতিদিন অষ্ট ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি ধর্ম্মগীত ও অন্য কয়েকখান পুস্তক স্যাকসন ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আলফ্রেডের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে দিনামারেরা পুনর্ব্বার ইংলণ্ড দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। তৎকালে ইংলণ্ডে এমন কোন বীর রাজা ছিলেন না যে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সুতরাং তাহারা ইংলণ্ড জয় করিল, এবং তাহাদের তিন জন রাজা একাদিক্রমে ইংলণ্ডে রাজত্ব করিলেন। এই তিন রাজার মধ্যে কেনিউট সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনি ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, ও স্কান্দনিবিয়ার রাজা ছিলেন।

অতঃপর ১০৪১ খৃষ্টাব্দে দিনামারেরা পরাজিত হইল। তাহাতে এডওয়ার্ড কনফেসর নামে আর এক জন স্যাকসন জাতীয় রাজা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হেরলড্ নামে ঐ জাতীয় আর এক জন রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে উইলিয়ম নামে ফরাশদেশের অন্তর্বর্ত্তি নার্মেণ্ডীর ডিউক, ৬০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। হেরলণ্ড তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়া হেষ্টিংস নামক

স্থানে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু একটা শর তাঁহার মুকুট বিদ্ধিয়া তাঁহার মস্তক ভেদ করিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইলে উইলিয়ম ইংলণ্ডেশ্বর হইলেন।

তৃতীয় প্রকরণ—নার্ম্মনগোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

উইলিয়ম ২১ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম রুফস রাজা হন। তাঁহার কেশ রক্তবর্ণ ছিল এই জন্য তাঁহার রুফস নাম হইয়াছিল। তিনি মৃগয়া-প্রিয় ছিলেন। এক দিবস বনমধ্যে গিয়া একটা মৃগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিলেন, তৎকালে ওয়ালটর টাইরেল নামে এক ব্যক্তি এক তীর ক্ষেপণ করে, সেই তীর একটা বৃক্ষে লাগিয়া তাঁহার চক্ষু ভেদ করিল, তাহাতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

উইলিয়মের মৃত্যুর পর, ১১০০ খৃষ্টাব্দে হেনরী নামে তাঁহার এক সহোদর রাজা হন। তিনি লিখিতে পারিতেন, এই জন্য তাঁহার পণ্ডিত উপাধি হইয়াছিল।

১১৩৫ খৃষ্টাব্দে হেনরী পরলোক গমন করিলে, ব্লয়সের ষ্টিফন বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিলেন। কিন্তু

১১৫৪ অব্দে তিনি লোকান্তর গমন করেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত হেনরীর পৌত্র দ্বিতীয় হেনরী রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব কালে আয়রলণ্ড দেশ বিজিত হইয়া ইংলণ্ডভুক্ত হয়। এই দেশ ইতঃপূর্ব্বে স্বাধীন ভাবে ছিল।

১১৮৯ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড নামে দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার অত্যন্ত সাহস এবং অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি কেবল যুদ্ধ ও রক্তাবক্তির কাণ্ডে নিযুক্ত থাকিতেন।

রিচার্ড ফ্রান্স দেশের রাজার সহিত মিলিয়া জবনাধিকার হইতে জারুসালম নগর উদ্ধারার্থ পালেষ্টীনে যাত্রা করিয়া একর অধিকার করেন। পরে ঐ স্থানে যশ লাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার ডিউক তাঁহাকে ধরিয়া দুই বৎসর বন্দীবেশে রাখেন। ইংলণ্ডীয়েরা অনেক অর্থ দিয়া তাঁহাকে কারামোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি হত হইলেন, তাহাতে জান নামে তাঁহার সহোদর রাজা হইলেন। জানের সহিত পাদরীদিগের অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহাতে রূমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পাদরীদিগের পক্ষ হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগের নিত্য-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং ফিলিপ নামক ফরাশিদিগের রাজাকে রাজমুকুট

প্রদান করিলেন। ফিলিপ সমর সজ্জায় ইংলণ্ড দেশ যাত্রা করিলে, জান নিরুপায় হইয়া রূমের ধর্ম্মাধ্যক্ষের ক্ষমা প্রাপ্তির আশয়ে রাজমুকুট পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত ঐ মুকুট আপনি ধারণ করিলেন। তৎপরে তাহা পুনর্ব্বার জানকে প্রদান করিলেন।

ইংলণ্ডের প্রধানেরা জানের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন, একজন্য রণিমিড নামক স্থানে সভা করিয়া, জানকে ধরিয়া ম্যাগনাচার্টা নামে একখান কাগজে স্বাক্ষর করিয়া লইলেন। তাহাতে, জান ও তাঁহার পর যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা পূর্ব্ব রাজাদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজকর্ম্ম করিতে পারেন নাই, অতএব এই কাগজই ইংরাজদিগের স্বাধীনতার মূলস্বরূপ গণ্য হইয়াছে। ১২১৫ সালের ১৯ জুলাই তারিখে, ঐ কাগজে স্বাক্ষর করা হয়।

ফ্রান্সদেশে নারমেন রাজাদিগের যে সকল অধিকার ছিল জানের রাজত্বকালে প্রায় সকলই হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ইংরাজ রাজারা ঐ সকল অধিকার পুনরধিকারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা লইতে পারিলেন না। ১২১৬ খৃষ্টাব্দে জান পরলোক গমন করিলে, হেনরী নামে তাঁহার নবম বর্ষীয় এক পুত্র রাজা

হইলেন, তিনি পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই রাজার রাজত্বকালে, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে, লিষ্টরের আরল দলবদ্ধ হইয়া রাজাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই কর্ম্মে কৃতকার্য্য হওনার্থ সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য যাচ্ঞার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য যাচ্ঞার রীতি প্রচলিত ছিল না।

উক্ত আরল পার্লিয়ামেন্ট সভা আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দেন, কুলীন ও যাজক ব্যতীত প্রত্যেক পরগণা বা চাকলার দুই জন যোদ্ধৃকুলীন এবং প্রত্যেক সহরের এক এক জন প্রতিনিধি, ঐ সভাতে আসন পাইবেন। এই মহাসভা ১২৬৫ সালের ২০ জানুয়ারিতে আহূত হয়। এই সভাকে ইংরাজদিগের হৌস অব্ কমন্সের সূত্র বলিতে হইবে।

চতুর্থ প্রকরণ—ইংলণ্ডীয় যুদ্ধ ও রাজবিদ্রোহ।

হেনরীর পর প্রথম এডওয়ার্ড ১২৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার দুই পদ অত্যন্ত লম্বা

বলিয়া তাঁহার লম্বচরণ নাম হইয়াছিল। তিনি ব্যবস্থা ও যুদ্ধকার্য্যে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং পালেষ্টান ও ইংলণ্ডের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ওয়েলস্ দেশে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন, এডওয়ার্ড সেই রাজাকে পরাজয় করিয়া ঐ রাজ্য ইংলণ্ড ভুক্ত করেন। তৎপরে তিনি স্কটলণ্ড জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিখ্যাত উইলিয়ম ওয়ালেস তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া তাঁহাকে ঐ দেশ জয় করিতে দেন নাই। তিনি অতি সাহস পূর্ব্বক ঐ দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে এডওয়ার্ড তাঁহাকে রণ-বন্দী করিয়া শৃঙ্খল-বন্ধন-পূর্ব্বক লণ্ডন নগরে আনিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন।

এডওয়ার্ডের পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, ১৩০৭ সালে, রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি এক লক্ষ সেনা লইয়া স্কট-লণ্ডে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রবর্ট ব্রুস কেবল ত্রিশ সহস্র সেনা সহকারে তাঁহাকে পরাজয় করেন। তাহাতে স্কটলণ্ড দেশ স্বাধীন রহিল।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অতি নির্ব্বোধ ও অভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার স্বীয় বনিতা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রণবন্দী করেন, তৎপরে কারাগারে রাখিয়া তাঁহাকে অতি নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক নষ্ট করান।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র তৃতীয় এডওয়ার্ড পঞ্চদশ বৎসর বয়সে, ১৩২৭ সালে, রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় কাপুরুষ ছিলেন না, রাজসিংহাসন আরোহণ করণানন্তর, হলিডোন পাহাড়ে স্কটদিগকে পরাভূত করেন, তৎপরে ফ্রান্সদেশ আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হন।

তৎপুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ড পিতা হইতেও আরো বীর্য্যবান ছিলেন। তাঁহার যেমন বীরত্ব; দয়া, সৌজন্যও সেই প্রকার ছিল। যুদ্ধকালে তিনি কৃষ্ণবর্ণ সজ্জা করিতেন, এই জন্য তিনি কৃষ্ণ এডওয়ার্ড বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

তিনি ফ্রান্সদেশীয় জান রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী বেশে আনয়ন করেন, কিন্তু তাহাতে অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। নগর প্রবেশ কালে তিনি শির শূন্য করিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহার অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন।

এডওয়ার্ড, ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর দ্বিতীয় রিচার্ড রাজা হন। রাজ্যাভিষেক কালে এডওয়ার্ডের একাদশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে, ১৩৮১ অব্দে, একটা ভারি রাজবিদ্রোহ হয়। ওয়াট টাইলর নামে এক জন কর্ম্মকার ঐ বিদ্রোহের অধ্যক্ষ ছিল। ঐ ব্যক্তি

এক লক্ষ মনুষ্য লইয়া লণ্ডননগরে অনেক অত্যাচার করে। রাজা কোন কথা মীমাংসার জন্য, কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মনুষ্য সমভিব্যাহারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ কর্ম্মকার অসি নিষ্কো-ষিত করিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া-ছিল। উইলিয়ম ওয়ালওয়ার্থ নামে লণ্ডনের নগরা-ধ্যক্ষ তৎকালে রাজার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি কর্ম্মকারের অনুচিত আচরণে কুপিত হইয়া স্বীয় হস্ত-দণ্ডদ্বারা তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন। তৎপরে রাজার এক অশ্বারোহী সেনা তাহাকে বধ করিল।

কর্ম্মকারের সমভিব্যাহারী সেনা সকল এই কাণ্ড দেখিয়া কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজার সঙ্গিগণকে আক্র-মণ করিতে উদ্যত হইল। রিচার্ড তাহা দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের অধ্যক্ষের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না, আমি তোমাদের রাজা, আমি তোমা-দিগের অধ্যক্ষ হইব। এই কথাতে সকলে নিরস্ত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিল।

পঞ্চম প্রকরণ।—লাঙ্কেষ্টর গোষ্টীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

রিচার্ড অঙ্গীকার করিয়াছিলেন প্রজাদিগের দাসত্ব মোচন করিবেন, বাণিজ্যদ্রব্যের কর লইবেন না, এবং শ্রম পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত কর গ্রহণ করিবেন, কাহাকে কাহাকে সনন্দ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অঙ্গীকার পালন না করিয়া, সামান্য প্রজাগণকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাবৎ প্রজামণ্ডলী ক্রমশঃ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। পরে তাঁহার খুড়তাত ভ্রাতা, লাঙ্কেষ্টরের ডিউক, আপনি রাজত্ব গ্রহণের অভিলাষ করিলেন এবং রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে তাঁহাকে অনাহারে বা লোক দ্বারা বধ করিয়া, চতুর্থ হেনরী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, ১৩৯৯ অব্দে, রাজ্যারম্ভ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইয়র্কের পাদরী রাজবিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল। ইহার পূর্ব্বে কোন পাদরী এ প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হন নাই। উইক্লিফ নামে এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ইংলণ্ডে খৃষ্টানধর্ম্ম সংস্কারে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার মতাবলম্বী বলিয়া আর এক জনকে জিয়ন্ত দগ্ধ করা হইয়াছিল।

রিচার্ডের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র পঞ্চম হেনরী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, ১৪১৩ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বর হইলেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি অত্যন্ত লম্পট ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন, কিন্তু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ব কুরীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকর্ম্মে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

রাজ্য গ্রহণের দুই বৎসর পরে তিনি ফ্রান্স দেশ আক্রমণ করেন, এবং ঐ দেশ জয় করিয়া প্যারিস নগরে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎপরে যুদ্ধ জয় করিতে করিতে, ১৪২২ অব্দে, ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রমে, তিনি পরলোক গমন করেন।

ষষ্ঠ হেনরী নয় মাস বয়ঃক্রমের সময়ে রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহার শৈশবকালে ফ্রান্স দেশে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহাতে জোয়ান আফ্ আর্ক নামে একটী বালিকা, ফরাশী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া, বড় বড় ইংলণ্ডীয় সেনাপতিকে পরাস্ত করিতে লাগিল। সুতরাং ইংরাজেরা ফ্রান্সরাজ্যে যে সকল দেশ জয় করিয়াছিল তাহা হস্তান্তরিত হইল।

ষষ্ঠ হেনরী পিতা বা পিতামহের ন্যায় বীর্য্যবান্ ছিলেন না, তিনি নিতান্ত শান্তস্বভাব ছিলেন, অতএব তাঁহার রাজত্বকালে দ্বিতীয় রিচার্ডের উত্তরাধিকারিগণ রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইয়র্কের ডিউক ঐ রাজার অতি নিকট জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি আপনাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া, ১৪৫৫ সালে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তিনি হেনরীকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু হেনরীর স্ত্রী মার্গেরেট ও অনেক বড় বড় লোক হেনরীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন। এবং অনেক বড় বড় লোক ডিউকেরও পৃষ্ঠপূরক থাকিলেন। দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পক্ষ ভেদের জন্য হেনরীপক্ষীয় লোকেরা লালরঙ্গের গোলাপ পুষ্প অঙ্গভূষণ করিলেন। অপর পক্ষীয় লোকেরা শ্বেত গোলাপ ধারণ করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য এই যুদ্ধকে গোলাপপুষ্পের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণন করা গিয়াছে।

ষষ্ঠ প্রকরণ—গোলাপের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর চলিয়াছিল। ওয়ারিকের বিখ্যাত অরল, শ্বেত-গোলাপ-ধারীদিগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কৌশলে তৎপক্ষীয়েরা টৌটনে যুদ্ধ জয়ী হইয়া, লাল গোলাপ ধারীদিগের ছত্রিশ সহস্র সেনা বিনাশ করে। তৎপরে ১৪৬১ অব্দে, ইয়র্কের নবীন ডিউক, চতুর্থ এডওয়ার্ড

নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। ষষ্ঠ হেনরী কারাবাসী হন। কিছুকাল পরে এডওয়ার্ডের সহিত ওয়ারিকের অরলের মনোভঙ্গ হয়, তাহাতে ঐ অরল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠ হেনরীকে কারাগার হইতে আনিয়া সিংহাসন অর্পণ করিলেন। এডওয়ার্ড নিরুপায় হইয়া তখন ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিলেন। তৎপরে ঐ অরল বার্ণেটের যুদ্ধে হত হইলে, তিনি হেনরী ও তাঁহার সন্তানদিগকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুমাত্র রহিল না।

এডওয়ার্ড ১৪৮৩ অব্দে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চম-এডওয়ার্ড সংজ্ঞায় রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি ও তাঁহার সহোদর নিতান্ত শিশু ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের পিতৃব্য তাঁহাদের তত্ত্বাবধারক হইলেন। তাঁহার নাম রিচার্ড, তিনি গ্লষ্টরের ডিউক, তিনি রাজ্যলোভে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লণ্ডনের দুর্গে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে এক দিবস রাত্রে দুই ভ্রাতা এক পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কয়েক জন দুরাত্মা, রিচার্ডের উপদেশানুসারে তথায় যাইয়া তাহাদিগকে বালিস চাপা দিয়া বধ করিল।

তদনন্তর রিচার্ড রাজা হইলেন। কিন্তু রাজ্য

পাইয়া অধিক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ, হেনরী টিউডর নামে রিচমণ্ডের ডিউক ষষ্ঠ হেনরীর একমাত্র জ্ঞাতি ছিলেন, ফরাশীজাতীয়েরা তাঁহার পক্ষ হইয়া তাঁহাকে সেনা সাহায্য করিল, তিনি ঐ সেনা লইয়া ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া রিচার্ডের সহিত যুদ্ধ করিলেন। রিচার্ড যুদ্ধে হত হইলেন। হেনরীর সেনাগণ শব অন্বেষণ করিতে২, সৈন্য-শবের মধ্যে তাঁহার মুকুট পাইয়া, হেনরীর মস্তকে অর্পণ করিল। হেনরী সপ্তম হেনরী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হইলেন।

হেনরী রাজা হইয়া চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে উভয় পরিবারের আর কোন বিবাদ রহিল না। অতএব বিবাহকালে শ্বেত গোলাপ পুষ্পের মালাতে লাল গোলাপ পুষ্প গাঁথিয়া, বর কন্যা উভয়ে পরিধান করিলেন।

হেনরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডীয়েরা বিবিধ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তাহাতে সর্ব্বদা নগর লুণ্ঠন ও গ্রাম দাহ হইত, এবং প্রজাগণ এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিত না। তথাপি এই সময়ে অনেক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়া নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা, বিশেষতঃ কৃষিকার্য্য, সংগীতশাস্ত্র, চিত্র ও গৃহাদি নির্ম্মাণ বিদ্যার অনেক উন্নতি, হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ঐ

সময়ে ইংরাজী ভাষা অনেক পরিশোধিত এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

সপ্তম প্রকরণ।—টিউডরগোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

সপ্তম হেনরী, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে, রাজা হন। এইক্ষণে ইংরাজদিগের যে সভ্যাবস্থা দেখা যায় তাহা ঐ হেনরী হইতেই হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কেননা তৎপূর্ব্বে কুলীনদিগের বিভব বিক্রয়ের রীতি ছিল না, তাহাদিগের অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা ছিল। তাহারা দাসগণকে এক প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করাইতেন। হেনরী তাহা রহিত করিয়া তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। কুলীনদিগের তাদৃক পরাক্রম রহিল না, ইহাতে লোকের অবস্থা উত্তম হইতে লাগিল।

পরন্তু তস্কর ও প্রাণহন্তারা ধর্ম্মালয়ে থাকিলে তাহাদের দণ্ড দানের রীতি ছিল না, হেনরী তাহা রহিত করিয়া আজ্ঞা দিলেন, দুষ্কর্ম্মকারিরা একবার অপরাধ করিয়া ধর্ম্মালয়ে আশ্রয় লইলে তাহাদিগকে ক্ষমা করা যাইবে, কিন্তু বারম্বার দুষ্কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না, বিচা-

রকদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে পাদরী-দিগের প্রভুত্ব হ্রাস হইল।

এই রাজার রাজত্বকালে "বড় হেনরী" নামে একখান বৃহৎ সমুদ্রযান প্রস্তুত হয়, তাহাতে ২৭,০০০ মণ দ্রব্য বোঝাই হইতে পারিত। জল-যুদ্ধের এই প্রথম উদ্যোগ। ইহার পূর্ব্বে জলপথে যুদ্ধ হইলে রাজা মহাজনদিগের স্থানে জাহাজ ভাড়া করিয়া যুদ্ধ চালাইতেন।

সপ্তম হেনরীর পুত্র অষ্টম হেনরী ১৫০৯ অব্দে অষ্টা-দশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজ্যারম্ভ করেন। তিনি অতি অহঙ্কারী দাম্ভিক এবং দৌরাত্ম্যকারী ছিলেন। তিনি ছয় সংসার করিয়াছিলেন, এই ছয় স্ত্রীর মধ্যে একস্ত্রী পীড়াতে মরেন, দুইস্ত্রী বর্জ্জিতা হন, দুইস্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়, কেবল একস্ত্রী তাঁহার মৃত্যুর পর পর্যান্ত জীবিত ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত এবং রুমদেশের পোপের একাধিপত্য ছিল। হেনরীর রাজত্বকালে সেই ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হয়।

হেনরী সকল কর্ম্ম আপন ইচ্ছামতে করিতেন। তিনি আপনি যে ধর্ম্ম মানিতেন যদি কেহ তাহা না মানিয়া আর কোন ধর্ম্ম মানিবার ইচ্ছা করিত, তাহা

হইলে তাহার মস্তক ছেদন বা শরীর দাহনের আজ্ঞা দিতেন।

এই দুরাত্মা, রাজা, ১৫৪৭ অব্দে, পরলোক গমন করেন। তৎকালে তাহার ৫৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বিনাপরাধে সরির অরলের মস্তক-চ্ছেদন করেন।

তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড নয় বা দশ বৎসর বয়সে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি সৎস্বভাব ও সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ষোল বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে ধর্ম্ম-সংস্কার সম্পূর্ণ হইয়া প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে চলিত হয়, এবং গির্জাঘরে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ হইতে আরম্ভ হয়।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর মেরী নাম্নী তাঁহার ভগ্নী, ১৫৫৩ অব্দে, রাজ্ঞী হন। তাঁহার পরিবর্ত্তে জেনগ্রে নামা এক যুবতীকে সিংহাসন দিবার কল্পনা হইয়াছিল, ইহাতে জেনগ্রের কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না, তিনি রাজ্যাভিলাষ করেন নাই। তথাপি মেরী তাহার শিরশ্ছেদন করেন, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অযশ হইয়াছে।

মেরী স্বয়ং কাথলিক ধর্ম্ম মানিতেন, এই নিমিত্ত রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম দমনের বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি পোপের

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহাকে জিয়ন্ত দগ্ধ করাইতেন। এপ্রকারে অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক মারা গিয়াছিল, কিন্তু প্রজ্বলিত চিতারোহণ করিয়াও তাহাদের অন্তঃকরণে সুখোদয় হইত। মেরী সে সুখ জানিতে পারেন নাই, তিনি জানিতেন সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করে, ইহা জানিয়া মনেং দুঃখিত থাকিতেন। সেই দুঃখে পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

অষ্টম প্রকরণ।—এলিজেবেথ।

মেরীর মৃত্যুর পর তৎসহোদরা এলিজেবেথ ১৫৫৮ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। তিনি ক্ষমতাবতী ছিলেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার রাজত্বকে উত্তম বলা যায়, যে হেতু তাঁহার রাজত্বকালে ইংলণ্ড দেশের যেমন সম্মান বৃদ্ধি হয়, পূর্ব্বে সেরূপ হয় নাই। কিন্তু তিনি অনেকের প্রাণদণ্ড করেন।

স্পেনদেশের রাজা ফিলিপ, তাঁহার পাণি গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছিলেন। এলিজেবেথ পাণিদানে সম্মত না হওয়াতে ফিলিপ কুপিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ বিংশতি সহস্র সৈন্য ও একশত বৃহৎ ও ক্ষুদ্রং অনেক জাহাজ প্রেরণ করিলেন। ফিলিপের সৈন্য আগত হইলে, এলিজেবেথ কতকগুলিন রণতরী

সুসজ্জিত করিয়া ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিলেন। হোআর্ড এই যুদ্ধের অধ্যক্ষ হইয়া ছিলেন, এবং রালে, ড্রেক, ও অন্য অন্য বিখ্যাত সেনাপতিরা তাঁহার অধীন থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের অধিক রণতরী ছিল না, কিন্তু একটা ঝটিকাতে স্পেনদেশীয় অনেক জাহাজ মারা গেল, তাহাতে ইংরাজেরা অনায়াসে জয়ী হইল।

এলিজেবেথ কতকগুলিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত, বিশেষত মেরী নামা স্কটদেশীয় পরমসুন্দরী রাণী ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে অকারণে অষ্টাদশ বৎসর বন্দীবেশে রাখেন, তৎপরে বিচারে অপরাধিনী করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন।

এলিজেবেথের অনেক গুণ ছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি অহঙ্কারে মত্ত, স্তুতিপরবশ এবং প্রেমাস্পদদিগের নিতান্ত বাধ্য ছিলেন। তাঁহার সকল প্রিয়পাত্র অপেক্ষা এসেক্সের অরল অধিক প্রিয়তম ছিলেন। তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছিলেন, রাণীও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। অতঃপর তাঁহার উপর কেমন ক্রোধ জন্মিল, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি তাঁহার শোকে আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া

দিন দিন ক্ষীণ-কলেবরা হইয়া, ৭০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে নানা প্রকার বিদ্যানুশীলন হইত, এবং বিদ্বানেরাই রাজ্যের উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম পাইতেন। মহাকবি সেক্সপিয়র, স্পেনসর, সর্ফিলিপ সিডনী, ও স্কটদেশের ইতিহাসবেত্তা জর্জ বুকানন এবং জেমস ক্রাইটন ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

বাণিজ্যকর্ম্মেও লোকের অধিক অনুরাগ হইয়াছিল, কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় কোন২ কর্ম্ম একেবারে এক-চাটিয়া করিয়া লইত। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬০০ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়।

পাদরীদিগের দৌরাত্ম্যের জন্য ফ্রান্স, নিদরলণ্ড ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে অনেক লোক ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহারা অনেক নূতন২ দ্রব্য প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন ১৬৯৬ সালে সরওয়াল্টর রালে তবাকের ব্যবহার আরম্ভ করান, তৎপরে ১৫৬৫ সালে আয়রলণ্ডে গোলআলু আনীত হয়। তৎপরে ১৫৮৯ সালে শকটারোহণ আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে রাণী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তাহার অগ্রে রাজগৃহাধ্যক্ষ অশ্বারোহণে যাইতেন। ইহা ভিন্ন এই সময়ে লোকেরা জেব-ঘড়ি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ঐ ঘড়ি জর্ম্মণি দেশে প্রথমে নির্ম্মিত হয়।

এলিজেবেথ রাণীর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে দরিদ্রদিগের পরিত্রাণের প্রথম আইন হয়। তাহারা পূর্ব্বে প্রায় মৃণ্ময় গৃহে বাস, কাষ্ঠময় বাসনে পান ভোজন, এবং বিচালি বিছাইয়া শয়ন করিত, এবং শীত নিবারণ জন্য গৃহের মধ্যে কুণ্ড করিয়া অগ্নি জ্বালিত।

নবম প্রকরণ—ষ্টুআর্ট গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

এলিজেবেথের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ডের রাজা জেমস ষ্টুআর্ট, ১৬০৩ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি সপ্তম হেনরীর দৌহিত্রতনয়, এবং এলিজেবেথ যে মেরীর প্রাণ দণ্ড করেন তাঁহার পুত্র। স্কটলণ্ডে তাঁহার ষষ্ঠ জেমস্ উপাধি ছিল। ইংলণ্ডে তিনি প্রথম জেমস্ নাম গ্রহণ করিলেন।

জেমস ইংলণ্ডের রাজা হওয়াতে স্কটলণ্ড প্রভৃতি গ্রেটব্রিটনের সকল দ্বীপ এক রাজার অধীন হইল, সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত স্কটলণ্ড দেশে সর্ব্বদা যে যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইত তাহা নিবারিত হইল।

জেমসের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র মহত্ত্ব ছিল না। তিনি অল্প বিদ্যায় অধিক গর্ব্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে, ১৬১১ অব্দে, বাইবল গ্রন্থ ইংরাজী

তাষাতে অনুবাদিত হয়। এবং ১৬১৯ অব্দে ডাক্তর হারবি শরীরের মধ্যে রক্ত-প্রবহন প্রকাশ করেন।

জেমসের রাজত্বকালে আর এক চমৎকার ঘটনা হইয়াছিল, তাহা এই—কতকগুলি লোক মন্ত্রণা করিয়াছিল, পার্লিমেন্ট সভাতে রাজা ও রাজমন্ত্রী সকলে সমারূঢ় হইলে সকলকে একবারে বারুদদ্বারা উড়াইয়া দিবে। এই মন্ত্রণা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত গায়ফক্স নামক এক ব্যক্তি ছত্রিশ পিপা বারুদ লইয়া গৃহের তলভাগে বসিয়াছিল। এই কুমন্ত্রণা হঠাৎ প্রকাশ হওয়াতে তাহা সফল হইল না। ঐ কুমন্ত্রণা সংশ্লিষ্ট ভাবল্লোকের প্রাণদণ্ড হইল।

জেম্স, ১৭২৫ অব্দে, পরলোক গমন করিলে, প্রথম চারল্স তৎপদাভিষিক্ত হন। তিনি পার্লিমেন্ট সভার অনুমতি না লইয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদির করস্থাপন করিয়াছিলেন। কমন্স সভার কয়েক জন অধ্যক্ষ ও মহাজনেরা ঐ কর দেন নাই, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথা লইয়া অনেক প্রতিবাদ হইল, কিন্তু চারল্স তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অতঃপর মহাজনেরা পরামর্শ করিলেন ঐ কর রহিত না হইলে তাঁহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ইহাতে চারল্স পার্লিমেন্টের বিনা অভিপ্রায়ে কর সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

ইংলণ্ডে অনেক পবিত্র মতাবলম্বী লোক বাস করিত, ক্রমে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। চারল্‌সের রাজত্বকালে তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার হওয়াতে তাহারা ক্রমশঃ উত্তর আমেরিকাতে যাইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিল। চারল্‌স তাহাদিগের গমনাবরোধ করিয়া জন হাম্পডন, জন পাইম ও অলিবর ক্রমওয়েলকে, জাহাজারোহণ করিতে দিলেন না। পরে হাম্পডন জাহাজের শুল্ক দেন নাই বলিয়া তাঁহার বিচারের আজ্ঞা হইল। হাম্পডন বিচারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, কিন্তু প্রজাদিগের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যোগকারী বলিয়া অতিশয় যশস্বী হইলেন। তদনন্তর চারল্‌সের অসঙ্গত কার্য্যে ইংলণ্ডে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ঐ হাম্পডন, পাইম ও ক্রমওয়েল বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চারল্‌স আজ্ঞা করিয়াছিলেন স্কটলণ্ডের লোকেরা পোপকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া মান্য করিবে, অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। স্কটলণ্ড-বাসীরা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বলিল আমরা এই আজ্ঞা কখন পালন করিব না। তাহাতে চারল্‌স তাহাদিগকে মতভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না।

দশম প্রকরণ—প্রথম চারল্‌স।

চারল্‌সের রাজ্যশাসনের পূর্ব্বে পার্লেমেন্ট কখন রাজাজ্ঞার প্রতিকূলাচারী হয় নাই। তাঁহার রাজত্ব-কালে ঐ সভার লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে চারল্‌স এক পার্লে-মেন্ট ভাঙ্গিয়া অন্য পার্লেমেন্ট বসাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, যাঁহারা নূতন সভ্য হইলেন তাঁহারা পূর্ব্ব সভ্যা-পেক্ষা অধিক অভব্যতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজা ও মন্ত্রীদিগের বিবাদ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তাহাতে অবশেষে উভয় পক্ষ অস্ত্র-ধারণ করিলেন। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের প্রায় তাবৎ কুলীন ও ভদ্র এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও পাদরীলোক রাজপক্ষ হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজধানীর যাবতীয় রসিক ও কাণ্ডজ্ঞান রহিত যুবকগণ ঐ পক্ষে মাতিল। ষ্টাফোর্ডের অরল রাজ্য বিষয়ে এবং পাদরী লাড ধর্ম্ম-বিষয়ে রাজার মন্ত্রী হইলেন। রাজপক্ষীয় লোকেরা অনর্থক বিবাদকারী বলিয়া খ্যাত হইল। পার্লেমেন্টের পক্ষ কতকগুলিন সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক মাত্র ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর সকলে শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং

সামান্য লোক। ইহারা মস্তকের চুল ছোট করিয়া কাটিত, ইহাতে তাহাদের শত্রুগণ গোলমাথা বলিয়া ইহাদের উপনাম দিল।

রাজপক্ষীয় লোকেরা উত্তমং বেশ করিত এবং বড় বড় পরচুলা পরিয়া মস্তক শোভা করিত। তাহারা মদ খাইত, গান গাইত, এবং ঘোড়া চড়িয়া রণক্ষেত্রে যাইত।

বিপক্ষ-পক্ষীয়েরা চূড়ার ন্যায় টুপি মাথায় দিত। তাহারা গান গাইতে পারিত না, কেবল ঈশ্বর-সঙ্কীর্ত্তন করিত এবং অবকাশ পাইলে ভজনা ও ঈশ্বর-গুণানুবাদ শ্রবণ করিত। ইহাদিগের অটল প্রতিজ্ঞা ছিল।

১৬৪২ অব্দে এই দুই দলে পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইয়া অনেক বার সংগ্রাম হইল, এবং দুই পক্ষে রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল। ওয়ারিকসাইয়রে এজহিলে এবং ইয়ার্কসাইয়রের মার্সটনমুরে প্রধান প্রধান যুদ্ধ হইয়াছিল। শেষ যুদ্ধ নার্থম্পটন সাইয়রের নেসবী নামক স্থানে হয়। অলিবর ক্রমওয়েল পার্লেমেন্টের পক্ষের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অনেক যুদ্ধ জয় করিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬৪৫ অব্দে তিনি রাজসেনাগণকে নেসবীতে একেবারে উচ্ছিন্ন করিলেন।

চারল্‌স পরাজয়ের পর স্কচসেনাগণের হস্তে আপ-

নাকে সমর্পণ করিলেন, তাহারা বিংশতি লক্ষ টাকা পাইয়া তাঁহাকে পার্লেমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিল। পার্লেমেন্ট তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিচারে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার বিচারজন্য একশত তেত্রিশ জন লোক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা বিচার করিয়া আজ্ঞা দিলেন তাহার প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য। সেই আজ্ঞানুসারে ১৬৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারিতে হোয়াইট্হাল নামক স্থানে তাঁহার মস্তক-ছেদন হইল।

তদবধি ইংলণ্ডে এক-নায়ক রাজতন্ত্র শেষ হইল। কুলীনেরা পূর্ব্ব রীত্যনুসারে কমন্সের সভায় আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা বা সম্মতিপত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, কমন্সেরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কুলীনের সভা অকর্ম্মণ্য ও অনিষ্টকারী বলিয়া তাহা রহিতের অভিপ্রায় করিলেন।

একাদশ প্রকরণ।—সাধারণ রাজতন্ত্র।

এই সময়ে কেহ রাজা ছিলেন না, সিংহাসন শূন্য ছিল। পূর্ব্বরাজার এক পুত্র ছিল বটে, কিন্তু তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। হইলে, পিতার যে দশা হইয়াছিল তাঁহারও সেই দশা হইত। কিন্তু স্কচেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং

তাঁহার রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল, ক্রমওয়েল ঐ সংবাদ পাইয়া স্কটলণ্ডে গমন করিলেন, এবং ডনবার স্থানে স্কচদিগকে পরাস্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর যুবরাজ স্বসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ক্রমওয়েল ওয়রষ্টর নামক স্থানে তাঁহাকে পরাজয় করিলেন, সুতরাং যুবরাজকে পলায়ন করিতে হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডে রাজা বা কুলীনের সভা কিছুই ছিল না, কেবল কমন্সের সভা ছিল, তাঁহারা সাধারণ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু ক্রমওয়েল সৈন্যের কর্ত্তা ছিলেন, এবং তিনি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিতেন। কমন্সেরা তাহার অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমওয়েল এক দিবস তিন শত সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সভাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা বিশ্বাসঘাতক, তোমাদিগের প্রতি আর বিশ্বাস নাই, তোমরা এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাও। কমন্সেরা নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাহার পর ক্রমওয়েল আর আর লোক আনিয়া সভা বসাইলেন। অতঃপর ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েল ঘোষণা দিলেন তিনি ইংলণ্ডের সাধারণ রাজতন্ত্রের কর্ত্তা। ক্রমওয়েল অতি বুদ্ধিজীবী ও বীর পুরুষ ছিলেন,

পাইয়াও সে কুরীতি দূর হইল না, তিনি মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়সুখে অহরহঃ মত্ত থাকিতেন।

১৬৩৫ অব্দে লণ্ডননগরে এক মহামারী উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রায় এক লক্ষ মনুষ্য মারা পড়িল। পর বৎসর অগ্নিদাহে নগরের অধিকাংশ দগ্ধ হইল, ইহাতেও রাজার চেতন মাত্র হইল না। রাজ্যশাসন জন্য তিনি ভাল লোক নিযুক্ত করিলেন না। দুষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট লোকেরা তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। এই রাজার রাজত্বকালে হিবিয়স কারপস্ বিধি স্থাপিত হয়।

১৬৮৫ অব্দে চারল্সের মৃত্যু হইল, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা, দ্বিতীয় জেম্স নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

জেমস রোমান কাথেলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অতএব রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ড রাজ্যকে পোপের অধীন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহাতে তিনি প্রজার অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়া উঠিলেন, অতএব তিন বৎসর অতীত না হইতে হইতে ইংলণ্ডের কতকগুলিন প্রধান মনুষ্য অরঞ্জের রাজপুত্র উইলিয়মকে হলণ্ড হইতে আহ্বান করিলেন। উইলিয়ম ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হইলে, সভাসদ্গণ জেম্সকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার ও তদ্বনিতা মেরীর মস্তকে

রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। উইলিয়ম ও মেরী এক সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

জেমস রাজ্যচ্যুত হইয়া ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিলেন, তৎপরে তত্রস্থ রাজা চতুর্দ্দশ লুইসের সাহায্যে, ইংলণ্ডের রাজত্ব পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায়, ফরাশী সৈন্য সহকারে আয়রলণ্ডে উপস্থিত হইয়া, প্রায় সমুদায় আয়রলণ্ড অধিকার করিলেন। পরে ১৬৯০ অব্দের ১ জুলাইয়ে বয়নে একটা যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ফ্রান্সদেশে পুনর্ব্বার পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরে ঐ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহাতে উইলিয়ম ইংলণ্ডেশ্বর থাকিলেন।

উইলিয়মের রাজ্যপ্রাপ্তি কালে পার্লেমেন্টের সভ্যেরা তাঁহাদ্বারা একখান কাগজ স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন, তাহাতে রাজার ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায় থাকিল না, এবং প্রজাগণের স্বত্বাদি সুন্দররূপে নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে ইংলণ্ডীয় লোকের স্বাধীনতা আরো দৃঢ়ীভূত হয়। অতএব ইহাকে মহা রাষ্ট্রবিপ্লব বলিয়া বর্ণন করিয়াছে।

উইলিয়ম অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি একবার মৃগয়ার্থ গমন করিয়া অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হন, তাহাতে এক মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ

করেন। এই ঘটনা ১৭০২ অব্দে হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার রাজ্ঞী পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

উইলিয়মের মৃত্যুর পর এন নাম্নী পূর্ব্ব রাজার এক কন্যা ইংলণ্ডেশ্বরী হন, তাঁহার রাজত্বকালে মরলবরার বিখ্যাত ডিউক ফরাশীদিগকে অনেকবার যুদ্ধে পরাজয় করেন। এন দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭১৪ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ষ্টুয়ার্ট গোষ্ঠীয় শেষ রাজ্ঞী।

এনের রাজত্বকালে অনেক বিখ্যাত লোক ছিলেন, বিশেষ দর্শনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত সর আইজাক নিউটন, লক, মহাকবি পোপ, ও বিখ্যাত গদ্যলেখক এডিসন ও সুইফ্‌ট বর্ত্তমান ছিলেন। এনের রাজত্বকালে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দেশ এক হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।—হানোবর গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

জেম্‌স রাজ্যচ্যুত হইয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্স দেশে পরলোক গমন করিলে, ফ্রান্স দেশীয় রাজা তাঁহার পুত্রের শিরে রাজমুকুট অর্পণ করিয়া ঘোষণা করাইলেন তিনি ইংলণ্ডের রাজা। কিন্তু তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ জন্য ইংলণ্ডীয়েরা

তাঁহাকে রাজ্য প্রদান না করিয়া, প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রথম জেম্‌সের পৌত্রী-তনয় জর্ম্মণির অন্তঃপাতি হ্যানোবরের ইলেক্‌টরকে পূর্ব্বরাজার গোষ্ঠী বিবেচনা করিয়া রাজা করিল, ঐ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথমজর্জ নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

১৭২৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় জর্জ সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনিও জর্ম্মণিদেশে জন্ম-গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডীয়েরা স্পেন ও ফ্রান্‌সদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তহয়। এই যুদ্ধে জর্জ স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য করেন, একটা যুদ্ধ ডেটিঙ্গনে হয়, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়াছিল, কিন্তু ফন্টিনয়ের যুদ্ধে পরাভূত হয়।

১৭৪৫ অব্দে জেম্‌স রাজার পৌত্র রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টায় স্কটলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তদ্দেশীয় পর্ব্বতবাসীদিগকে লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া অবশেষে পলায়ন করেন। ইংরাজেরা তাহার পক্ষীয় প্রধানদিগকে ধরিয়া কাহাকে ফাঁশি দেয় কাহার বা মস্তক-চ্ছেদন করে।

১৭৫৫ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত ফরাশিদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রামারম্ভ হইয়া কয়েটা যুদ্ধ আমেরিকাতে

হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের সময়ে ইংরাজেরা কুইবেক ও কানাডা দেশ জয় করে।

ইহার কিছুকাল পরে জর্জরাজা, ৭৭ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাহাতে তাঁহার পৌত্র তৃতীয় জর্জ, ১৭৬০ অব্দে, রাজা হন। তৎকালে তাঁহার একবিংশতি বৎসর মাত্র বয়স। ১৭৭৩ সালে ইংরাজদিগের যে সকল প্রজা আমেরিকাতে বাস করিয়াছিল তাহারা রাজবিদ্রোহী হইয়া ক্রমাগত সাত বৎসর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডীয় রাজাকে অমান্য করিয়া আপনারা এক রাজ্যস্থাপন করিল। ঐ রাজ্যের নাম ইউনাইটেড ষ্টেট।

আমেরিকার যুদ্ধের পর ফ্রান্স দেশে রাজ্য বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজেরা পঁচিশ বৎসর নিয়ত ঘোর সংগ্রামে আবদ্ধ ছিল, এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ছয় কোটী মুদ্রা ব্যয় হয়।

তৃতীয় জর্জ শেষাবস্থায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে ১৮২১ সালে রাজার মৃত্যুর পর তিনি চতুর্থ জর্জ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন।

চতুর্থ জর্জের শাসনকালে ফ্রান্সের সম্রাট বোনাপার্ট নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর

যুদ্ধ হয়, কিন্তু ইংরাজেরা আপনাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও ইউরোপের অন্য অন্য রাজাদের সাহায্যে, অনেক যুদ্ধের পর নেপোলিয়নকে ওয়াটরলু প্রান্তরে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ওয়েলিংটনের ডিউক ইংরাজদিগের সেনাপতি ছিলেন।

১৮৩০ সালে চতুর্থ জর্জ পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহোদর চতুর্থ উইলিয়ম রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি কেবল সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে কমন্সদিগের সভার সুধারার এক আইন হয়, এবং পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামক সকল দ্বীপে দাসত্ব মোচন হয়। চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৩৭ সালে পরলোক গমন করিলে বিক্টোরিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। এইক্ষণে তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী।

ওয়েলস দেশ।

ওয়েলস দেশের পুরাবৃত্ত অপ্রাপ্য। যখন রোমানেরা ব্রটনে আগমন করে, তখন ওয়েলস দেশের পর্ব্বতবাসী লোকেরা অতি সাহস পূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রোমানেরা ঐ দেশ অধিকার করিতে পারে নাই। পরে স্যাক্সন জাতীয়েরা ঐ স্থানে আসিয়া ইংলণ্ড ও ওয়েলসের কিয়দংশ জয় করিল, কিন্তু অধিকাংশ স্বাধীন রহিল। তত্রস্থ

রাজারা ঐ স্থান তাহাদিগকে অধিকার করিতে দিলেন না। বোধ হয় পূর্ব্বে এই রাজারা প্রস্তরময় প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গে বাস করিতেন, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রজাগণ বাস করিত, যুদ্ধকালে তাহারা দুর্গরক্ষা করিত। এই সকল দুর্গের ভগ্নাংশ এখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বকালে ওয়েলস দেশে এক জাতীয় মনুষ্য বাস করিত, তাহারা কবি বলিয়া খ্যাত ছিল। তাহারা রাজা ও বীরগণের কীর্ত্তি বর্ণন করিত। এবং সঙ্গীত বিদ্যায় ও উপন্যাস কথনে এমন নিপুণ ছিল যে ওয়েলস দেশীয় সমুদায় লোক তাহাদিগের গান ও উপন্যাস অতি আদর পূর্ব্বক শুনিত। রাজারাও কখন২ তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে আনাইয়া তাহাদিগের গান ও উপন্যাস শ্রবণ করিতেন। তৎকালের লোকেরা ইহাও বোধ করিত যে ইহারা ভবিষ্যৎ কথা বলিতে পারে।

ওয়েলস দেশ জয় করণার্থ ইংলণ্ডীয় রাজারা মধ্যে মধ্যে অস্ত্র-ধারণ করিতেন। কিন্তু ওয়েলসবাসীরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া থাকিত, ইংলণ্ডীয় সেনাগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিত না। অবশেষে, ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে, প্রথম এডওয়ার্ড ঐ দেশ জয় করণার্থ স্বয়ং গমন করেন। ঐ সময়ে লিউওলিন ওয়েলসের রাজা ছিলেন, ভবিষ্যদ্বক্তারা তাঁহাকে বলিলেন তুমি রণক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ কর, তোমাকে

কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না, তুমি সমুদায় ব্রুটনের অধিপতি হইবে। এই কথা শুনিয়া তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া এডওয়ার্ডের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাঁহার অধিক সৈন্য ছিল না, তাহাতে ইংলণ্ডীয় সেনাগণ তাঁহাকে পরাস্ত ও হত করিল। ভবিষ্যদ্বক্তারা ওয়েল্‌স দেশীয় রাজাকে যুদ্ধার্থ উপদেশ দিয়াছিল, এই জন্য এডওয়ার্ড তাহাদিগকে একত্র করিয়া সকলের মস্তক-চ্ছেদন করিলেন। এই কর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত অপযশ হইল।

সংগ্রাম সমাপন হইলে এডওয়ার্ড ওয়েলসদেশীয় প্রধান দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথচ ইংরাজীভাষায় একটীও কথা কহিতে পারে না, এমন ব্যক্তিকে তোমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পার কি না। প্রধানেরা বলিলেন এমন ব্যক্তিকে আমরা অবশ্য রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। ইহা শুনিয়া এডওয়ার্ড আপনার শিশু পুত্রকে আনয়ন করাইলেন। ঐ পুত্র তৎকালে কায়রনাবনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তিনি ওয়েলসের যুবরাজ বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি ইংলণ্ডের রাজাদিগের জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেই যুবরাজ নাম ধারণ পূর্ব্বক ঐ দেশের শাসন-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

লিউওলিনের উত্তরাধিকারী ডেবিডের মৃত্যুর পর ওয়েলস দেশ ইংলণ্ডের একাংশ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে, এবং এইক্ষণে তদ্দেশীয় লোকেরা যুদ্ধাদি না করিয়া মোজা প্রস্তুত এবং কয়লা ও লৌহ খনি খনন, পশু পালন এবং কৃষি ও বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করে।

স্কটলণ্ড।

বোধ হয় সেলট্ জাতীয়েরা পূর্ব্বে এই দেশে বাস করিত, এবং প্রাচীন বৃটন, ওয়েল্স, ও আইরিসেরা যে বংশোদ্ভব ইহারাও সেই বংশীয়। রোমানেরা এই দেশ আক্রমণ করিলে ইহারা উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া তাহাদিগের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রোমানেরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। পরন্তু ইহারা রোমানাধিকারে সর্ব্বদা উপদ্রব করিত তন্নিবারণের অন্য উপায় না দেখিয়া, রোমান সেনাপতিগণ সলওয়ে-ফ্রিথ অবধি টাইন নদী পর্য্যন্ত এক প্রাচীর দেওয়াইয়াছিলেন।

খৃষ্টের জন্মের তিন বা চারি শতাব্দীতে পিক্ত নামা গাথদিগের এক গোষ্ঠী মহাদ্বীপ হইতে আসিয়া এই দ্বীপে বাস করিয়াছিল। ইহারা নিম্ন ভূমিতে থাকিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাত করিত। প্রাচীন স্কচেরা

পর্ব্বতে বাস করিত, এবং পশু পক্ষির মাংসাহারে প্রাণ ধারণ করিত। ইহাতেই তাহাদিগের দুই নাম হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা পর্ব্বতে বাস করিত, তাহাদিগকে উচ্চ ভূমিবাসী, যাহারা নিম্নভূমিতে বাস করিত তাহাদিগকে নিম্নভূমিবাসী বলা যায়।

কথিত আছে ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কেনেথ নামক উচ্চ ভূমিবাসীদিগের এক প্রধান পিক্তদিগকে পরাজয় করিয়া সমুদায় স্কটলণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন। তদবধি প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত স্কটলণ্ডে অনেক রাজা হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন গুরুতর ঘটনা হয় নাই, কেবল উইলিয়ম ওয়ালেস রণবন্দী হন, এবং ১৩১৪ সালে ব্রুস, বন্নকবন স্থানে যুদ্ধ জয় করেন।

১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট গোষ্ঠীয় রাজারা স্কটলণ্ডে রাজশাসন আরম্ভ করেন। প্রথম জেমস্ রাজা সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত ও বীর্য্যবান ছিলেন, তিনি ধনবন্তদিগের অতিরিক্ত ক্ষমতা হ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে সুসভ্য করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৪৩৭ সালে কয়েক জন প্রধান তাঁহাকে বধ করেন।

চতুর্থ জেমস্, মার্গেরেট নামা সপ্তম হেনরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তদ্বংশীয়েরা ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারী হওয়াতে দুই রাজ্য একত্রিত

হয়, জেম্‌স রাজা ফ্লাডনের যুদ্ধে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে হত হন।

তাঁহার পুত্র পঞ্চম জেম্‌স ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে রাজদণ্ড ধারণ করেন। তাঁহার প্রতি সৈন্যগণের বিশ্বাসমাত্র ছিল না, সুতরাং বিপদকালে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। এই দুঃখে একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন।

মেরী পঞ্চম জেম্‌সের কন্যা, তিনি পরম সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য বা গুণ সুখের কারণ হয় না। ঐ রাজ্যের অধিক লোক প্রটেষ্টান্ট মতা-বলম্বী ছিল, মেরী ঐ মত অবলম্বন না করিয়া কাথলিক মতে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, ইহাতেই তিনি অনে-কের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অতঃপর তাঁহার মনে মনে আশঙ্কা হইল, প্রজারা তাঁহাকে বিনাশ করিবে। এই ভয়ে তিনি ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের শরণ লইলেন। কিন্তু এলিজেবেথ তাঁহা-কে অষ্টাদশ বৎসর কারারুদ্ধ রাখিয়া অবশেষে বিনাশ করাইলেন।

মেরীর পুত্র ষষ্ঠ জেম্‌স মাতার উত্তরাধিকারী স্বরূপ স্কটলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন, এবং এলিজেবেথের মৃত্যুর পর তিনি প্রথম জেম্‌স নাম গ্রহণপূর্ব্বক, ১৬০৩ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণ করেন। তদবধি

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এক রাজ্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে স্কটলণ্ড দেশীয় লোকেরা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল, এবং ষ্টুয়ার্টদিগের পক্ষ হইয়া অনেক যুদ্ধাদি করিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের অধীন হইয়া অবধি ঐ রাজ্যে আর কোন উপদ্রব করে নাই।

আয়র্লণ্ড।

সেলট্ জাতীয়েরা আয়র্লণ্ডের আদিপুরুষ। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অনেক সম্প্রদায় ছিল, এবং এক এক সম্প্রদায়ের এক এক জন রাজা ছিলেন। ইহারা নিয়ত বিবাদ করিতেন, তাহাতে সমস্ত দেশ সর্ব্বদা অস্থির থাকিত।

আয়র্লণ্ডের প্রাচীন লোকেরা অন্যান্য সেলট্ জাতীয়দিগের ন্যায়, দ্রুইদদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। পরে, ৫৫০ খৃষ্টাব্দে, পাত্রিক নামক এক জন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক ঐ দেশে আসিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাহারা ক্রমশঃ সভ্য হইতে লাগিল। পাত্রিকের অনেক বয়স হইয়াছিল। তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ডোনে তাহার সমাধি হয়।

আয়র্লণ্ড পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে ছিল। পরে দ্বিতীয়

হেনরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডীয়েরা ঐ দেশ জয় করিলে তাহা ইংলণ্ডের অধীন হইল, তদবধি ঐ দেশের বিবরণ ইংলণ্ড দেশের বিবরণের সহিত মিশ্রিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশের মহাসভা ইংলণ্ডের মহাসভার সহিত একত্রীকৃত হয়।

এই দেশের অধিকাংশ মৃত্তিকা অতি আর্দ্র। বোধ হয় ঐ স্থানে পূর্ব্বে বন ছিল, কেননা তাহার মধ্যে বড় বড় বৃক্ষ ও পশ্বাদির অস্থি পাওয়া গিয়া থাকে। এই মৃত্তিকাতে এক প্রকার তৃণ জন্মে, তাহাতে জ্বালন হয়।

আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিলার্নি নামক যে সকল ঝিল আছে, তাহা অতি মনোহর। এই ঝিলকে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ঝিলের সহিত তুলনা করা যায়। ঝিলের পাহাড় অতি উচ্চ ও বনে আচ্ছাদিত, ঝিলের মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ অনেক উদ্যান আছে।

গোলআলু আয়র্লণ্ড দেশীয় লোকের প্রধান আহারীয় দ্রব্য। ইহা কেবল ১৫০ বৎসর প্রকাশ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রই প্রধান। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল অবধি তাহা উত্তমরূপ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্ত্র বানাইবার দ্রব্যাদি ঐ দ্বীপেই জন্মে।

আয়র্লণ্ড অনেককাল অস্থিরাবস্থায় ছিল, কিন্তু এই-

ক্ষণে ঐ স্থানে বিদ্যা-শিক্ষা উত্তমরূপ হইতেছে। বোধ হয় এই দেশ আরো ভাল হইবে।

আয়র্লণ্ডে এইক্ষণে একজন মহারাণীর প্রতিনিধি দ্বারা রাজকর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ঐ প্রতিনিধির নাম লার্ড লিউটিনান্ট। তদ্ভিন্ন চ্যানসেলর, রাজসম্পাদক, ও এটর্ণী জেনরল আছেন, ইহাঁদিগের দ্বারা রাজকর্ম্ম সম্পাদন হইয়া থাকে।

১৮০০ অব্দে আয়র্লণ্ড দেশ ইংলণ্ডের সহিত সংমিলিত হয়। ১৮২৯ অব্দে কাথলিকদের মুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদবধি কাথলিক মতাবলম্বী লোকেরা রাজকর্ম্মে নিযোজিত হইযা থাকেন।

ফ্রান্স রাজ্য।

ফ্রান্স দেশের পূর্ব্ব নাম গাল। এবং তদ্দেশীয় লোকেরা গাল নামে খ্যাত ছিল। খৃষ্টাব্দের ৩৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা রুমরাজ্য আক্রমণ করিয়া রুমনগর অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু কেমিলস নামে রোমান সেনাপতি তাহাদিগকে ঐ দেশ হইতে দূরীকৃত করেন।

জুলিয়স সিজরের সময়ে তাহাদিগের কতক সভ্যাচরণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের রীতি প্রকৃতি বন্য

লোকের ন্যায় ছিল। তাহারা স্বদেশ রক্ষাতে এমন সাহসী ও দৃঢ় ছিল যে জুলিয়স, সিজর অতি বীর হইয়াও তাহাদিগকে সহজে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ৯ বৎসর অনবরত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় দশ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হত হয়, তাহার পর তিনি তাহাদিগকে পরাভব করেন। তদবধি, চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রুমরাজ্যের পতন পর্য্যন্ত, গালেরা রুমরাজ্যের অধীন ছিল।

এই পাঁচ শত বৎসর গালেরা ক্রমশঃ রোমানদিগের রীতি নীতি অভ্যাস করিল। ইতিমধ্যে তাহাদিগের ভাষা পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমশঃ লাটিন্ ভাষার সদৃশ হইল। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ফ্রাঙ্ক নামে জর্ম্মণী দেশস্থ এক জাতীয় লোক গাল দেশের অধিকাংশ অধিকার করিল। ঐ ফ্রাঙ্কদিগের অধ্যক্ষের নাম ফরামণ্ড, তাঁহা হইতে ফ্রান্স নামের উৎপত্তি, এবং তিনি এই দেশে এক-নায়ক রাজতন্ত্রের নিয়ম করেন। ক্লোবিয়স নামে তদ্বংশীয় চতুর্থ রাজা সমুদায় ফ্রান্স দেশ জয় করিয়া প্যারিস নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

ক্লোবিয়সের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজা ফ্রান্স দেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। তৎপরে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে শরাসনেরা অসঙ্খ্য সৈন্য সহকারে

ফ্রান্সদেশ আক্রমণার্থ আসিয়াছিল। কিন্তু চারল্‌স মার্টেল নামে ফরাশী সেনাপতি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজয় করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পিপিন তথাকার রাজা হইলেন। তিনি অত্যন্ত খর্ব্বাকার ছিলেন, এজন্য লোকেরা তাঁহাকে খর্ব্ব-পিপিন বলিতেন।

পিপিনের পুত্রের নাম সারলমেন, তাঁহার আর এক নাম চারল্‌স। তিনি দীর্ঘে ৪৮ হস্ত এবং অতি পরাক্রমশালী ও দিগ্‌বিজয়ী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার মহাবীর উপাধি হইয়াছিল। তিনি নিয়ত সংগ্রামে মত্ত থাকিতেন, এবং জর্ম্মণী দেশের স্যাক্‌সন ও অন্যং জাতীয় লোককে পরাস্ত করিয়া আপনার অধীন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি স্পেন ও ইটালীতে অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও অন্যং দেশে রাজা হইয়া, তিনি পশ্চিম রাজ্যের সম্রাট বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। সারলমেন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ৮১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সারলমেনের পরে লেড়া চারল্‌স, তোতলা-লুইস, স্থূল-চারল্‌স, সরল-চারল্‌স, বিদেশীয়-লুইস, ও হিউ-কাপেট প্রভৃতি কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন, ইহা-দিগের কোন কীর্ত্তি দেখা যায় না।

নবম শতাব্দীতে নার্মেন অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলবাসীরা

ফ্রান্স তীরবর্তি সকল স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড দেশের বিবরণে যে দিনামারদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা এই নার্ম্মেন জাতি। তাহারা ফ্রান্সদেশ আক্রমণ করাতে ফরাশীরাজ রলা নামে তাহাদের সেনাপতিকে এক বৃহৎ প্রদেশ অর্পণ করেন। ঐ প্রদেশে নার্ম্মেনেরা বাস করে, এজন্য তাহার নাম নার্ম্মেণ্ডী। দিগ্বিজয়ী উইলিয়ম, রলার বংশীয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—ফ্রান্সরাজ্য।

স্থূল চারল্স, হিউ কাপেট প্রভৃতি রাজাদিগের পর, আর আর অনেক রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক। ফিলিপ ১২৮৫ সালে রাজত্ব করেন। তিনি অতি সুন্দর ছিলেন, এজন্য গৌরাঙ্গ ফিলিপ তাঁহার উপনাম হইয়াছিল।

উক্ত কাল অবধি ক্রমাগত এক শত পঞ্চাশ বৎসর ফরাসিরা ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা ফ্রান্সদেশে যে সকল স্থান জয় করিয়াছিল তাহা ক্রমে হারিল। ১৪৬১ অব্দে একাদশ লুইস রাজা হন। তিনি শঠ, বিশ্বাসঘাতক এবং অতি নিষ্ঠুর ছিলেন।

ফ্রান্স দেশে যত যশস্বী রাজা ছিলেন, প্রথম ফ্রান্সিস তন্মধ্যে গণনীয়। তিনি ১৫১৫ অব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া সুইস জাতি ও জর্ম্মনী দেশের সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধে জর্ম্মনী দেশের সম্রাট তাঁহাকে রণবন্দী করেন।

১৫৬০ সালে নবম চারলস ফ্রান্স দেশের রাজা হন। তিনি দশ বৎসর বয়সে রাজ্যারম্ভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রুমের পোপের অধীন কাথলিকেরা মন্ত্রণা করিল, ফ্রান্সদেশে যত প্রটেষ্টান্ট বাস করে, সকলকে বধ করিতে হইবে। এই মন্ত্রণা করিয়া সেন্ট-বর্থলোমিউয়ের পর্ব্বের রাত্রে তাহারা ঐ ধর্ম্মাবলম্বী সকল মনুষ্যকে বিনাশ করিল। কথিত আছে ঐ রাত্রে অম্লান এক লক্ষ মহাপ্রাণী বধ হয়। এই হত্যার জন্য চারলসের রাজত্ব কলঙ্কিত হইয়াছে। চারলস ১৬৭৪ অব্দে পরলোক গমন করেন।

চারলসের পর আর এক জন রাজা হন, তৎপরে চতুর্থ হেনরী, ১৫৮৯ অব্দে, রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি অতি সজ্জন বীর এবং দাতা ছিলেন, তজ্জন্য প্রজারা তাঁহাকে স্নেহ করিত। এখন পর্য্যন্ত ফরাসীরা তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের স্নেহে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয় নাই। তিনি এক দিবস শক-

টারোহণে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাতজন অমাত্য অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে কতকগুলা গাড়ি একত্র হইয়া পথ বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজসারথি শকট চালাইতে অক্ষম হইয়া অশ্ব থামাইল। রাজা শকট হইতে অবরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন; তৎকালে রেবেলক নামে এক ব্যক্তি তথায় দণ্ডায়মান ছিল, রাজা যেমন শকট হইতে অবরোহণ করিতেছিলেন, ঐ ব্যক্তি বস্ত্রের ভিতর হইতে একখান তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহাকে বধ করিল।

হেনরীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র, ত্রয়োদশ লুইস, সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রিচিলো নামে এক লোভী পুরোহিত সকল রাজকর্ম্ম চালাইতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ফরাশী রাজাদিগকে স্বেচ্ছাচারী করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ লুইসের পরে চতুর্দ্দশ লুইস রাজা হন। তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অম্লান ৭২ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া থাকিতেন। তাঁহার রাজ্যারম্ভের প্রথমাবস্থায় ফরাশীরা অনেক ভারি২ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শেষাবস্থাতে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি মরলবরার ডিউক

ফরাশী সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও ফ্রান্স দেশের অতি-শয় দুরবস্থা করেন।

অতঃপর, ১৭১৫ অব্দে, চতুর্দ্দশ লুইস পরলোক গমন করিলে, পঞ্চদশ লুইস নামে পঞ্চম বর্ষীয় তাঁহার এক পৌত্র রাজদণ্ড ধারণ করেন। তাঁহার শৈশব প্রযুক্ত অরলিনসের ডিউক রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা হন, তিনি অত্যন্ত লম্পট ছিলেন।

পঞ্চদশ লুইস ৫৯ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তিনি রাজ্যের কিছুমাত্র শুভচিন্তা করেন নাই, কেবল আত্মসুখে মত্ত ছিলেন, এই কারণ একনায়ক রাজতন্ত্রের প্রতি ফরাশীদিগের অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে।

তৃতীয় প্রকরণ।—ফ্রান্স দেশে রাজ্যবিপ্লব।

পঞ্চদশ লুইস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ষোড়শ লুইস নামে তাঁহার পৌত্র রাজা হন। এই রাজার বিশেষ রাজকীয় গুণ ছিল না, কিন্তু তাঁহার দয়ালু স্বভাব, সরল অন্তঃকরণ, এবং মন অতি পরিষ্কার ছিল। এই রাজা মেরী এন্টনেট নামে আষ্ট্রিয়া দেশীয় এক যুবতী রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ রাজকন্যা পরম-

সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রজাগণের প্রিয় হইতে পারেন নাই।

এই রাজা ও রাণী রাজ্য গ্রহণ করিলে আষ্ট্রিয়া দেশে রাজ্যবিপ্লব আরম্ভ হইল, তাহাতে আমেরিকার সংযোজিত রাজ্য সকল স্বাধীন হইল এবং তাহাতে সাধারণ রাজ্য আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া ফরাশীরা এই বিবেচনা করিতে লাগিল যে এক-নায়ক রাজতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণ রাজতন্ত্রের নিয়ম অনেক উত্তম।

অতঃপর, ১৭৮৯ অব্দে, ফ্রান্স দেশে রাজ্যবিপ্লব আরম্ভ হইয়া, অনেক রক্তস্রাবের পর, ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারিতে প্রজারা রাজার মস্তক ছেদন করিল। তাহার কয়েক মাস পরে রাণীরও ঐ দশা ঘটিল।

ইহার পর অনেক গুলিন অতি কদর্য্য রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক দিন অসঙ্খ্য মহাপ্রাণী বধ করিতেন, এবং আপনারাও ঐ রূপে এক দিন হত হইতেন। এই সময়ের রাজশাসনকে ফরাশীরা সাধারণ রাজতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে।

এই সময়ে আষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, রুসিয়া, ইংলণ্ড, হলণ্ড, ও স্পেন, দেশীয় লোকেরা ফরাশীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে ফরাশীরা দশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে ফরাশীদিগের এক

গোলন্দাজ সেনা ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ অপরিচিত ও বন্ধুহীন ছিলেন, কিন্তু যে যুদ্ধে যাইতেন সেই যুদ্ধে জয় করিয়া আসিতেন। ইহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইটালিদেশ জয় করিলেন, তৎপর বৎসর তিনি আস্ত্রিয়ার রাজার সহিত এমন ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন যে তাহাতে ঐ রাজা যুদ্ধে অক্ষম হইয়া সন্ধি করিলেন, তাহা না করিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথ ছিল না। ১৭৯৮ অব্দে বোনাপার্ট মিসর দেশ আক্রমণ করিয়া, বালুকাময় অরণ্যে এবং সমাধি স্তম্ভের নিকটে অনেক যুদ্ধ করেন। তৎপরে ১৮০২ অব্দে তিনি সাধারণ রাজতন্ত্রের অধ্যক্ষ হন। তাহার পর ১৮০৪ অব্দে তিনি ফ্রান্স রাজ্যের সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার যেমন পরাক্রম ছিল, সেপ্রকার পরাক্রম পূর্ব্বকালের আর কোন রাজার ছিল না। কিন্তু ১৮১২ সাল অবধি তাঁহার পরাক্রম হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ঐ বৎসরে অনেক সৈন্য লইয়া রুশিয়াদেশ আক্রমণ করিয়া একেবারে তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। রুশেরা নিরুপায় হইয়া নগরে অগ্নিদান করিল, ঐ অগ্নিতে নগর একেবারে গৃহশূন্য হইল। তাহাতে শীতাগমে গৃহাভাবে ফরাশী-

দিগের অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে, তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিল, কিন্তু পোলণ্ডের সীমায় উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই রুশেরা পশ্চাৎ২ আসিয়া তাহাদিগের চারি ভাগ সৈন্যের তিন ভাগ বিনাশ করিল।

অতঃপর ১৮১৫ সালের ১৮ জুন তারিখে ওয়াটরলু নামক স্থানে আর এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধ বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ, ইহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। তৎপরে করাশীরা তাঁহাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে পাঠাইয়া বোরবণ গোষ্ঠীয় এক ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন প্রদান করে।

ঐ রাজার নাম অষ্টাদশ লুইস।—১৮২৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা দশম চারল্‌স নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন।

১৮৩০ সালে আর এক রাজ্যবিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতে লুইস ফিলিপ রাজা হইয়া ১৮৪৮ সালের ফিব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পর সধারণ রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হওয়াতে, লুইস ফিলিপ ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, এবং লুইস নেপোলিয়ান সাধারণের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া, ১৮৫২ সালের শেষে আপনি সম্রাট নাম ধারণ করেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিতেছেন। লুইস ফিলিপ ১৮৫২ সালে ইংলণ্ডে পরলোক গমন করেন।

জর্ম্মনী।

যখন উত্তরবাসী অসভ্য লোকেরা ইউরোপ মহাদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ লোক সকলকে নির্ব্বাসন করে, তৎকালে কতকগুলিন মনুষ্য জর্ম্মনীতে গিয়া রহিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া তাহারা বৃহদ্‌গোষ্ঠী এবং মহা পরাক্রমশালী হইয়াছিল। পরে রাজা সারলমেন্‌ তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া জর্ম্মনী দেশের সম্রাট হইয়া তথায় রাজধানী করিয়াছিলেন, ফ্রান্স জর্ম্মনী প্রভৃতি অন্য অন্য দেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানেরা ঐ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন, তাহাতে জর্ম্মনী স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া পড়িল।

জর্ম্মনীর মধ্যে অনেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজধানী ছিল। ৯১২ খৃষ্টাব্দ অবধি এই সকল রাজারা নিয়ম করিলেন, আপনাদিগের মধ্যে এক জনকে সম্রাট করিবেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান হইয়া কর্ম্ম করিবেন। এই প্রকারে জর্ম্মনীতে রাজা মনোনীত হইবার প্রথা আরম্ভ হইল। ঐ প্রথা নয় শত বৎসর প্রচলিত ছিল, তাহার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ঐ সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়াতে তাহাও রহিত হইল।

১০৫৬ অব্দে চতুর্থ হেনরী জর্ম্মনীর সম্রাট ছিলেন। গ্রিগরী নামে পোপের সহিত তাঁহার ভারি বিবাদ হইয়াছিল। ঐ পোপের তখন একাধিপত্য, অতএব যে পর্য্যন্ত হেনরী ইটালিতে যাইয়া পদানত না হইলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না।

১২৭৩ অব্দে রডল্‌ফ নামে সুইজরলণ্ড দেশবাসী এক ব্যক্তি জর্ম্মনীর সম্রাট হইয়াছিলেন। এইক্ষণে আস্ট্রিয়া দেশে যাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন, উক্ত রডল্‌ফ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। জর্ম্মনীতে আর আর যে সকল রাজা হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার বংশোদ্ভব।

জর্ম্মনী দেশের রাজার মধ্যে পঞ্চম চারল্‌স অতি প্রশংসিত। তিনি স্পেন নিদরলণ্ড ও ইটালী দেশের কিয়দংশের রাজা ছিলেন। তিনি যখন জর্ম্মনীর রাজা, তখন ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরী, ও ফ্রান্সে প্রথম ফ্রান্সিস রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে জর্ম্মনী দেশে ধর্ম্ম সংস্কারের সূচনা হয়। সপ্ত পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি ফিলিপ নামে আপন পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া, আপনি স্পেন দেশে যাইয়া এক মঠে বাস করিলেন। তথায় তিনি সামান্য বেশে উদ্যানের কর্ম্ম করিতেন এবং সদা পরমেশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত

থাকিতেন। তিনি ১৫৪৪ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১৬১৯ অব্দে দ্বিতীয় ফর্ডিনাণ্ড রাজা হইয়া প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, এজন্য স্বধর্ম্মত্যাগী সম্রাট বলিয়া তাঁহার কুখ্যাতি হইয়াছিল। তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া জর্ম্মনী দেশীয় প্রটেষ্টান্ট রাজারা তাঁহার বিনাশ বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর কাল তাঁহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। ঐ যুদ্ধে গষ্টাবস এডালফস নামে সুইডনের রাজা, প্রটেষ্টান্টদিগের পক্ষ হইয়া, অনেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি জর্ম্মনী দেশে সম্রাট নাই। প্রত্যেক রাজধানীতে এক এক রাজা আছেন, তাঁহারা আপনং রাজ্যের ব্যবস্থানুসারে স্ব স্ব রাজ্য শাসন করেন। ডাইএট নামে এক মহাসভা আছে, তদ্দ্বারা জর্ম্মনীদেশীয় সকল রাজ্যের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তথায় তাহারা আপনাপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই সভাকে জর্ম্মন-কন্‌ফিডরেসন্ বলা গিয়া থাকে।

সুইজরলণ্ড।

সুইজরলণ্ড, জর্ম্মনী ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, পর্ব্বত-

সকল এমন উচ্চ যে তাহার চূড়াগুলিন ধবল মেঘের ন্যায় বোধ হয়। মধ্যে২ শৈল-বেষ্টিত নীল-সলিল-পূর্ণ অনেক ঝিল আছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বত, তাহা হরিতবর্ণ প্রান্তরে সুশোভিত। কোন স্থানে প্রাচীন দুর্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বে সুইজরলণ্ড জর্ম্মনীর অন্তর্ভূত ছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আলবার্ট সম্রাট হইয়া সুইজরলণ্ড-বাসিদিগের অত্যন্ত পীড়ন করেন। তাঁহার কর্ম্মকারীরাও তাহা অপেক্ষা অধিক দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। জেসলর নামে এক ব্যক্তি আপন টুপি একটা চোপে রাখিয়া সকলকে বলিতেন এই টুপিকে প্রণাম কর। সকলে তাহাই করিত। কিন্তু উইলিয়ম টেল নামে এক কৃষক এই আজ্ঞা পালন করে নাই। তাহাতে ঐ দুরাত্মা তাহার পুত্রের মস্তকে একটী ফল রাখিয়া তাহাকে বলিলেন তোমাকে শর দ্বারা এই ফল বিন্ধিতে হইবে। টেল তীরদ্বারা ফল বিন্ধিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার পুত্রের মস্তকে আঘাত লাগিল না।

এই সকল অত্যাচার দেখিয়া সুইসেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল, টেল তাহাদের সেনাপতি হইয়া রাজসেনাগণের সহিত অন্যুন ষাইটবার যুদ্ধ করিল। তৎপরে সুইজরলণ্ড দেশ স্বাধীন, এবং তথায় সাধারণ রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। তদবধি সুই-

জরলণ্ড দেশ প্রায় স্বাধীনভাবে ছিল। পরে ফ্রান্স-দেশের রাজবিপ্লব কালে তাহা বিজিত হইল। তৎপরে তাহা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ রাজাদিগের ভয়ে সতত প্রকম্পিত।

সুইজরলণ্ড ২২ জিলায় বিভক্ত। এই সকল জিলার ঐক্যভাব আছে এবং শত্রুর আগমনে সকল জিলার লোকেরা পরস্পর রক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণ সভাতে প্রত্যেক জিলা হইতে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকে। সকল জিলার ব্যবস্থা এক প্রকার নহে। কোন কোন জিলার কুলীনদিগের অধিক প্রভুত্ব আছে।

সামান্যতঃ সুইজরলণ্ড দেশে ভাল বিচার হইয়া থাকে, এবং লোকেরা পরিশ্রমী এবং উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করে। নয় জিলায় কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত, এবং সাত জিলায় প্রটেষ্টান্ট মত চলিয়া থাকে।

সুইজরলণ্ডের মধ্যে দুই পর্ব্বতশ্রেণী প্রধান। এক শ্রেণীর নাম জুরা, তাহা দক্ষিণ পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বে গিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম আলপস্‌, তাহা আরো অধিক বিস্তৃত এবং জুরা পর্ব্বতের ন্যায় দক্ষিণ পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। এই দুই পর্ব্বতে দেশের অধিকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বত-শৃঙ্গ তুষারে আবৃত থাকে, এবং

তাহাতে আরোহণ করা অসাধ্য। এই সকল পর্ব্বতের জন্য অধিকাংশ ভূমি বরফে আবৃত থাকে, তাহাতে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না।

আলপ্‌স পর্ব্বত কাটিয়া অনেক পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সেন্ট গথার্ড ও সিম্পলনে অনেক মনুষ্যের গমনাগমন হইয়া থাকে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বোনাপার্ট এক উত্তম পথ নির্ম্মাণের আজ্ঞা দেন। ঐ পথ রোন নামক পর্ব্বতের উপত্যকায় গ্লীশ হইতে আরম্ভ হইয়া পাইডমন্টে ডমডি অসেলাতে শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেবদারু বৃক্ষের চারিটী বন, ত্রিশটী অপেক্ষাও অধিক ঝরণা, বাইশটা সেতু এবং ছয়টা ভূমধ্যস্থ পথ আছে। এই পথ নিরাট পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

ইটালী।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইটালী দেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত লেখা গিয়াছে। তাহাতে বিদিত হইয়াছে উদুয়েশ্বর নামে হিরুলীদিগের রাজা এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে অস্ত্রগথ জাতীয়েরা থিওডোরিক রাজার সহকারিতায় এই দেশ অধিকার করিয়া, প্রায় ৭০ বৎসর তথায় প্রভুত্ব করে। তদনন্তর, ৫৩৭ অব্দে,

পূর্ব্ব রূম রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি বেলিসেরিয়স তাহাদিগকে রূমরাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। তদবধি পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজ্য একত্রিত হইয়াছিল। পরে, ৫৬৯ অব্দে, লম্বার্ড নামে উত্তরবাসী অসভ্যেরা ইটালী আক্রমণ করিয়া, তাহার সমুদায় উত্তরাংশ জয় করিল। তাহাদিগের নাম হইতে ঐ অঞ্চলের নাম লম্বার্ডি হইয়াছে। যৎকালে তাহারা ইটালী আক্রমণ করে, তখন আলবিন তাহাদের রাজা ছিলেন।

৭৭৪ অব্দে সারলমেন, লম্বার্ড জাতীয় শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইটালী দেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিলেন। তৎপরে তদুত্তরাধিকারী জর্ম্মনী দেশের রাজারা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া, ইটালী দেশকে আপনাদিগের রাজ্যাংশ বলিতেন।

কালক্রমে ইটালীতে অনেক রাজধানী হইল। তন্মধ্যে নেপল্স, টস্কনী, পার্মা, লম্বার্ডী, জিনোয়া, ও বিনিস প্রধান বলিয়া গণ্য। রূম ও তচ্চতুঃসীমাবদ্ধ রাজ্য পোপের হস্তে সমর্পিত হইল, পোপ তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন।

এই প্রকারে রূমরাজ্য খণ্ড২ হইয়া পড়িল, আগস্তসের সময়ে ঐ নগরের যে প্রকার শ্রী ও গৌরব ছিল, তাহার কিছুই রহিল না। প্রজার সঙ্খ্যা দিন২ ম্লান

হইতে লাগিল, বড়২ অট্টালিকা সকল ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল, লোকেরা অসভ্য দেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়া অসভ্যবৎ হইতে লাগিল, তাহাদিগের ভাষাও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে লাটিন্ ভাষাতে কথোপ-কথন চলিত, অসভ্যগণের আগমনে তাহাদের ভাষা ঐ ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার নূতন ভাষা হইয়া উঠিল। এই মিশ্রিত ভাষার নাম ইটালী ভাষা। ক্রমে রুমরাজ্যের সকল চিহ্ন উঠিয়া গেল।

অনেক কাল পর্য্যন্ত পোপদিগের কেবল ধর্ম্মবিষয়ে আধিপত্য ছিল, কিন্তু ৭৩১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গ্রীগরী ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক-সম্রাটের সহিত বিপক্ষতা করিয়া রাজকীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। তদবধি পোপদিগের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ৭৬০ অব্দে তাহাদিগের অসীম রাজ্য ও অসঙ্খ্য অর্থ হইল। এই কালে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা নিতান্ত মূর্খ ছিল। যদিও পোপেরা রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হইল না, তাহারা মূর্খভাবে রহিল। অতঃপর ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন্‌লুথর কর্ত্তৃক ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হইল। তাহাতে খৃষ্টানকুল একেবারে পোপ-দিগের অবাধ্য হইল। সুতরাং পোপদিগের আর ক্ষমতা রহিল না।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত রূম ও তচ্চতুঃসীমাস্থ রাজ্যে পোপেরা রাজার ন্যায় শাসন করিতেছেন। এই সকল রাজ্যকে খৃষ্টানরাজ্য বলা গিয়া থাকে। পৃথিবীর আর যে যে স্থানে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত, পোপেরা তাহার কর্ত্তা বলিয়া মান্য।

এইক্ষণে রূমরাজ্যের চতুঃসীমা ৬॥॰ ক্রোশ মাত্র। ইহার অধিকাংশ শ্মশানের ন্যায়, তাহাতে মনুষ্য বাস করে না। এই স্থানে প্রাচীন রাজাদিগের যে সকল বাসস্থান, দেবমন্দির ও বড় বড় অট্টালিকা ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকে অনুমান করেন এই স্থানে অনেক উত্তম২ প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকায় চাপা পড়িয়াছে।

রূমদেশীয় গ্রন্থকারেরা অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এই সকল পুস্তক লাটিনভাষাতে রচিত এবং অতি মনোহর। এক্ষণকার অনেক উত্তম২ ব্যবস্থা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এইক্ষণে ইটালীতে কয়েক ভিন্ন২ রাজ্য হইয়াছে এই সকল রাজ্যের স্বতন্ত্র২ বিবরণ আছে। ইটালীর দক্ষিণসীমা ও সিসিলি দ্বীপ নেপলস্ রাজধানীর অন্তর্গত।

রূমরাজ্যের সহিত পৃথক্ হইবার পর নেপলস্

রাজ্যের বিবরণ অধিক মনোরঞ্জক নহে। এই রাজ্য প্রথমে উত্তরবাসী এক অসভ্য জাতির হস্তগত হয়। তাহার পর আর এক অসভ্যজাতি তাহা অধিকার করে। তৎপরে এই দেশ স্পেন ও অন্যান্য দেশীয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। অবশেষে ইহা স্বাধীন হইয়া এখন পর্য্যন্ত স্বাধীনাবস্থায় আছে।

বিনিসের বৃত্তান্ত অধিক মনোরম্য। ৪৫২ খৃষ্টাব্দে উত্তর অঞ্চলীয় অসভ্যেরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করিলে পর সম্প্রতিকার বিনিসের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা সমুদ্র তীরস্থ জলগণ্ড মধ্যে বাস করিয়া মৎস্যাহার, লবণ প্রস্তুত, এবং বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করিত। তৎপরে তাহারা ৮০৯ খৃষ্টাব্দে রায়েলটো নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে বিনিস নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আপনাদিগের অর্থাদি প্রেরণ করিল। তাহাতে ঐ নগর বিনিস রাজ্যের রাজধানী হইল, ক্রমে ঐ নগর ও রাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে অতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল।

এই দেশীয় লোকেরা বাণিজ্যকর্ম্মে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহাতে জারুশালম নগর জবনাধিকার হইতে মুক্ত করণার্থ যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে কেবল বিনিস হইতে দুই শতখান জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল।

এই প্রকার বিনিস রাজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে তদ্দেশীয় সেনারা জারুশালমের যুদ্ধপরায়ণদিগের সহযোগে কনষ্টান্টিনোপল রাজধানী অধিকার করিয়া তথা হইতে অনেক রত্নাদি, পুস্তক, শ্বেত উজ্জ্বল প্রস্তর, চিত্রপট, প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি, প্রস্তরস্তম্ভ, প্রভৃতি অনেক উত্তম উত্তম দ্রব্য আনয়ন করে।

বিনিসের সাধারণ রাজ্য অনেককাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে চলিয়াছিল। সত্তর শতাব্দীর অবসানকালে ঐ রাজ্য ফ্রেঞ্চদিগের হস্তগত হয়। তৎপরে ১৭৯৮ অব্দ অবধি তাহা আষ্ট্রিয়া রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

জিনোয়া আর এক বিখ্যাত রাজ্য। তদ্দেশস্থ লোকেরা বিনিস দেশস্থ লোকের ন্যায় বাণিজ্য ও নাবিকের কর্ম্মে অতি তৎপর ছিল, সুতরাং সর্ব্বদা যুদ্ধদ্বন্দ্ব হইত। এক সময়ে তাহারা বিনিস জয় করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বস্তুত জিনোয়া দেশীয় লোকেরা যেমন নাবিকতা বিদ্যায় নিপুণ ইটালীর মধ্যে অন্যান্য কোন দেশীয় লোকেরা ঐ বিদ্যায় তদ্রূপ নিপুণ নহে। যে কলম্বস আমেরিকা প্রকাশ করেন তিনি জিনোয়া দেশস্থ। এইক্ষণে জিনোয়া দেশ সার্ডিনিয়ার অধীন।

আস্ট্রিয়া।

আস্ট্রিয়া পূর্ব্বে জর্ম্মনী সম্ভুক্ত ছিল, এইক্ষণেও তাহা ঐ দেশভুক্ত বলিয়া গণ্য, কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে হাঙ্গরি, বোহেমিয়া, পোলণ্ডের একাংশ, ইটালীর একাংশ ও অন্যং অনেক রাজ্য সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল স্থান জর্ম্মনীর অধীন নহে, অথচ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল।

আস্ট্রিয়ার যে ভাগ জর্ম্মনীসম্ভুক্ত, তথাকার অর্থাৎ জর্ম্মনীর পূর্ব্বাংশের লোকেরা জর্ম্মনভাষাতে কথোপকথন করে। তাহারাই প্রকৃত জর্ম্মন। বহুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে অসভ্য লোকেরা বাস করিত। তাহার পরে এই স্থান জর্ম্মনরাজ্যভুক্ত হয়। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে রডলফ্ সম্রাট হইলে তাঁহার এক পুত্র বা জ্ঞাতি আর্চ ডিউক নামে তথাকার রাজা হন, অতএব আস্ট্রিয়ার রাজারা রডলফের বংশীয়। তাঁহারা সম্রাটের আজ্ঞাধীন হইয়া শাসনকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

আস্ট্রিয়া বাসীরা ক্রমে সুইডন তুর্ক ফ্রান্স ও অন্য অন্য দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ১৬৮৩ অব্দে তুর্কেরা একেবারে আস্ট্রিয়ার মধ্যে যাইয়া বায়েন্নানগর অবরোধ করিয়াছিল। পরে তত্রস্থ লোকেরা তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়।

১৮০৯ সালে তাহারা বোনাপার্টের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎকালে তাহাদিগের অনেক সুশিক্ষিত সেনা এবং দক্ষ সেনাপতি ছিল, কিন্তু বোনাপার্ট তাহাদিগকে কয়েক যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। তৎপরে বায়েনাতে গমন পূর্ব্বক সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার অনেক রাজ্য হরণ করিলেন।

অনন্তর এই সকল রাজ্য প্রত্যর্পিত হইল, তাহাতে ইউরোপের মধ্যে এইক্ষণে যে পঞ্চ রাজ্য প্রবল, আস্ত্রিয়া তন্মধ্যে গণনীয় হইল। ইউরোপে যে পঞ্চ রাজ্য প্রবল তাহার নাম ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আস্ত্রিয়া, রুসিয়া, ও প্রুসিয়া।

হঙ্গরী অতি বিস্তৃত দেশ, তন্মধ্যে কয়েক প্রদেশ আছে। ইহার রাজধানী বুড়া, এই নগর অতি উত্তম, এবং ডেনুব নদীর ধারে। হঙ্গরীতে ভিন্ন২ দ্বাদশ জাতীয় লোক বাস করে এজন্য এই দেশ ইউরোপের আদর্শ বলিয়া গণ্য। এই দেশের সাধারণ কর্ম্ম লাটিন ভাষাতে সমাধা হয়।

এই দেশের প্রাচীন লোকেরা অতি ভয়ানক ছিল। বোধ হয় ইহারা আসিয়া মহাদ্বীপ হইতে আলতাই পর্ব্বত পার হইয়া ইউরোপে আসিয়াছিল। তাতার দেশীয় যে জাতীয়েরা তুর্ক নামে খ্যাত, এবং যাহারা সরাসন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া তুর্ক রাজ্য স্থাপন

করে, সম্ভবতঃ তাহারাই এই সকল লোক বা তাহা- দের সদৃশ।

হঙ্গরী-দেশে অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১০৩৮ সালে, ষ্টিফনের পূর্ব্বে এই দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের রাজা খ্যাতি ছিল না। ১৫৬৩ সালে হঙ্গরী, আষ্ট্রিয়া রাজ্য সম্ভুক্ত হয়। ১৮৪৯ সালে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজবিদ্রোহ আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এইক্ষণে এই দেশ আষ্ট্রিয়ার অধীন।

বোহেমিয়া দেশ পর্ব্বতে বেষ্টিত এবং তথায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করে। এই স্থানে রূপা, দস্তা, ও অন্য বহুমূল্য প্রস্তরের খনি আছে। সম্প্রতি এই স্থানে যে সকল লোক বাস করে তাহাদের মধ্যে অনেক যিহুদি। অনেক জিপসীও এই খানে বাস করে।

খৃষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া হইতে সেল্ট জাতীয়েরা এক গোষ্ঠী এই স্থানে আসিয়া বাস করে, তাহাদিগের নাম হইতে এই দেশের নাম উৎপত্তি হইয়াছে, ১৫২৬ খৃঃ অবধি এই দেশ আষ্ট্রিয়ার অধীন হইয়াছে।

প্রুসিয়া।

বোরুসি নামে এক জাতি পূর্ব্বে এই দেশে বাস করিত, তাহাদিগের নাম হইতে এই দেশের প্রুসিয়া নাম হইয়াছে। তৎকালে এই দেশের শাসন কর্ত্তা-দিগের ডিউক উপাধি ছিল। পরে ১৭০১ খৃষ্টাব্দ অবধি এই দেশে রাজ-শাসন আরম্ভ হইয়াছে।

১৭১৩ অব্দে ফ্রেদরিক উইলিয়ম নামে এক রাজা হন, তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ লোক বাছিয়া এক দল দেহ-রক্ষক সেনা রাখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ৪৲০ হস্ত ঊর্দ্ধ ছিল। কোন রাজার এতদ্রূপ দীর্ঘাকার দেহরক্ষক নাই বলিয়া তিনি মনে মনে বড় অহঙ্কার করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ফ্রেদরিক রাজা হইয়া অনেক অর্থ প্রাপ্ত এবং ষাইট সহস্র সৈন্যের কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

১৭৫৬ সালে আষ্ট্রিয়া রুসিয়া ও ফ্রান্স দেশীয়েরা সংযোজিত হইয়া প্রুসিয়ার রাজার সহিত সংগ্রা-মারম্ভ করিয়াছিল। এই সংগ্রাম সপ্তবর্ষীয় সংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর স্যাকসনী ও সুইডনের লোকেরা শত্রুপক্ষে মিলিল। কেবল বৃটনেরা প্রুসিয়া রাজার পক্ষ রহিল। এক সময়ে

এমন হইল প্রুসিয়ার রাজা যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সর্ব্ব-স্বান্ত হন। পরে তিনি যুদ্ধ জয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত গৌরব হইল। বস্তুত তৎকালে যে সকল রাজা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি মহামহিম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফ্রেদরিক ১৭৮৬ অব্দে, পচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ফ্রেদরিক উইলিয়ম নামে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হইয়া একাদশ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। তৎপরে তৃতীয় ফ্রেদরিক উইলিয়ম রাজা হন, তাঁহার এত অধিক সেনা ছিল যে তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, ১৮০৬ অব্দে, জেনার যুদ্ধে নেপো-লিয়ন তাঁহার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অম্লান বিংশতি সহস্র সেনা বিনাশ এবং চল্লিশ সহস্র সেনা রণবন্দী করিলেন। এই যুদ্ধে ফ্রেদরিকের অনেক রাজ্য হস্তান্তরিত হয়। পরে ওয়াটরলুর যুদ্ধে বোনা-পার্ট পরাজিত হইলে তিনি ঐ সকল রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি প্রুসিয়া দেশ অতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রুসিয়ার রাজধানী বর্লিন স্প্রী নদীর তটস্থ। তথায় রাজার এক বাসস্থান আছে, তাহা অতি মনোরম্য ঐ নগরে এক চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে অনেক যুবা-

দিগের বিদ্যা শিক্ষা হয়। তদ্ভিন্ন অনেক আমোদের স্থান আছে। ফলতঃ ইউরোপের মধ্যে যত নগর আছে, তন্মধ্যে, বর্লিন নগর একটী উত্তম বলিয়া গণ্য। প্রুসিয়ার প্রধান বন্দর দন্তজিগ, তাহা বিস্তুলানদী-মুখ-বর্ত্তী, ঐ স্থানে এক উত্তম দুর্গ আছে, তাহার প্রাচীর সকল প্রস্তরময়, এবং তাহাতে অনেক কামান পাতা আছে। ঐ দুর্গে অনেক সৈন্য নিয়ত বাস করে তাহাদের দ্বারা দুর্গ রক্ষা হয়।

প্রুসিয়াতে যে প্রকার রাজশাসন আরম্ভ হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য। পূর্ব্বে যাঁহারা এই স্থানে শাসন করিতেন, তাঁহাদের ইলেক্‌টর নাম ছিল। ১৬৯৫ অব্দে হেগের সভাতে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ম বলিলেন, প্রুসিয়ার ইলেক্‌টর বাহুযুক্ত চৌকিতে বসিতে পাইবেন না। ফ্রেদরিক ইহাতে অসম্মান জ্ঞান করিয়া, সম্রাটের নিকটে নালীশ করিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া রাজপদবী প্রাপ্ত হইলেন। এই সামান্য কথার উপলক্ষে প্রুসিয়া রাজধানী হইল।

স্পেন।

স্পেন ফ্রান্সের দক্ষিণে, কেবল পাইরেনিস পর্ব্বত দ্বারা ফ্রান্স হইতে বিভক্ত। ইহার পশ্চিমে পর্ত্তুগাল।

ইহার আর আর সীমা অটলান্তিক মহাসমুদ্র, বিস্কের খাড়ি ও ভূমধ্যস্থ সমুদ্র। স্পেন ও পর্ত্তুগালকে এক প্রায়দ্বীপ বলা যাইতে পারে।

ফিনিসিয়ার লোকেরা স্পেনে আসিবার পূর্ব্বে, ঐ দেশের কি অবস্থা ছিল তাহার পূরাবৃত্ত পাওয়া যায় না। ফিনিসিয়ার লোকেরা তথায় আসিয়া জিব্রলটরের খাড়িতে দুইটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। ঐ স্তম্ভদ্বয় হরকিউলিয়ন স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। কাডিজের বন্দর ফিনিসিয়াদের এক উপনিবেশ মাত্র।

ফিনিসিয়া দেশের লোকদের আগমনের পর গ্রীকেরা স্পেনে গমন করিয়াছিল। তৎপরে কার্থেজ-বাসীরা ঐ দেশ অধিকার করে, কিন্তু খৃষ্টাব্দের ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে রোমানেরা ঐ দেশ জয় করিয়া, ৪০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আপনাদের অধীনে রাখিয়াছিল। তৎপরে উত্তরের অসভ্যেরা ঐ দেশ আক্রমণ করে। তদনন্তর গাথেরা তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রায় দুই শত বৎসর বাস করে। পরে রোড্রিক নামে এক ব্যক্তি রাজা হইয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। এই রাজা কৌন্ট জুলিয়ান নামে স্পেনদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত মনুষ্যকে অপমান করিয়াছিলেন, তাহাতেই স্পেনদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন যায়। তাহার কারণ, ঐ সময়ে সরাসন অর্থাৎ আরবদেশীয় মুসল-

মানেরা আফ্রিকার উত্তরাংশ জয় করিয়া স্পেনের সান্নিধ্যে মারিতেনিয়াতে বাস করিতেছিল, তাহাতেই তাহাদের মুর নাম হইয়াছে। জুলিয়ন্ তাহাদিগকে স্পেনদেশ আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। রাজা রডরিকের শেষ দশা কি হইল তাহা প্রকাশ নাই, নদী-তটে যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহার অশ্ব, অসি, ঢাল, টুপি ও বক্ষআচ্ছাদন পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শব কোন স্থানে দেখা যায় নাই। ইহাতে যে অনুমান হউক। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ৭১২ বৎসরে হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর মুসলমানেরা স্পেনদেশের চতুর্থাংশের তিন অংশ অধিকার করিল, এবং ক্রমেং সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে তাহাদের যে প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি হইয়াছিল, ইউরোপের আর কোন স্থানের লোকের তদ্রূপ হয় নাই। তাহারা কর্দোবা নগরে এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে ছয় লক্ষ পুস্তক ছিল। ইহা ভিন্ন স্পেনদেশের যে যে স্থানে তাহাদিগের অধিকার ছিল সেই সকল স্থানে তাহারা আর সত্তরটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতেও অনেক পুস্তক থাকিত। মুরেরা অত্যন্ত কবিতা ও সঙ্গীত প্রিয় ছিল। তাহারা

স্পেনদেশে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গ্রানাডা নগরে আলহাম্বরা নামক অট্টালিকাতে তাহাদিগের রাজারা বাস করিতেন। ঐ অট্টালিকা উজ্জ্বল, চিক্কণ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং তাহার প্রাচীর সকল নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে সুশোভিত। বৈঠকখানা ও শয়নাগারের মধ্যে অনেক ফোয়ারা ছিল, তাহাতে নিরন্তর জল উত্থিত হইত, এবং গ্রীষ্মকালে গৃহ সকল অতি শীতল থাকিত।

মুরদিগের সভ্যতার এই সকল চিহ্ন, কিন্তু স্পেন্ দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিত, তাহাতে সর্ব্বদা যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইত। এই সকল যুদ্ধে কখন মুরেরা কখন স্পেনদেশীয় লোকেরা জয়ী হইত। অতঃপর একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে অশীতি সহস্র মুর হত হইল। তদবধি তাহারা ক্রমশঃ অধিকারচ্যুত হইয়া কতক দিন গ্রানাডা আশ্রয় করিয়া রহিল। অবশেষে ফর্ডিনাণ্ড ও ইসেবেলার রাজ্যকালে, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে, তাহারা এই দেশ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল।

ফর্ডিনাণ্ড রাজা ও ইসেবেলা রাণীর রাজ্যকালে খৃষ্টানমতের প্রতিকূলাচারির দণ্ডার্থে এক বিচারালয় হইয়াছিল। ইহার মূলাভিপ্রায় সকল লোক রোমান কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, কেহ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ

করিবে না। কোন লোক অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে কিম্বা করিবে এমন বুঝিতে পারিলে, তাহাকে প্রথমে শীতল অন্ধকার কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহার পর তাহাকে বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে আনয়ন করা যাইত। বিচারকর্ত্তারা লম্বা জামাতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া চটের টুপী মস্তকে দিয়া বিচারাসনে বসিতেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষ স্বীকার না করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া অগ্নিতে দাহন করিবার আজ্ঞা হইত। আজ্ঞা হইলে পর তাহাদিগকে বহ্নিশিখা-চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করাইয়া ধুমধামে বধস্থানে লইয়া যাইত, তথায় এক২ জনকে এক২ খোঁটাতে লোহ শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন করিয়া অল্পানলে দগ্ধ করিত। এই প্রকার ত্রিশ চল্লিশ সহস্র মনুষ্য নষ্ট হয়, তাহার পর ঐ বিচারালয় উঠিয়া যায়। এই বিচারালয়ের নামোল্লেখ হইলেই ফর্ডিনাণ্ড ও ইসেবেলার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। কিন্তু ঐ রাজা ও রাণীর উদ্যোগে খৃষ্টফর কলম্বস আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ করেন, ইহাই তাহাদিগের গৌরবের স্থল।

স্পেন দেশীয়েরা আমেরিকার মধ্যে অনেক স্থান জয় করিয়াছিল, তাহাতে ঐ দেশ অত্যন্ত ধনাঢ্য হয়। ইউরোপের আর কোন দেশ তদ্রূপ ধনাঢ্য হইতে

পারে নাই। কিন্তু স্পেন দেশীয় লোকেরা অর্থ-লোভে মহাসমুদ্র পার হইয়া সর্ব্বদা আমেরিকাতে গমনাগমন ও বাস করিত। তাহাদের স্বদেশ আবাদ হইত না, ইহাতে তাহাদের প্রকৃত কোন উপকার হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন দেশের এক জন অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড জয়ের মানস করিয়া ৮০খান জাহাজের এক বহর তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু একটা ঝটিকাতে ঐ বহর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে ঐ মানস সফল হয় নাই।

১৭০০খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চারল্স নিঃসন্তান পরলোক গমন করাতে, ফিলিপ নামে ফ্রান্স দেশীয় চতুর্দ্দশ লুইসের পৌত্র এই দেশের রাজা হন। তদ্বংশীয়েরা স্পেন দেশীয় বুরবন নামে খ্যাত।

নেপোলিয়নের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইলে তিনি, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, স্পেন দেশীয় সপ্তম ফর্ডিনাণ্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আপন সহোদর জোজেফ বোনাপার্টকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেন দেশের অনেক প্রজা তাঁহাকে রাজা বলিয়া সম্মান করে নাই, তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ইংলণ্ডীয়েরা স্পেন ও পর্ত্তুগালে সৈন্য প্রেরণ করে। এবং ওয়েলিংটনের ডিউক অনেক যুদ্ধ জয় করেন।

অতঃপর, ১৮১৪ সালে, ফর্ডিনাণ্ড পুনর্ব্বার সিংহাসন আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুরাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার শাসনে দেশের কেবল অমঙ্গল হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার কন্যা ইসেবেলা রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

পর্ত্তুগাল।

পর্ত্তুগাল পূর্ব্বে স্পেন দেশের একাংশ বলিয়া গণ্য এবং তাহার শুভাশুভের ভাগী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেশ স্বাধীন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যেও কতক দিন ইহার কোন কোন অংশ স্পেনের অধীন ছিল।

১৪০০ অব্দের পূর্ব্বে পর্ত্তুগালের বিবরণ নিতান্ত নীরস। তাহার পর অবধি পর্ত্তুগিসেরা অটলান্তিক মহাসমুদ্রে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে ঐ সমুদ্র পার হইয়া কেহ আমেরিকাতে গমন করিতে পারে নাই, এবং কাহার এমন সাধ্য হয় নাই যে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে। পর্ত্তুগিসেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজারোহণ করিয়া ঐ সমুদ্রে গমনাগমন আরম্ভ করিল। তাহাদের একখান জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইল। তাহার পর তাহাদিগের

আর এক বছর আফ্রিকার পশ্চিম-তট দিয়া ভারত-সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। কিছুকাল পরে পর্ত্তুগিস নাবিকেরা আসিয়াতে রাজ্য স্থাপন করিল, এবং সমুদ্রের পশ্চিম তটস্থ ভারতবর্ষস্থ সকল স্থান পরাজয় করিয়া, মালাকা এবং মালাকাস অধিকার করিল। ইহা ভিন্ন সীলন বা লঙ্কা দ্বীপ করস্থ করিল। এবং গোয়া দ্বীপে বসবাস করিতে লাগিল। দক্ষিণ আমেরিকাতেও তাহারা অনেক ভারি বাসস্থান করিল, এবং ব্রেজিল নামে বৃহদ্দেশও তাহাদের হস্তগত হইল। কিন্তু কালক্রমে অনেক স্থান তাহাদের হস্তছাড়া হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণে পর্ত্তুগাল অতি সামান্য ও জঘন্য দেশের মধ্যে গণনীয়।

১৭৫৫ অব্দে লিসবন নগরে একটা অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমুদায় নগর প্রকম্পিত হইয়া বড় বড় অট্টালিকা, ধর্ম্মালয়, ও রাজালয় সকল একেবারে ভূমিসাৎ হইল, এবং নগরের স্থানে স্থানে দহ পড়িয়া শত২ গৃহাদি তাহার গর্ত্তে প্রবেশ করিল। ভূমিকম্প-কালে সমুদ্রের জল বহুদূরে নিঃসৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর ঐ জল একেবারে আসিয়া নগর প্লাবিত করিল। এই ঘটনাতে অম্লান দশ সহস্র লোক নষ্ট হয়।

১৮০৭ সালে, ফরাসিরা এই দেশ আক্রমণ করিয়া-

ছিল, তাহাতে পর্ত্তুগালের রাজা দেশত্যাগী হইয়া ব্রেজিলে পলায়ন করণানন্তর রাইও-জেনিরিও নগরে রাজধানী করেন।

১৮০৮ সালে, ফরাসিরা পর্ত্তুগাল হইতে দূরীকৃত হইলে পর, তিনি তথায় আসিয়া পুনর্ব্বার রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের বিবাদ উপস্থিত হইয়া ডনামেরিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ডনামেরিয়ার মৃত্যুর পর, ১৮৫৫ অব্দে, পঞ্চম পিদ্রো রাজসিংহাসন আরোহণ করেন।

এইক্ষণে পর্ত্তুগিসদিগের বাণিজ্যাদি উত্তমরূপ চলে না। প্রস্তুত করা দ্রব্যাদি ইংলণ্ড হইতে এবং শুষ্ক মৎস্য আমেরিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কেবল মদ্য ও ফল এই দেশ হইতে রপ্তানী হয়। বিলাতীয় ও মার্কিন জাহাজ দ্বারা এই সকল বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

পর্ত্তুগিস ভাষা স্পেন দেশীয় ভাষার সদৃশ। পর্ত্তুগালে বিদ্যা শিক্ষা ভাল হয় না। রাজ্যশাসন উত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু তাহা একাধিপত্যের ন্যায়। ভাগ্যবন্তের সভা ও প্রতিনিধির সভা বলিয়া দুই সভা আছে, তাহার মত ভিন্ন কোন ব্যবস্থাদি হয় না। প্রতিনিধিগণ প্রজাদিগের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন।

পর্ত্তুগালের ভূমি উর্ব্বরা বটে, কিন্তু কৃষি কর্ম্মের তাদৃক আলোচনা নাই, লোকেরাও তাহা ভাল বুঝে না। গহম ও বাজারা কলাই অধিকতর এবং শণও কিছুং বপন হইয়া থাকে। আর আর দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানী হয়। কেবল মদ্যই এই দেশের প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য বলা যাইতে পারে।

হলণ্ড ও বেলজিয়ম।

পূর্ব্বে এই দুই দেশ এক ছিল। তাহার নাম নিদরলণ্ড। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে, উত্তর সমুদ্র, পূর্ব্বে জর্ম্মনী, ও দক্ষিণে ফ্রান্স। এই দেশ পূর্ব্বে রুমরাজ্যের অধীন ছিল, তাহার পর জর্ম্মনীর অধীন হইয়াছিল, এইক্ষণে স্পেনের অধীন।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে, এই দেশান্তর্গত সাত প্রদেশস্থ লোক ফিলিপের বিরুদ্ধাচারী হইয়া হলণ্ড নামে এক সাধারণ রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদিগের নাম ডচ বা ওলন্দাজ। সত্তর শতাব্দীতে তাহাদিগের জলপথে অত্যন্ত পরাক্রম হইয়াছিল, এমন কি তাহারা ইংলণ্ডীয় বহরের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিত, কখন কখন ইংলণ্ডীয় লোকদিগকে পরাভব করিত।

হলণ্ড দেশে একবার অত্যন্ত ভাক্রন হইয়াছিল,

তাহাতে অনেক স্থান নষ্ট হওয়াতে কতকগুলি ভারি২ বাঁধ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের জল আসিতে পায় না। এক একটা বাঁধ ঊর্দ্ধে ২০ হস্ত, এবং ৪৫।৪৬ হস্ত প্রশস্ত। ইহার বাহির দিকে সাগর-মুথা ও জঙ্গল, ভিতর দিক প্রস্তর ও বাহাদুরী কাষ্ঠ দিয়া বাঁধান গিয়াছে।

দেশটী এমন চৌরস যে উচ্চ স্থানে উঠিয়া দৃষ্টি করিলে বোধ হয় একখানা চাদর পড়িয়া আছে। মধ্যে২ থাল ও বাঁধ, থাল দিয়া জাহাজ গমনাগমন করিতেছে, স্থানে স্থানে তৃণ ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত প্রান্তর, তাহাতে নানা প্রকার জীব জন্তু চরিতেছে, স্থানে২ সহর ও গ্রাম, ও স্থানে২ বৃক্ষ-বেষ্টিত বড় বড় অট্টা-লিকা সুশোভিত আছে।

জয়দয়জী নদীর যে বাহু ওয়াই নামে খ্যাত, আম-ষ্টরডম রাজধানী তাহার তটস্থ। ইউরোপে যত নগর আছে, তাহার মধ্যে এই একটি বৃহৎ নগর। ভূমির মধ্যে খোঁটা পুতিয়া নগরের তাবৎ গৃহাদি নি-র্ম্মিত হইয়াছে। আমষ্টরডমের সান্নিধ্যে হেগ নামে এক ক্ষুদ্র সহর আছে, তাহাতে রাজা ও তাঁহার পারি-ষদ লোকেরা বাস করেন।

এই দেশে এক-নায়ক রাজতন্ত্র প্রচলিত, তাহা কতক ইংলণ্ডের একনায়ক রাজতন্ত্রের ন্যায়, কিন্তু

ইংলণ্ডে কুলীন ও সামান্যদিগের সভার যেমন ক্ষমতা, এদেশের সভার তত ক্ষমতা নাই। হলণ্ডে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তদ্ভিন্ন সকল সহর ও গ্রামে সামান্য পাঠশালা আছে।

হলণ্ড দেশ স্বাধীন হইলে নিদরলণ্ডের আর আর প্রদেশ, অর্থাৎ বেলজিয়ম বা ফ্লাণ্ডরস্, স্পেন দেশের রাজ্যভুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে এই দেশ আস্ত্রিয়ানদিগের হস্তে যায়। তাহারা ফ্রান্স দেশের বিপ্লব পর্য্যন্ত ঐ স্থান আপনাদের শাসনে রাখিয়াছিল। তৎপরে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে, ফরাশীরা তাহা জয় করিয়া আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিল।

নেপোলিয়ন পরাজিত হইলে পর এই দেশ হলণ্ড সংযুক্ত হইয়া দুই দেশ এক হয়, ইহাকে নিদরলণ্ড বলা যায়। বেলজিয়ানেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৩০ অব্দে, রাজ-প্রতিকূলাচারী হইল। তৎপরে ইউরোপের পঞ্চ প্রধান রাজা বেলজিয়ম দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করাতে বেলজিয়ানেরা স্যাকসকোবর্গের লিওপোল্ড নামক রাজপুত্রকে রাজা করিল। লিওপোল্ড, ১৮৩১ সাল ২১ জুলাই, শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যারম্ভ করিলেন।

সুইডন।

সুইডনের পূর্ব্ব বিবরণ অধিক জানা নাই। এই দেশ পূর্ব্বে দিনামার রাজ্যের অধীন ছিল। মারগ্রেট নাম্নী এক রাণী, ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে, দিনামার সুইডন ও নারওয়ে শাসন করিতেন।

১৫১৮ সালে খৃস্তান নামক দিনামার দেশের এক রাজা, ষ্টাকহলমে সুইডনের ৯৪ জন সেনেটর বধ করেন। তাহাতে গষ্টাবস বাসা নামে উক্ত একজন সেনেটরের পুত্র সুইড দিগকে দিনামারদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করান। তদ্দ্বারা তিনি ঐ দেশ উদ্ধার করিয়া আপনি তথাকার রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর গষ্টাবস এডালফস নামে এক রাজা অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, ১৬১১ অব্দে, রাজ্যারম্ভ করেন, এবং সম্রাটের বিপক্ষে প্রটেষ্টান্টদিগকে সাহায্য করণ অভিপ্রায়ে, ১৬৩০ অব্দে জর্ম্মনী দেশ আক্রমণ করিয়া, ১৬৩৩ অব্দে লত্তজনে যুদ্ধ জয় করেন, কিন্তু জয়কালে হত হন। গষ্টাবস এডালফসের মৃত্যুর পর খিষ্টানা নামে তাঁহার এক দুহিতা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎকালে তাঁহার ছয় বৎসর বয়ঃক্রম। ঐ কন্যার উত্তম বুদ্ধি আছে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যা-

শিক্ষা বিষয়ে অনেক যত্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বভাব বা রাজকার্য্য কিছুই ভাল ছিল না। অনেক দিবস রাজ্য করণানন্তর তিনি রাজকর্ম্মে শ্রান্তা হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুইডন অপেক্ষা অধিকতর সুখের স্থানে যাইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ চারলস্ সুইডন দেশের অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, ১৬৯৭ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। তিনি তাবৎ ইউরোপের, বিশেষ স্বদেশের চাবুক স্বরূপ ছিলেন, যুদ্ধেতে তাঁহার অত্যন্ত আমোদ ছিল। প্রথমং তিনি যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বদা জয়ী হইয়াছিলেন, তৎপরে, ১৭০৯ অব্দে, রুসের রাজা তাঁহাকে পলটোয়াতে পরাস্ত করিলেন। চারলস পরাজিত হইয়া তুর্ক স্থানে পলায়ন করিলেন। তৎপরে, ১৭১৪ অব্দে, তুর্ক স্থান হইতে সুইডনে আসিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এক দিবস রাত্রে নারওয়েয়ের কোন দুর্গ আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিয়া, সৈন্যগণ কিপ্রকার আক্রমণ করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, দুর্গের সম্মুখে গমন করিলেন। ঐ সময়ে একটা কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার শরীরে লাগিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কোষ করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রাণত্যাগ

করিলেন। অসি কোষ হইতে অর্দ্ধেকমাত্র বাহির হইয়াছিল।

গষ্টাবস নামে চারল্‌সের পরে এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি, ১৭৯২ সালে, এক সঙের সভাতে সং সাজিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহাকে কোন ব্যক্তি গুলি করিল। চতুর্থ গষ্টাবস প্রজাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাহাতে তাহারা, ১৮০৯ সালে, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে।

তৎপরে ত্রয়োদশ চার্লস রাজা হন, তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা বার্নাডাট নামে এক ফরাসী সেনাপতিকে রাজ্যোত্তরাধিকারি করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮১৮ সালে চার্লসের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। সম্প্রতিকার রাজার নাম অস্কার, তিনি ১৮৪৪ সালে রাজ্য প্রাপ্ত হন।

লাপলণ্ড, নারওয়ে, ডেনমার্ক।

লাপলণ্ড দেশ ইউরোপের অতি উত্তরে, এবং রুষ ও সুইডনের মধ্যবর্ত্তী। এই দেশ এমন শীতল যে ব্রাণ্ডী সরাপ এত তেজস্কর, তাহাও জমিয়া যায়, কিন্তু লাপলণ্ড বাসীরা তাহা গলাইবার উপায় শিখিয়াছে এবং ঐ সরাপ অত্যন্ত অধিক ব্যবহার করে, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

লাপলণ্ডে অনেক হরিণ আছে। লাপলণ্ড বাসীরা ঐ হরিণের মাংসাহার এবং তাহাদের চর্ম্ম পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে। এই সকল হরিণ দ্বারা অশ্বের কর্ম্মও চলে। তাহারা চক্রহীন শকট বরফের উপর দেয়া অতি বেগে টানিয়া লইয়া যায়। লাপলণ্ড দেশের এমন কোন ইতিহাস নাই যে তাহা পুস্তকে লেখা যায়।

নারওয়ে অতি বিস্তৃত দেশ, তাহার পশ্চিমসীমা অটলান্টিক মহাসমুদ্র এবং পূর্ব্বসীমা সুইডন। এই দেশ অতি শীতল ও অনুর্ব্বর। কিন্তু তথায় এক-জাতীয় অতি উত্তম গাভী আছে, তাহার দুগ্ধে অতি অপূর্ব্ব মাখন প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ মাখন আর কোন স্থানে হয় না।

বর্জিন নগর অতি বৃহৎ, তাহাতে বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। এই স্থানের গৃহসকল ক্ষুদ্রাকার এবং কাষ্ঠে নির্ম্মিত, তাহাতে সর্ব্বদা অগ্নি লাগিয়া অনেক ক্ষতি হয়, সুতরাং অনেক প্রহরী নিযুক্ত আছে; তাহারা মোটা লবেদায় অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দেয়, ঘন্টায় ঘন্টায় এই বলিয়া চিৎকার করে "পরমেশ্বর আমাদের এই অপূর্ব্ব নগর রক্ষা করুন।"

নারওয়েতে পূর্ব্বে যে সকল লোক বাস করিত

তাহারা অসভ্যবৎ ভ্রমণকারী নাবিক। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বোম্বেটিয়ার কর্ম্ম করিত। এই বোম্বেটিয়ার মধ্যে নড্ডী নামে এক ব্যক্তি, ৮৬০ খৃষ্টাব্দে, আইসলণ্ড দেশ প্রকাশ করে। তাহার পর নারওয়ের লোকেরা তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিল।

১০৩০ অব্দে দিনামারদিগের রাজা কানিউট নারওয়ে দেশ জয় করেন, কিন্তু তাহার ছয় বৎসর পরে এই দেশ স্বাধীন হয়, তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত তদ্দেশস্থ রাজারা তথায় রাজ্য করিতেন। অতঃপর ১৩৯৭ সালে ঐ দেশ ডেনমার্কের সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত তদন্তর্গত বলিয়া গণনীয় ছিল, তদনন্তর তাহা সুইডন ভুক্ত হয়।

ডেনমার্ক দেশ সুইডন ও জর্ম্মনী দেশের মধ্যবর্ত্তী। এই দেশ অতি চৌরস, এবং তাহার প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র। ইহার রাজধানীর নাম কোপনহেগন, তাহাতে একলক্ষ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। ডেনমার্ক ও নারওয়ে উভয় দেশে দিনামার ভাষা চলিত।

ডেনমার্ক, সুইডন, ও নারওয়ে এই তিন দেশ পূর্ব্বে স্কন্‌ডনেবিয়া নামে খ্যাত ছিল, তৎকালে ফিন ও জর্ম্মনেরা তথায় বাস করিত, তৎপরে গাথেরা এই সকল দেশ জয় করে।

ওডিন নামে গাথদিগের এক সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার অনেক আশ্চর্য্যং উপন্যাস শুনা যায়, তাঁহাকে গাথেরা জুপিটর দেবের ন্যায় পূজা করিত। উক্ত ওডিনের পুত্র স্কিওলড্ ডেনমার্কের প্রথম রাজা ছিলেন

এই কালে ডেনমার্কে যে সকল লোক বাস করিত তাহারা যুদ্ধাদি করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিত। ইউরোপের দক্ষিণদেশস্থ লোকেরা তাহাদিগকে বোম্বে-টিয়া বলিত। বস্তুতঃ ডেনমার্ক, সুইডন ও নার-ওয়ে দেশে যাহারা বাস করিত তাহাদিগকে নারমান অর্থাৎ উত্তরবাসী বলা যাইত।

৯২০ সালে দিনামারদিগের কয়েক জাতীয় লোক একত্র হইয়া এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহাদের রাজা কানিউট ১০১৬ অব্দে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের কিয়দংশ এবং ১০৩০ অব্দে নারওয়ে জয় করেন। কানিউটের পর অনেকগুলিন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের বিবরণ মনো-রম্য নহে। এইক্ষণে ফ্রেদরিক এই দেশের রাজা, তিনি ১৮৪৮ সালে রাজ্য প্রাপ্ত হন।

রুষ।

রুষ অতি বৃহদ্দেশ। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে কেবল অসভ্য লোক বাস করিত। এবং মহানুভব পিটরের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে ইহা সভ্য দেশের মধ্যে পরিগণিত ছিল না।

রুষরাজ্যের রাজাদিগের জার বলা যায়, পিটর পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান উপার্জ্জনহেতু ইউরোপের সকল স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা অভ্যাস করেন নাই, এবং প্রাচীনভাষা শিক্ষায় যত্ন করেন নাই, তিনি হলণ্ডে যাইয়া এক জাহাজের সূত্র-ধরের চেলা হইয়া কর্ম্ম করিতেন। ঐ সময়ে তিনি যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। হলণ্ডে কিছুকাল এইরূপ কর্ম্ম করিয়া তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সূত্রধ-রের কর্ম্ম ভিন্ন তিনি আর আর কারিকরী ও অস্ত্রচি-কিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশেষ যে যে কর্ম্ম শিক্ষা করিলে তাঁহার বা প্রজাগণের উপকার দর্শিবে তাহার কিছুতেই অবহেলা করেন নাই।

তিনি ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে, পরলোক গমন করিলে, কাথেরাইন নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি দুই বৎসর মাত্র রাজ্য করেন,

তাহার পর দ্বিতীয় পিটর নামে তাঁহার স্বামীর এক পৌত্র রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৭৩০ সালে, এন জোআনোনা নামা তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যা রাজরাণী হন। এনের পর মহানুভব পিটরের কন্যা এলিজেবেথ রাজ্ঞী হন। তিনি, ১৭৪০ অব্দে, সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দ্বাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তৃতীয় পিটর, ১৭৬২ অব্দে, রাজা হন। কাথেরাইন নামে তাঁহারও এক ভার্য্যা ছিল। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে উভয়ে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজত্ব করিতেন। অনন্তর কাথেরাইন পিটরকে কৌশলক্রমে রাজ্যচ্যুত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন তিনি তৎপরে তাঁহাকে বধ করান। কাথেরাইন যদিও এবম্ভূত দুষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গুণবতী ছিলেন। সেই গুণে রাজেশ্বরগণের মধ্যে তিনি অতিশয় বিখ্যাতা হইয়াছিলেন।

১৭৯৬ অব্দে যখন কাথেরাইন পরলোক গমন করেন, তখন তিনি তুর্কদিগকে তাহাদিগের রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করণের উপক্রম করিয়াছিলেন। যদি তিনি তাহা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি ভূমধ্যস্থ সমুদ্র অবধি আর্কটিক মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বরী হইতেন। কাথেরাইনের পর তৎপুত্র পাল ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হন।

পাল গর্ব্ভধারিণীর কোন গুণের অধিকারী হন নাই। তিনি অতি গম্ভির স্বভাব ছিলেন, এবং লোকের সহিত সদালাপ করিতেন না, তাহাতে সকলে তাঁহাকে মতিচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার আচরণ অসহ্য-প্রায় হওয়াতে রাজ্যের কয়েক জন প্রধান মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে বধ করেন।

১৮২৮ অব্দে মহারাজ নিকোলাস তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। তাঁহার সেন্যগণ এড্রিওনোপল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে তুর্কের বাদসাহ অপার্য্যমাণে সন্ধিবন্ধন করিলেন।

১৮৩০ অব্দে পোলেরা রুষরাজার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু রুষরাজ তাহাদিগকে দমন করিলেন। তদবধি পোলণ্ডদেশ রুষরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে।

১৮৫৪ অব্দে রুষরাজ পুনর্ব্বার তুর্কদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশ তুর্করাজের পক্ষে যোগ দেওয়াতে বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া শিবাস্তপুলে মহা ভয়ানক সংগ্রাম হয়। ইহার কিছুকাল পরে নিকোলাস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অলেগজন্দর সম্রাট হইয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রীস।

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে গ্রীসদেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লেখা গিয়াছে। তাহাতে বিদিত হইবে, খৃষ্টের জন্মের ১৪৬ বৎসর পূর্ব্বে, এই দেশ রূমরাজ্যের অধীন হইয়াছিল। তদবধি এই দেশের বিবরণ ঐ রাজ্যের বিবরণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

খৃষ্টাব্দের তিন অবধি চারি শতাব্দীর মধ্যে রূমরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক ভাগ পশ্চিম রূম ও আর এক পূর্ব্ব রূম বলিয়া খ্যাত হয়। পূর্ব্ব রূমের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল। গ্রীস এই রাজ্য সম্ভুক্ত ছিল। বস্তুতঃ ইহাকে কখন কখন গ্রীশরাজ্যও বলা যাইত।

পশ্চিম রূম যতদিন বর্ত্তমান ছিল, পূর্ব্বরূম তদপেক্ষা আরো এক সহস্র বৎসর বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই সহস্র বৎসরের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। গ্রীক সম্রাটেরা ক্ষীণমনা, কুকর্ম্মান্বিত এবং অতি নিষ্ঠুর-স্বভাব ছিলেন। তাঁহারা প্রজাগণকে নিতান্ত নীচগামী করিয়াছিলেন, এবং নানাপ্রকার ক্লেশ দিতেন। এই রাজাদের রাজত্বকালে চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য জাতীয়েরা সর্ব্বদা ঐ রাজ্য আক্রমণ এবং লুঠ করিত।

৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবেরা গ্রীক

সাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক, অতি অল্প কালের মধ্যে সীরিয়া জুড়িয়া ইজিপ্ত ও আসিয়া-মাইনর জয় করিল। তৎপরে ৬৬৯ অব্দে তাহারা কনস্তান্তিনোপল রাজধানী বেষ্টন করিয়াছিল, কিন্তু তত্রস্থ লোকেরা তাহাদিগকে নগর প্রবেশ করিতে দিল না, তদবধি কেবল কনস্তান্তিনোপল নগর ও তচ্চতুঃসীমাস্থ স্থানে গ্রীক সম্রাটদিগের প্রভুত্ব ছিল, তাহার অন্তরে তাহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না।

১০৫০ অব্দে তুর্কেরা আসিয়া মাইনর প্রথমে আক্রমণ করেন, তৎপরে ১৪৫০ অব্দে কনস্তান্তিনোপল নগর অধিকার করাতে গ্রীকরাজ্য একেবারে নিপাত হয়। গ্রীকদিগের শেষ রাজা কনস্তাস্তাইন পেলিওলোগস যুদ্ধ করিতে করিতে হত হন।

ইহার কিছুকাল পরে নিজ গ্রীস তুর্কদিগের হস্তে পড়িয়া চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগের হস্তে ছিল। তুর্কেরা গ্রীকদিগকে নিতান্ত ক্রীত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। ১৮২১ অব্দে গ্রীকেরা ঐ সকল দৌরাত্ম্য নিবারণের চেষ্টা করাতে একটা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধ বহুকাল স্থায়ী ছিল, এবং তাহাতে উভয়পক্ষে অনেক নির্দ্দয় কাণ্ড হইয়াগিয়াছে। গ্রীকেরা পূর্ব্বে অতি মান্য ছিল, এই ভাবিয়া অন্য অন্য অনেক লোক তাহাদিগের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিল, কিন্তু তুর্ক-

দিগের নিতান্ত প্রতিজ্ঞা ঐ দেশ কখন পরিত্যাগ করিবে না। গ্রীকেরাও প্রতিজ্ঞা করিল হয় তাহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে, নতুবা প্রাণ ধারণ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষ দেশস্থ লোকেরা তাহাদের সহায়তা না করিলে তাহাদিগের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

উক্ত তিন জাতীয় লোকেরা একত্র হইয়া আপনাদিগের যাবতীয় জাহাজ গ্রীসের নীচে একত্র রাখিল। সর এডওয়ার্ড কড্রিংটন নামে ইংরাজদিগের সেনাধ্যক্ষ ঐ সকল জাহাজের অধ্যক্ষ হইলেন, তিনি ১৮২৭ সালে অক্টোবর মাসে নবরিনোর খাড়িতে তুর্কদিগের দুইশত জাহাজের এক বহর আক্রমণ করিয়া অনেক জাহাজ জলমগ্ন ও অনেক জাহাজ দগ্ধ করিয়াদিলেন। তুর্কেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, গ্রীসদেশে বাস করিতে পারিল না।

কিন্তু তখন গ্রীকদিগের এমন সামর্থ্য ছিল না যে আপনার রাজকর্ম্ম চালায়, অতএব ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষ জাতীয়েরা তাহাদিগের রাজ্যশাসন জন্য এক জন রাজা মনোনীত করিয়াদিলেন। ঐ রাজার নাম ওথো তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। তিনি, ১৮২৯ অব্দে, রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

তৃতীয় ভাগ।

আসিয়ার ইতিহাস।

ভূমিকা।

আসিয়ার বিবরণ অধিক মনোহর। এইখানে পরমেশ্বর প্রথমতঃ নরজাতি সৃষ্টি করেন। তাহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীর আর আর স্থানে লোক বসতি হইয়াছে।

এইখানে প্রথমতঃ বড় বড় রাজ্য ছিল, এবং এই স্থানের রাজাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তাবদ্ধরণী কম্পান্বিতা হইয়াছিল।

যে হিন্দুরা পৃথিবীর প্রথমাবধিবর্ত্তমান, তাহারা এই মহাদ্বীপে বাস করে। যে সর্ব্বজয়ী আরবেরা আসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা জয় করে, তাহারা এই মহাদ্বীপবাসী। যে তুর্কেরা আসিয়া মাইনর, সীরিয়া, মেশোপোটেনিয়া, মিশর ও ইউরোপের অনেক স্থানে আটশত বৎসর রাজত্ব করে তাহারা আসিয়ার লোক।

এইখানে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি। যে যিশুখৃষ্টের র্ম্ম পৃথিবীর তাবৎ স্থানে প্রচলিত, তিনি এই মহাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান-ধর্ম্মের প্রণয়নকর্ত্তা

মহম্মদ আসিয়ার মনুষ্য। এই মহাদ্বীপের বিদ্যাতে সকল জাতির জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন আর আর অনেক কারণে সকল মহাদ্বীপ অপেক্ষা আসিয়া মহাদ্বীপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপের লোকেরা এইক্ষণে যেমন সভ্য আসিয়ার লোকেরা তদ্রূপ নহে।

য়িহুদী বা হিব্রু জাতির বিবরণ।

য়িহুদীরা নোআর পুত্র শ্যামের বংশীয় এব্রাহেমের সন্তান। এব্রাহেম ইউফ্রেতিশ নদীর কূলে কালডিয়া দেশে বাস করিতেন। পরে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পালেস্তাইনে গমন করেন, তথায় বহুকাল বাস করিয়া তাঁহার ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তৎপরে অতি বৃদ্ধ কালে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিল, জ্যেষ্ঠের নাম ইসমেল্ ও কনিষ্ঠের নাম আইজক। ইসমেল্ আরব জাতির আদি পুরুষ। আইজকের পুত্র যেকবের দ্বাদশ পুত্র হইয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্র হইতে য়িহুদীদিগের দ্বাদশ গোত্র বা গোষ্ঠী উৎপন্ন হয়। যেকবের আর এক নাম ইজ-রেল, তন্নিমিত্ত য়িহুদীদিগকে ইজরেলের সন্তান বলা

যায়। যেকব সকল পুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠ পুত্র যোজেফকে অধিক স্নেহ করিতেন, তাহাতে তাঁহার আর আর সহোদরেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিতেন। কোন সময়ে তাহারা গোচারণে গিয়াছিল, তাহাতে যেকব যোজেফকে তাঁহাদিগের অন্বেষণে প্রেরণ করেন। যোজেফ তাহাদিগের অন্বেষণে গমন করিলে তাহারা তাহাকে ধরিয়া একটা কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল, পরে ঐ স্থান দিয়া কতকগুলিন মহাজন গমন করিতেছিল, তাহাকে তাহাদিগের স্থানে দাস বলিয়া বিক্রয় করিল। মহাজনেরা যোজেফকে মিশর-দেশে আনিয়া পটিফর নামে মিশরদেশীয় রাজার সেনাপতির স্থানে বিক্রয় করিল। যোজেফ নানা প্রকার ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মিশরাধিপতি এক স্বপ্ন দেখিলেন কেহ তাহার ভাবার্থ করিতে পারে নাই। যোজেফ ঐ স্বপ্নার্থ করাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিপদ প্রদান করিলেন।

কিছুকাল পরে একটা দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে আহার দ্রব্যাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে যেকব শস্য ক্রয় করিবার জন্য পুত্রগণকে মিশরদেশে পাঠাইলেন। তাহারা মিশরদেশে যাইয়া যোজেফকে চিনিতে পারিল না। যোজেফ তাহাদিগকে আপনার পরিচয় দিয়া মিশরদেশে আসিয়া বাস করিতে বলিলেন।

সেই কথায় তাঁহার সহোদরেরা পালেস্তাইনে যাইয়া পিতাকে সবিশেষ সম্বাদ বলিল। যেকব সেই কথা শুনিয়া সপরিবারে মিশরে যাইয়া গোসন নামে এক স্থানে বাস করিলেন। তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে মিশর দেশীয় লোকেরা তাহাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাদিগকে খাল খনন, ইষ্টক গঠন, ও নগর নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ দিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন রাজাজ্ঞা হইল, য়িহুদীদিগের পুত্র সন্তান হইলে তাহাকে বিনাশ করিবে।

ঐ সময়ে একজন য়িহুদীর একটী পুত্রসন্তান জন্মিল, স্নেহবশতঃ তদ্গর্ভধারিণী তাহাকে তিন মাস গোপনভাবে রাখিল, তৎপরে গোপনে রাখিতে না পারিয়া এক তৃণের দোলনা করিয়া তাহাকে নীল নদীর জলে অর্পণ করিল। রাজকন্যা নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দোলনা দেখিয়া পরিচারিণী-দিগকে তাহা আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। দাসীরা তাহা আনিলে তন্মধ্যে শিশুটীকে দেখিয়া রাজকন্যার মনে দয়া জন্মিল, তাহাতে তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন, এবং জল হইতে প্রাপ্ত হেতু তাঁহার মুশা নাম রাখিলেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ—য়িহুদী জাতি।

মুসার চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, তিনি মিশরাধিপতি ফরোআর স্থানে যাইয়া য়িহুদীদিগের মুক্তিবাঞ্ছা করিলেন। কিন্তু ফরোআ তাহাদিগকে স্বদেশ গমন করিতে দিলেন না, তাহাতে পরমেশ্বরের কোপে মিশরদেশে মহামারী উপস্থিত হইল। ঐ মহামারীতে অনেক লোক মরিতে লাগিল, তথাপি ফরোআর জ্ঞানোদয় হইল না। অতঃপর মিশর দেশে যত প্রথমজ সন্তান ছিল, এক রাত্রের মধ্যে সকলে মরিল, ইহাতে মিশরবাসীরা মহা ভীত হইয়া য়িহুদীদিগকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিল। য়িহুদীরা মুক্ত হইয়া রক্তসমুদ্রাভিমুখে গমন করিল। ফরোআর মনে২ দুঃখ হইল, কেন তাহাদিগকে গমন করিতে দিলাম। অতএব অশ্ব রথ ও সেনা লইয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। য়িহুদীরা, পশ্চাৎ শত্রু এবং সম্মুখে সমুদ্র দেখিয়া আথান্তরে পড়িল। এই বিপদে মুসা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। পরমেশ্বর তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি সমুদ্রকূলে যাইয়া হস্তের যষ্টি উত্তোলন করিবে। এই আজ্ঞায় মুসা সমুদ্রতটে যাইয়া হস্তের যষ্টি উত্তোলন করিলেন, তাহাতে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া দিব্য পথ

হইল। ঐ পথ দিয়া য়িহুদীরা অনায়াসে গমন করিল। মিশরবাসীরা ইহা দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু য়িহুদীরা পরপারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র সমুদ্র পুনর্ব্বার জলপূর্ণ হইল, তাহাতে ফরোআ ও তাহার সকল সেনা জলমগ্ন হইল।

য়িহুদীরা সমুদ্র পার হইয়া আরবস্থান প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর ভ্রমণ করিল। ইতিমধ্যে মুসা স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন।

মুসা পরলোক গমন করিলে পর, যশুআ তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। যশুআ অতি বীর ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে য়িহুদীরা পালেস্তাইন জয় করিল, এবং তদ্দেশীয় লোক সকলকে নির্ব্বংশ করিয়া আপনারা ঐ দেশ বিভাগ করিয়া লইল।

যশুআর মৃত্যুর পর তাহারা তিন শত পঞ্চাশ বৎসর কর্ত্তাহীন হইয়া ফিলিস্তাইন নামে সমুদ্রতটস্থ এক জাতীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। এই যুদ্ধে তাহারা প্রায় জয়লাভ করিতে না পারিয়া, বিবেচনা করিল রাজা না থাকিলে কোন বিষয়ের কুশল নাই। অতএব সামুএল নামে তাহাদিগের পুরোহিতের শরণাগত হইল। পুরোহিত সাল নামে এক যুবাকে রাজ্যভার দিলেন। তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সাল অতি সাহসী ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, তিনি রাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া, অনেককে পরাজয় করিলেন। কিন্তু ফিনিস্তা-ইনদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া আপনি পরাস্ত হইলেন, এবং শত্রুহস্তে পড়িয়া পাছে ক্লেশ পাইতে হয় এই আশঙ্কায় আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সালের মৃত্যুর পর দাউদ য়িহুদীদিগের রাজা হন। তিনি যুবকালাবধি যুদ্ধপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি মেষচারণে যাইয়া একটা সিংহ ও একটা বরাহ বধ করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি গলিয়াথ নামে এক-টা ফিনিস্তাইন রাক্ষস বধ করেন।—সাল দাউদের বিক্রম দেখিয়া তাঁহাকে সেনাপতি-কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। দাউদ সেনাপতি হইয়া ফিনিস্তাইনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হন। তখন সাল তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে বাঞ্ছা করেন। দাউদ প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হন। সাল পরলোক গমন করিলে পর, দ্বাদশ-গোষ্ঠী-য়িহুদীর মধ্যে দুই গোষ্ঠী দাউদকে রাজ্যাভিষিক্ত করে, আর দশগোষ্ঠী সালের পুত্র ইশবশেমের আজ্ঞাধীন হয়। ইহাতে পরস্পর সংগ্রামারম্ভ হয়। কয়েক বৎসর পরে ইশবশেমের পক্ষীয় য়িহুদীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে দাউদ একেশ্বর হইয়া রাজ্য করেন।

দাউদ রাজা হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেশ জয় করিলেন, তাহাতে সিরীয়া অবধি ইউফ্রেতিশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হইল। তাঁহার বৃদ্ধদশায় এবশালম নামে তাঁহার পুত্র তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দেন, কিন্তু অবশেষে তিনি পরাজিত ও হত হন।

দাউদ চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর নরলীলা সম্বরণ করিলে, সলোমান নামে তাঁহার আর এক পুত্র রাজা হইলেন। সলোমান অতি জ্ঞানবান ছিলেন তত্তুল্য জ্ঞানী তৎকালে আর ছিল না, তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং প্রহেলিকার এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

তাঁহার রাজত্বকালে জারুশালমের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐ মন্দির প্রস্তুত করিতে সাত বৎসর লাগে, এবং তৎকালে তাহা অতি অপূর্ব্ব বলিয়া গণনীয় হইয়াছিল। যে দিবস ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিবস বিংশতি সহস্র বৃষ এবং এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ বলি হয়।

সলোমান বৃদ্ধাবস্থায় প্রকৃত পরমেশ্বরকে ভুলিয়া প্রতিমা-পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতে পরমেশ্বর কুপিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন, তোমার গোষ্ঠীর মধ্যে রাজ্য থাকিবে না, দ্বাদশগোষ্ঠী-য়িহুদীর মধ্যে কেবল দুই গোষ্ঠী তোমার সন্তানকে মান্য করিবে।

সলোমান চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর রিহোযুথ নামে তাঁহার পুত্র রাজা হইলেন। তাঁহার রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পরে দ্বাদশ গোষ্ঠী য়িহুদীর মধ্যে দশ গোষ্ঠী তাঁহার বিপক্ষ হইয়া জেরোভূম নামে আর এক জনকে রাজা করিল। ইহাতে দুই রাজধানী হইল। এক রাজধানীর নাম ইজরেলের রাজধানী, অপর রাজধানীর নাম যুড়া। এই প্রকারে সাল অবধি রিহোযুথ পর্য্যন্ত হিব্রুরাজ্য ১২০ বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ৯৭১ অবধি ১০৯১ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

তৃতীয় প্রকরণ।—য়িহুদী জাতি।

উক্ত দুই হিব্রুরাজ্যের মধ্যে ইজরেলদিগের রাজ্য বৃহৎ ছিল বটে, কিন্তু তাহা কেবল দুই শত পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী থাকে। এই রাজ্যের রাজারা অতি দুষ্টস্বভাব এবং পৌত্তলিক ছিলেন। প্রজারাও রাজাদিগের দেখাদেখি ভ্রষ্ট পথ আশ্রয় করিল, তাহাতে পরমেশ্বর কুপিত হইলেন। সুতরাং আশীরিয়ার রাজা শালমানস্তর ঐ দেশ জয় করিয়া দ্বাদশ গোষ্ঠী য়িহুদীদিগকে বন্দীবেশে লইয়া গেলেন।

যুড়া রাজধানী খৃষ্টাব্দের ৫৮৪ বৎসর অর্থাৎ ইজ-

রেল রাজ্যের পতনের ১৩৫ বৎসর পর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এই রাজ্যে যে সকল রাজা হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে অতি সত্য ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন, তাহাতে পরমেশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ছিলেন—আশীরিয়া ও মিশর দেশীয় রাজা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। পরে যখন তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন তখন পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি বক্র হইলেন। অতএব খৃষ্টাব্দের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বেবীলন দেশের রাজা নবকাদনেশ্বর য়ুড়া দেশ আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ রাজা যিহোএকিমকে করদ করিলেন। তদবধি অষ্টাদশ বৎসর এই দেশের রাজারা বেবীলনের রাজাকে করদান করিলেন। খৃষ্টাব্দের ৫৮৬ বৎসর পূর্ব্বে জেদেকিয়া নামে য়িহুদীদিগের শেষ রাজা নবকাদনেশ্বরের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহাতে নবকাদনেশ্বর জারুশালম আক্রমণ পূর্ব্বক, ৫৮৪ অব্দে, এই দেশ অধিকার করিয়া সলোমানের নির্ম্মিত দেব-মন্দির নষ্ট করিলেন। এবং তদ্দেশীয় অনেক লোককে ইউফ্রেতিশ পারে লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর সত্তর বৎসর অবধি য়িহুদীরা বেবীলনের রাজার বন্দীস্বরূপ থাকিল। তাহার পর সাইরস নামে পারস রাজা বেবীলন রাজ্য ধ্বংস

করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

দরায়ুস হিস্তাস্পস রাজার রাজত্বকালে জারুবাবল কর্ত্তৃক জারুশালমের মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়, এবং আর্ত্ত জর্জ্জিসের সময় নিহিমিয়া ঐ নগরের প্রাচীর ও ফটক পুনর্ব্বার বানাইয়া দেন। পারস সাম্রাজ্যকালে য়িহুদীদিগের পুরোহিতেরা রাজ্যশাসন করিতেন।

সিকন্দর পারস রাজ্য ধ্বংস করিলে য়িহুদীরা তাঁহার বশীভূত হইল। পরে সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য বিভক্ত হইলে তাহারা টলমী নাম ধারী মিশর দেশীয় রাজাদিগের অধীন হইল।

খৃষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর সংজ্ঞায়খ্যাত আন্তিওকস, পালেস্তাইন জয় করেন, তাহাতে য়িহুদীরা সিরীয়া রাজ্যের অধীন হয়। আন্তিওকস এপিফেনিস নামে সিরীয়ার এক রাজা অতি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন। তিনি য়িহুদীদিগকে ব্রহ্মারাধনা ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার চেষ্টায় নানা প্রকার ক্লেশ দিতেন। তাহাতে মাতাফিয়স নামে য়িহুদীদিগের এক জন মান্য পুরোহিত রাজবিদ্রোহী হইয়া আপনার পঞ্চ পুত্র সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। পুরোহিতের মৃত্যুর পর তাঁহার

পুত্রেরা ঐ যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া রাজ-সেনাগণকে পরাভব করিয়া য়িহুদীদিগকে স্বাধীন করেন।

ইহার পর এক শত বৎসর য়িহুদীরা মহাবল মক্কাবি ও তদ্বংশীয় রাজাদের শাসনে ছিল, কিন্তু খৃষ্টের জন্মের ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে রোমানেরা, সিরীয়া জয় করিয়া, য়িহুদীদিগের রাজ্যশাসনে হস্তক্ষেপ করণ পূর্ব্বক, হিরডকে যুডিয়ার রাজা করিল।

চতুর্থ প্রকরণ—য়িশুখৃষ্ট।

হিরডের রাজত্বকালে য়িশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে য়িহুদীগণকেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেরিত কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া এক নূতন ধর্ম্ম সৃজন করিবেন, সেই ধর্ম্ম পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইবে। ইহাতে সকল য়িহুদী মনে করিল সেই ব্যক্তি অবশ্য যুদ্ধ-বিশারদ হইবেন, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও দিগ্বিজয়ী হইব। কিন্তু য়িশু জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন দীনবেশে থাকিলেন, কোন প্রকার জাঁকজমক দেখাইলেন না, তখন অনেকে মনে করিল তিনি ত্রাণকর্ত্তা না হইবেন। খৃষ্ট কতকগুলিন অদ্ভুত কর্ম্ম করিলেন, তাহাতে অনেকের বিশ্বাস হইল তিনি ঈশ্বর-

প্রেরিত। যাহাহউক খৃষ্ট, মুসার প্রণীত ধর্ম্মের ভ্রষ্টাচার দেখিয়া যাজকদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এজন্য যাজকবর্গ তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিয়া তাঁহার বিনাশ বাঞ্ছায় রহিল। অতঃপর য়িহুদীদিগের পোশাক পর্ব্বের দিবস য়িশুখৃষ্টের কোন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে য়িহুদী পুরোহিতদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। পুরোহিতেরা তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক পান্তিয়স পাইলেট নামক যুডিয়াতে রোমানদিগের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত করিল। পাইলেট বিচার করিয়া দেখিলেন য়িশুর কোন অপরাধ নাই, অতএব তাঁহাকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু পুরোহিতদিগের পরামর্শমত য়িহুদীরা সকলে একত্র হইয়া বলিল, তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে। পাইলেট কি করেন, সকলের সন্তোষ জন্য আজ্ঞা দিলেন তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বধ করা যায়। য়িশু মনুষ্য জাতির পরিত্রাণকর্ত্তা হইবেন বলিয়া যে ভাবি উক্তি হইয়াছিল, মনুষ্যের পাপের জন্য তাঁহার প্রাণ দণ্ড হওয়াতে সেই কথা ফলিয়াছে। কথিত আছে মৃত্যুর পর তিনি পুনর্জীবিত হইয়া শিষ্যগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারা সকল জাতিকে তৎপ্রণীত ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। ঐ আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বত্র সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, তাহাতে অত্যল্প কালের

মধ্যে সমুদায় রুম রাজ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, এবং এখন অবধি তাবৎ ইউরোপে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত।

য়িশুখৃষ্টকে নষ্ট করিয়া য়িহুদীরা অধিক দুঃখে পড়িল। রোমান শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা রাজবিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহ দমন জন্য রুমের সম্রাট বেস্পাসিয়ন অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং পালেস্তাইনে আসিয়া তাহার অনেক স্থান জয় করিলেন। এবং স্বীয় পুত্র টাইটসকে জারুশালম অধিকার জন্য রাখিয়া গেলেন। টাইটস অনেক যুদ্ধের পর ঐ স্থান অধিকার করিয়া একেবারে ধ্বংস করিলেন। কথিত আছে এই যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ য়িহুদী নিহত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর য়িহুদীরা অনেক দিবস রুমরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। তাহার পর তাহারা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকে খড়্গসাৎ ও অনেকে নির্ব্বাসিত হয়।

ইহার পর অবধি য়িহুদীরা পৃথিবীর চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং য়িহুদী নাই, পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের জন্মভূমিতে লোকমাত্র নাই, তাহা শ্মশানের ন্যায় পড়িয়া আছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহারা মুসার প্রণীত

ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে, এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাদের এমন বোধ আছে ঈশ্বর-প্রেরিত কোন লোক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।

আরব স্থান।

আরবেরা এক স্থান বাসী ছিল না, সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিত, এবং রৌদ্রের সময় আরব স্থানের সীমা-রহিত বালুকারণ্যে বস্ত্রাবাসে বাস করিত। তাহাদিগের পূর্ব্ব বিবরণ অধিক প্রকাশ নাই। মহম্মদের জন্ম হইতে তাহাদিগের বিবরণ আরম্ভ।

মহম্মদ খৃষ্টাব্দের ৫৭০ অব্দে রক্তসাগরের তটে মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উষ্ট্র চালাইয়া দিনপাত করিতেন। তৎপরে পর্ব্বতগহ্বরে বিরলে কালযাপন করিতেন, বলিতেন তপস্যাতে মনোনিবেশ করিয়াছি। এই প্রকার ১৫ বৎসর তপস্যা বা অজ্ঞাত বাসের পর, চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে, তিনি আপনাকে পৈগম্বর বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

যে সকল আরবেরা মহম্মদের মতাবলম্বী হইয়াছিল, তাহারা সরাসন বলিয়া খ্যাত। মহম্মদের মৃত্যুর পর

তাহারা সিরীয়া, যুডিয়া, আসিয়া মাইনর, পারসস্থান ও মিশর প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিল, এবং তিগ্রীশ নদীর তটে বোগদাদের রাজধানী করিল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর আলী নামে তাঁহার এক জামাতা রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। মহম্মদের বনিতা আইসা তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের প্রতিবন্ধকতাচরণ পূর্ব্বক বহু সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধকালে তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠে শিবিকাতে উপবেশন করিতেন, এক জন সেনা উষ্ট্রের রজ্জু ধরিয়া থাকিত। সুতরাং সেই সেনাই অগ্রে মারা পড়িত। কথিত আছে সত্তর জন সেনা এই প্রকার একে একে যুদ্ধে মারা যায়। সুতরাং আইসা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আলী সময় জয় করিয়া মহম্মদের বিজিত সকল স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন, কিন্তু তিনি বহুকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। তিন বৎসর পরে তিনি হত হইলেন। তাঁহার পুত্র হোসনও কিছুকাল পরে ইউফ্রেতিশ নদীর তটে কারবালার প্রান্তরে কাটা পড়িলেন।

সরাসনদিগের রাজ্য প্রায় ৬২০ বৎসর স্থায়ী ছিল। তাহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবী কম্পান্বিতা হইয়াছিল। আরবীয় রাজাদিগের মধ্যে হারুণ-অলরসীদ অতি যশস্বী ছিলেন। যে সময়ে সরলমেন

ফ্রান্স দেশে রাজত্ব করিতেন, হারুণঅলরসীদ সেই সময়ে বোগ্‌দাদের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে আরবেরা নানাপ্রকার বিদ্যানুশীলন করিত। ঐ সময়ে পৃথিবীতে যত লোক ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা তাহারা সভ্যতম হইয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত কবিতা ও সঙ্গীত প্রিয় ছিল, এবং গ্রীক ভাষায় অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিল, তাহাতে গ্রীকদিগের বিদ্যা একেবারে লোপ হইতে পারে নাই।

কিন্তু ক্রমে আরব রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। যে সকল লোকেরা দূর দেশের শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ-প্রতিকূলাচারী হইয়া সকল রাজ্য অধিকার করিলেন। বোগ্‌দাদ নগরের সীমান্তে সম্রাটদিগের আধিপত্য রহিল না। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ও অন্য বিদ্যাতেও লোকের অনাদর ও তাচ্ছীল্য জন্মিল। ইহাতেই আরবেরা এইক্ষণে ধনহীন ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে।

আরবদিগের শেষ সম্রাটের নাম মস্তাসেন। তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন, প্রজাদিগকে দেখা দিতেন না, বলিতেন তাহারা আমার মুখাবলোকনের যোগ্য পাত্র নহে। অতএব যখন সভায় আসিতেন তখন সুবর্ণ জালে মুখাচ্ছাদন করিয়া থাকিতেন। যদি কখন অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেন

তখনও তাঁহার মুখ সেই প্রকার আবৃত থাকিত; তাঁহার মুখাবলোকন জন্য সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িত। এই কথা সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র হইল। তাহা শুনিয়া হলাকু নামে তাতার দেশীয় এক প্রধান বোগ্দাদ নগর আক্রমণ করিল। পরে ঐ নগর অধিকার করিয়া মস্তাসেনের স্বর্ণ অবগুণ্ঠিকা মোচন করাইয়া তাঁহাকে একটা কূপাতে বদ্ধ করিলেন, এবং কূপাতে রজ্জু বন্ধন করিয়া অশ্বে সংযোজিত করিয়া দিলেন, অশ্ব কূপা শুদ্ধ তাঁহাকে রাজপথ দিয়া বেগে লইয়া চলিল। রাজা ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া মরিলেন। তিনি যেমন অহঙ্কার করিতেন তেমনি প্রতিফল হইল। তাঁহার মৃত্যুতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে (তথা হিজরী ৬৫৬) অব্দে সরাসন সাম্রাজ্য একেবারে লোপ হইল।

তুর্ক।

তুর্কেরাও আরবদিগের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, এবং বস্ত্রাবাসে বাস করিয়া গোমেষের দুগ্ধ ও মাংসে প্রাণ ধারণ করিত। তাহাদিগের আদি নিবাস তুর্কস্থান, ইহাকে এইক্ষণে স্বাধীন তাতার বলা যায়। তুর্কেরা আরবীয় সম্রাটদিগের যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত

হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যে পারস-স্থান জয় করে। তাহার পর ক্রমশঃ তাহাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই প্রকারে আরব সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর তুর্করাজ্য প্রবল হয়। গজনীতে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। তুর্ক জাতীয় যত রাজা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মহম্মদ গজনবী এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

আল্প আর্সলান নামে আর এক তুর্ক রাজা ১০৬৩ অব্দে, রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মলক সাহের রাজত্ব-কালে ১০৯২ অব্দে, তুর্ক রাজ্য চারি অংশে বিভাজিত হয়। ইহার এক অংশের নাম রোয়ম, আসিয়ামাইনর তদন্তর্গত ছিল।

নব্য তুর্করাজ্য অটমান বা উসমান কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, সেই নাম হইতে তুর্কদিগকে কখন কখন উসমা-নিয়া বলা গিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের রাজ্যকে অটমান রাজ্য বলা যায়। উসমানের পরে যাঁহারা রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অতি দক্ষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন, এবং প্রায় সমুদায় গ্রীকরাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

বাজাজীৎ নামে তাহাদিগের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি, ১৩৮৯ অব্দে, রাজ্যারম্ভ করিয়া অনেক স্থান জয় করেন, তজ্জন্য তুর্কেরা তাঁহার বজ্রবাহু উপনাম দিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি কনস্তান্তিনোপল আক্রমণার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তৈমুরলঙ্গের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া তিনি পরাজিত হন। এই যুদ্ধে তিন লক্ষ মহাপ্রাণী হত হয়। কথিত আছে তৈমুরলঙ্গ বাজাজীৎকে রণবন্দী করিয়া একটা লৌহ-পিঞ্জরে রাখিয়াছিলেন, এবং যেখানে যাইতেন সেইখানে তাঁহাকে পিঞ্জর শুদ্ধ লইয়া যাইতেন।

বাজাজীতের এই দুর্দ্দশার জন্য তুর্কেরা বহুকাল রোমানদিগের পূর্ব্ব রাজ্য জয় করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু ১৪৫৩ অব্দে মহম্মদ লোকান্তর গমন করিলে, তাহারা কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিল।

অনেকানেক তুর্ক রাজাদিগের রাজত্বকালে নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম ও রক্তস্রাব হইয়াছিল। সলীম বাদশাহ ১৫১২ অব্দে রাজ্যারম্ভ করিয়া মিশর দেশ জয় করেন। তখন মিশর দেশীয় সেনাগণকে মামলুক বলা যাইত। মিশরদেশ জয়ের পর, সলীম শাহ নীল নদীর তটে কেরো নগরের দ্বার সান্নিধ্যে একখান উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আজ্ঞা দিলেন, মামলুকদিগের মস্তক

ছেদন করিয়া তাহাদের শব নদীর জলে ভাসাইয়া দাও।

সলীমান নামে সলীমের পুত্র সকল সম্রাট অপেক্ষা বীর ছিলেন, তিনি ১৫২০ অব্দে রাজা হইয়া, ১৫২২ অব্দে, সেন্টজানের যোদ্ধৃকুলীনদিগকে পরাজয় করিয়া রোড অধিকার করেন। তৎপরে ১৫২৯ অব্দে দুই-লক্ষ সেনা সহকারে হঙ্গরী জয় করিয়া বায়েনা বেষ্টন করেন। কিন্তু ত্রিশ দিবস বেষ্টনের পর তন্নগরস্থ লোকেরা তাঁহাকে দূরীভূত করে, তাহাতে তিনি বায়েনা অধিকার করিতে পারেন না।

সলীমানের রাজত্বের পর অবধি অটমান রাজ্য নিতান্ত হীনবল হইয়াছে, এইক্ষণে ঐ রাজ্যের অবস্থা বড় ভাল নহে। রুষেরা পুনঃ পুনঃ তুর্কদিগকে পরাজয় করিয়া ইউরোপখণ্ডে তুর্ক দেশের অধিকাংশ জয় করিয়াছে। এবং গ্রীশদেশীয়েরা তুর্কদিগের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়াছে।

১৮০৮ অব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ রাজা হইয়া ছিলেন। তিনি জ্ঞানবান্ ছিলেন, এবং ইউরোপের উত্তম উত্তম রীতি ইত্যাদি আপন রাজ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র আব্দুল মজীদ রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পারস রাজ্য।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখা গিয়াছে, খৃষ্টাব্দের ৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে সিকন্দর সাহ পারস রাজ্য জয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে, পারস দেশ সিলুকশের অংশে পড়িয়াছিল। তাহার পর ঐ রাজ্য ৮০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল স্থায়ী থাকে।

এইক্ষণে যেস্থানকে তুর্কস্থান বলা যায়, পার্থিয়ান নামে এক জাতি পূর্ব্বে তথায় বাস করিত। তাহারা সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে অতি তৎপর ছিল। খৃষ্টাব্দের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে আসে´সিস্ নামে তজ্জাতীয় এক প্রধান পারস রাজ্য আক্রমণ করেন। তৎপরে তাঁহার বংশীয়েরা ঐ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া চারিশত আশি বৎসর রাজ্য ভোগ করে।

তদনন্তর খৃষ্টের জন্মের ২৩০ বৎসর পরে আদেশর বা আর্ত্তজর্ক্সিস নামে এক জন ধনবন্ত পারসী রাজ-প্রতিকূলাচারী হইয়া পার্থিয়ান জাতীয় শেষ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত করিয়া সসানিদি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র সাহপর গার্জিয়ান নামে রোমান সম্রাটকে পরাজয় করিয়া রণবন্দী

করেন। কিন্তু নৌসেরওয়া নামে এই বংশীয় এক রাজা অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি ৫৩১ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। তিনি জ্ঞানবান এবং অতি সদ্বিচারক ও পরোপকারী ছিলেন। পারসদেশীয় লোকেরা অদ্যাপি তাঁহার গৌরব করিয়া থাকে।

নৌসেরওয়াঁর রাজত্বের পর পারসরাজ্য ক্রমে হ্রাস দশা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর ৬০২ অব্দে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবেরা এই রাজ্য আক্রমণ করাতে, মাহাবন্দ স্থানে একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে পারসরাজ পরাজিত হন এবং তাঁহার এক লক্ষ সেনা নষ্ট হয়।

তদবধি পারস রাজ্য আরবীয় সম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া ছয় শত বৎসর তাহাদিগের করস্থ ছিল। তাহার পর তাহা তুর্কস্থানের অধীন হয়। তুর্করাজ্যের হ্রাসাবস্থায় হলাকু নামে তাতার দেশীয় খ্যাত্যাপন্ন জঙ্গিস খাঁয়ের পৌত্র পারস দেশ জয় করিয়া বোগদাদ অধিকার করেন। তাহার কিছুকাল পরে তৈমুরলঙ্গ নামে আর এক মহা যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেবল যুদ্ধ ও নরহত্যায় কালযাপন করিয়া ছিলেন। রণ জয় হইলেই তিনি সেনাগণকে আজ্ঞা দিতেন, দেশের সমস্ত প্রজাকে সংহার করিয়া নরমুণ্ডের ঢেরি করণ পারস ও তুর্ক রাজ্য জয় করণানন্তর তিনি

ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার বৃহদ্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পরে ইসমেলসফী নামে এক ব্যক্তি পারস স্থানে আর এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। সফী অতি সাহসী ও সামর্থ্যবান পুরুষ ছিলেন, তিনি ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তর গমন করেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে শাহ আব্বাস নামে এক জন অতি খ্যাত্যাপন্ন রাজা ছিলেন। তিনি ১৫৮৯ অব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকবার জয়ী হন। ইহা ভিন্ন তিনি পর্ত্তুগিসদিগকে আরমজ দ্বীপ হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক ঐ দ্বীপ আপনি অধিকার করেন।

১৭৩০ অব্দে কুলীখাঁ পারস সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নাদেরসাহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন তিনি যেমন জয়াভিলাষী তেমনি দুরাশয় ও দুর্বৃত্ত এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তিনি অনেক অত্যাচার করেন, ঐ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকে পথেই সংহার করে। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। নাদের সাহের মৃত্যুর পর পারসদেশে

অনেক যুদ্ধ ও রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যিনি পারসরাজ্যের অধিপতি, তিনি পূর্ব্বগামী অনেক রাজা অপেক্ষা উত্তম।

জর্কসেসের রাজত্বকালে পারসরাজ্য যেমন বৃহৎ ছিল তাহার তুলনায় এইক্ষণকার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র। পর্সিপোলিস নামে প্রাচীন রাজধানী একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইস্পাহান ও তেহরান নামে দুই নগর নব্যের মধ্যে গণনীয়। রাজা প্রায় তেহরানে বাস করেন।

ভারতবর্ষ।

প্রথম প্রকরণ,—প্রাচীন ইতিহাস।

হিন্দু গ্রন্থে লিখে, ভারতবর্ষ মনুষ্যের আদিম বাস-স্থান। এই স্থানে মনুষ্য প্রথম সৃষ্ট হইয়া আর আর দেশে ক্রমে বিস্তার হয়। ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা লিখেন জলপ্লাবনের অনতিকাল বিলম্বে উত্তর পশ্চিম হইতে কতকগুলিন লোক আসিয়া প্রথমে এই দেশে বাস করে। তাহা-রাই হিন্দুজাতি। এস্থলে একথার তর্ক করা অনা-বশ্যক। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ তাহা এক প্রকার নির্ণীত হইয়াছে।

এই দেশে চারি বর্ণের মনুষ্য বাস করিত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা যজন যাজন ও অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়েরা রাজশাসন, বৈশ্যেরা পশুপালন এবং শূদ্রেরা সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন।

ভারতবর্ষে যত হিন্দুরাজ্য ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা অযোধ্যা প্রাচীন। ইক্ষ্বাকু এই রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন, তাঁহাহইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি। তৎপরে প্রয়াগ আর এক রাজধানী হয়, তত্রস্থ রাজারা চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে দশরথের পুত্র রাম-অতি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। কথিত আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, সেই জন্য তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক, লঙ্কাতে যাইয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই বিবরণ রামায়ণ গ্রন্থে বিস্তা-রিত রূপে লিখিত আছে।

চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষের নাম বুধ। যযাতি রাজা তাঁহার প্রপৌত্র। যযাতির পাঁচ পুত্র ছিলেন, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। যদু হইতে যদুকুলের সৃষ্টি, তদ্বংশীয়েরা নর্ম্মদা অঞ্চলে বসতি করিয়া ছিলেন। তুর্ব্বসু ও দ্রুহ্যু ম্লেচ্ছ দেশে গমন করেন। অনুর বংশীয়েরা পঞ্জাবাদি পশ্চিম-উত্তর

খণ্ডে রাজ্য স্থাপন করেন। পুরুর সন্তানেরা হস্তিনাতে রাজত্ব করিতেন।

এই বংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ইহাঁরা কুরু পাণ্ডব নামে খ্যাত। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহাতে দুর্যোধনাদি কুরুবংশীয়েরা মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে দ্যূত ক্রীড়াতে প্রবর্ত্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হারিয়া ত্রয়োদশ বৎসর বন প্রবাস করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধনের স্থানে রাজ্য যাচ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন না, সুতরাং ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়বংশীয় সকল রাজা নিযুক্ত হইলেন। অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইল। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রণজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত, এবং তদ্বিবরণ মহাভারতে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

যুদ্ধ জয়ের পর যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতা ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন, তথা হইতে আর ফিরিলেন না। কথিত আছে তিনি সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ—প্রাচীন ইতিহাস।

তদবধি হস্তিনার রাজাদিগের তাদৃক ক্ষমতা ছিল না। মগধ রাজ্য ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। এক্ষণে যাহাকে বেহার বলা যায়, পূর্ব্বে তাহাকে মগধ বলা যাইত। পাটলিপুত্র এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। সম্প্রতি যে স্থানে পাটনা জিলা, ঐ নগর তন্নিকটে ছিল ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। বহুকালাবধি এই স্থানে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজ্য করিতেন।

ইংরাজী গ্রন্থকারেরা লিখেন, খৃষ্টাব্দের ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম হইতে আর এক জাতীয় মনুষ্য হিন্দুস্থান জয় করিয়া মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা নাগবংশীয় এবং তাহাদিগের রাজার নাম শেষনাগ। এ কথার মূল এই বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় অজাত-শত্রু রাজার রাজত্বকালে শাক্যসিংহ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। অজাত-শত্রুর পর আর চারি জন চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর নন্দ নামে এক রাজা হন, তিনি শূদ্রাণীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে তৎকালে নাগ বা তক্ষক বলা যাইত, অতএব নন্দকে নাগবংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছে।

নন্দরাজার রাজত্বকালে মহাবীর সিকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সিন্ধুর সান্নিধ্যের কএক দেশ অধিকার করেন।

নন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার অষ্ট পুত্র একত্রে রাজত্ব করেন। এই অষ্ট পুত্র ব্যতীত নন্দের আর এক শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ছিল, তাহার নাম চন্দ্রগুপ্ত, তিনি চাণক্য নামক মন্ত্রির সহায়তায় অষ্ট ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করেন।

সিকন্দরের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সিলুকস্ তাঁহার রাজ্য প্রাপ্ত হন, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিয়া সিন্ধু-পারে সিকন্দরের বিজিত হিন্দুরাজ্য পুনরধিকার করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর যাঁহারা রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি জ্ঞানবান ছিলেন, এবং সম্প্রতিকার রাজাদিগের ন্যায় পথ ঘাটাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগ করিতেন, সুতরাং তৎকালে সংস্কৃতভাষার উত্তমালোচনা হইত।

এই রাজাদিগের রাজত্বকালে ক্ষত্রিয়েরা নিতান্ত হীনবল হইয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদার হানি করিয়াছিল। অতএব বিশ্বামিত্র মুনি বৌদ্ধ বিনাশ এবং ক্ষত্রিয়ের

পুনরুদ্ভাবন কল্পনা করিয়া এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রমার চালুক পরিহার ও চালুমান নামে চারি বীর উদ্ভব হইল। ইহাদিগকে অগ্নিকুল বলিয়া বর্ণন করা গিয়াছে। ইহাদিগের সহায়তায় ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তাহারা ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে না পারিয়া চীন বর্ম্মা লঙ্কা প্রভৃতি নানাস্থানে গমন করিল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া আপনাদিগের কুলমর্য্যাদায় পূর্ব্বহইতে আরো দৃঢ়ীভূত হইলেন।

অগ্নিকুলদিগের মধ্যে প্রমারবংশীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহাঁরা উজ্জয়িনী নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া নর্ম্মদার দক্ষিণ অবধি তাবৎ পশ্চিম ও মধ্য দেশে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রমারবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিক্রমাদিত্য অতি যশস্বী। তিনি খৃষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যারম্ভ করেন। তিনি যেমন যোদ্ধা তেমনি বোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে গুণিলোকের অত্যন্ত গৌরব ছিল। তিনি দেশ দেশান্তর হইতে উত্তম উত্তম পণ্ডিত আনিয়া রাজসভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার সভাতে থাকিতেন। অতি বৃদ্ধ হইলে শালিবাহন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বধ করিলেন।

যে সময়ে প্রমারবংশীয় রাজারা উজ্জয়িনী নগরে রাজত্ব করেন, সেই সময় অন্ধ্রগোষ্ঠীয় রাজারা মগধে রাজত্ব করিতেন। শূদ্রক তাঁহাদের আদি পুরুষ, তিনি কর্ণদেব বা মহাকর্ণ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যে ছয় জন রাজা হন, তাঁহারাও কর্ণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইহাঁদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন।

প্রমার ও অন্ধ্রগোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজ্যাবসানের পর ভারতবর্ষে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয়। কেন না তখন মুসলমানেরা এই দেশ আক্রমণ করিলে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করে এমন মনুষ্য ছিল না। সুতরাং তাহারা অনায়াসে এই দেশ অধিকার করিল।

তৃতীয় প্রকরণ। মুসলমানদিগের রাজত্ব।

ইতিপূর্ব্বে আরব ও তুর্ক সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত লেখা গিয়াছে। ঐ জাতীয়েরা মধ্যে২ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত, পরে ওয়লীদ নামে আরবদেশীয় রাজার রাজত্বকালে, ৭০৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সেনাপতিরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমারোহপূর্ব্বক এই রাজ্যে আসিয়া সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত গমন

করিল। তদনন্তর তাহারা তিন শত বৎসর অন্যান্য দেশে যুদ্ধে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতবর্ষে আসিতে পারে নাই। অনন্তর গজনীর অধিপতি সবক্তগীর পুত্র মহম্মদ, ১০০১ অবধি ১০২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশবার এই দেশে আগমন করিয়া, ত্রাণেশ্বর মিরট মথুরা কান্যকুব্জ প্রভৃতি অনেক স্থান লুঠ করেন। শেষ যাত্রায় তিনি সোমনাথের মন্দির লক্ষ্য করিয়া গুজরাটে গমন করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে যত তীর্থ স্থান ছিল, সোমনাথের তুল্য আর ধনাঢ্য স্থান ছিলনা। অতি ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি ঐ স্থান জয় করিয়া সোমনাথের মূর্ত্তি নষ্ট করিলেন।

১১৮৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গোরী নামে আর এক জন বিখ্যাত মুসলমান যোদ্ধা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ সময়ে পৃথ্বীরাজ দিল্লীর রাজা ছিলেন। প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে আপনি পরাজিত ও রণবন্দী হইলেন। এই সংগ্রাম জয়ের পর মহম্মদ কান্যকুব্জে গমন করিয়া রাজা জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে বারাণস লুঠ করিলেন। পর বৎসর তাঁহার সেনাপতি কুতবুদ্দীন গুজরাট জয় করিলেন। এই প্রকারে ভারতবর্ষের অনেক স্থান মুসলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর কুতবুদ্দীন দিল্লীতে রাজধানী

করিলেন। অতএব মুসলমানদিগের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম রাজা। তিনি রাজ্যারম্ভ করিয়া ১১৯৯ অব্দে, বক্তার খিলজী নামে এক মুসলমানকে বেহারে পাঠাইলেন। বক্তার খিলজী বেহার জয় করিলেন। তৎপরে বঙ্গদেশ লইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বৈদ্যগোষ্ঠীয় লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার রাজপাঠ ছিল। বক্তার খিলজী নবদ্বীপ প্রবেশ করিবামাত্র লক্ষ্মণসেন তরী আরোহণ করিয়া পুরুষোত্তমে পলায়ন করিলেন। তাহাতে মুসলমানেরা বঙ্গদেশ অধিকার করিল।

কুতবুদ্দীনের পর যে সকল মুসলমান রাজা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে আলতমাস ও বালীন অতি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। আলতমাস গোয়ালিয়র ও উজ্জয়িনী জয় করেন। এবং শেষোক্ত স্থানে বিক্রমাদিত্য-নির্ম্মিত মহাকালের মন্দির বিনাশ করেন।

বালীন রাজা অতি জ্ঞানী ছিলেন, এবং অনেকে তাঁহার বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি যোগ্য ব্যতীত অযোগ্যকে রাজ্যের প্রধান কর্ম্ম দিতেন না। তাঁহার রাজ্যকালে দিল্লীনগরে নানা প্রকার বিদ্যালোচনা হইত।

বালীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কৈকোবাদ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। কৈকোবাদ

নিরন্তর ইন্দ্রিয় সেবাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহাতে খিলজীদিগের প্রধান জলালউদ্দীন তাঁহাকে বধ করিয়া আপনি রাজ্যগ্রহণ করেন।

চতুর্থ প্রকরণ। মুসলমানদিগের রাজত্ব।

যখন জলালুদ্দীন সিংহাসন আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, অতএব তিনি অধিককাল রাজত্ব করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যেমন এক জনকে সংহার করিয়া রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন সেই প্রকার তাঁহাকে বধ করিয়া রাজ্যাধিকার করিলেন।

আলাউদ্দীন রাজা হইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ রাজ্যে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান রাজা ঐ অঞ্চলে গমন করেন নাই। তিনি তথায় যাইয়া দেবগড়ের রাজা রামদেবকে পরাস্ত করিলেন। দেবগড় জয়ের পর তিনি গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করেন।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপুতানাতে মিবারের রাজাদিগের রাজধানী চিত্তোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি প্রথমবার পরাস্ত হইলেন, বারান্তরে তিনি এমন ভাবে ঐ দুর্গ বেষ্টন করিলেন যে রাজপুতদিগের

কোন দিক দিয়া পলায়নের পথ রহিল না। তাহাতে তাহারা এক বৃহচ্চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দান করিল। সম্ভ্রান্ত রাজপূতদিগের স্ত্রী কন্যা সকলে ঐ জ্বলন্ত চিতায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদনন্তর তাহাদিগের রাজা বীরপুরুষদিগকে লইয়া মুসলমানদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপূতেরা অনেক মুসলমান বিনাশ করিল, কিন্তু অবশেষে আপনারা মরিল।

তদনন্তর আলাউদ্দীন দক্ষিণভারতবর্ষ জয়ের প্রতিজ্ঞায় মলক্‌কাফর নামক তাঁহার সেনাপতিকে সুসজ্জিত করিয়া প্রেরণ করিলেন। মলক্‌কাফর দক্ষিণে গমন করিয়া কার্ণাটিক রাজার রাজ্য লুঠ করিয়া অনেক অর্থ লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

আলাউদ্দীনের পরলোক গমনের পর মোবারক নামে তাঁহার পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মলকখসরু নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে বধ করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইলেন।

তৎপরে তোগলক নামে মুলতানের শাসনকর্ত্তা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি তোগলক-গোষ্ঠীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ অতি নিষ্ঠুর ও বাতুলপ্রায় ছিলেন। তিনি রাজ্য বৃদ্ধির বৃথা আকাঙ্ক্ষায় আপন রাজ্যের বলক্ষয় করি-

লেন। তাহাতে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণরাজ্যের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে অমান্য করিয়া আপনারা স্বাধীন হইল, কিছুকাল পরে মারওয়ারের রাজারাও তৎপথাবলম্বী হইল।

মহম্মদের পর ফিরোজ তোগলক রাজা হন। তিনি ন্যায়-পরায়ণ এবং পরোপকারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৪০ মসজীদ, ৩০ মদ্রসা, ২০ রাজপ্রাসাদ, ১০০ পথিকপান্থ, ২০০ নগর, ১০০ স্নানাগার, এবং আর২ অনেক সাধারণের ব্যবহারের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ফিরোজের মৃত্যুর পর অনেকে রাজ্যাভিলাষী হইলেন, সুতরাং অনেক যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিল। যেখানে যিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেইখানে তিনি কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। সুতরাং দিল্লীর রাজার কেবল ঐ নগরটী মাত্র রহিল, আর সকল দেশ হস্তান্তরিত হইল।

ভারতবর্ষে এই সকল গোলযোগ আরম্ভ হইলে তৈমুরলঙ্গ তাহা জয় করিবার মানসে, ১৩৯৮ অব্দে, সিন্ধু পার হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে দিল্লীশ্বর নগর হইতে পলায়ন করিলেন। তৈমুরলঙ্গ অবাধায় দিল্লী অধিকার করিয়া সেনাগণকে নগর লুঠ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাগণ সাত দিন

নগর লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিল। নগর প্রায় মনুষ্য-শূন্য হইল। তদনন্তর তৈমুরলঙ্গ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনের পর ভারতবর্ষে গোল-যোগ উপস্থিত হইল। কে রাজা কে প্রজা তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিতে লাগিল।

পঞ্চম প্রকরণ। মুসলমানদিগের রাজত্ব।

তৈমুরলঙ্গের প্রত্যাগমনের পর সৈয়দ গোষ্ঠীয় রাজারা দিল্লীতে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নগরের মধ্যেই তাঁহারা কর্ম্ম কার্য্য করিতেন, নগরের বাহিরে তাঁহাদের আধিপত্য ছিল না। এই রাজারা ১৪১৪ অবধি ১৪৫০ অব্দ পর্য্যন্ত কেবল ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর বিলোলী লোদী নামে এক পাঠান, ১৪৫০ অব্দে, রাজ-বিদ্রোহাচরণ করিয়া দিল্লীর রাজা হন। তদ্বংশীয় তিন জন রাজা সর্ব্ব-শুদ্ধ ৭৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে বিলোলী লোদী ও তদুত্তরাধিকারী সিকন্দর লোদী ক্ষমতাবান্ ও যুদ্ধপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকস্থ রাজা-দের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া অনেক দেশ পুনরু-দ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীরাজ্য পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই।

এব্রাহেম লোদী নামে এই বংশীয় তৃতীয় রাজা অতিশয় অহঙ্কারী ছিলেন, এবং মান্য লোকের অপমান ও নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। এই জন্য তিনি সকলের অপ্রিয় হইলেন, এবং চারি দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

অতঃপর, ১৫২৬ অব্দে মোগলবংশোদ্ভব বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক এব্রাহেম লোদীকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনি মোগলবংশীয় রাজাদিগের আদিপুরুষ।

ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে মালব বঙ্গদেশ ও দক্ষিণরাজ্যের শাসন কর্ত্তারা বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, মোগলবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যারম্ভ অবধি এই সকল রাজ্য বর্ত্তমান ছিল।

এইসকল রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ রাজ্য প্রধান। হোসন নামে এক মুসলমান এই দেশের প্রথম রাজা হন। তিনি এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন, অতএব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের সম্মান জন্য ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করেন, তাহাতে ঐ রাজ্যকে ব্রাহ্মণরাজ্য বলা যায়।

ঐ সময়ে দক্ষিণ প্রদেশে বিজয়নগর ও তৈলঙ্গ নামে আর দুই হিন্দু রাজ্য ছিল। তত্রস্থ রাজা

দিগের সহিত ব্রাহ্মণরাজ্যের মুসলমান রাজা-দিগের সতত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইত। অতঃপর অহম্মদ সাহ নামে ব্রাহ্মণ দেশীয় এক রাজা, ১৪২২ অব্দে, বিজয়নগরের রাজাকে পরাজয় করিয়া তন্নগরস্থ সমস্ত প্রজাকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিংশতি সহস্র লোক বধ হইলে তিনি এক এক স্থানে তিন তিন দিবস শিবির সন্নিবেশ করিয়া মহা মহোৎসব করিতেন। এই প্রকার সমস্ত প্রজা বিনাশ করিয়া তিনি বিজয়নগর একেবারে উচ্ছিন্ন করিলেন।

তৎপরে, ১৪৬৩ অব্দে, মহম্মদ সাহ নামে এক রাজা হন। মহম্মদ-গোয়ান নামে তাঁহার এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয়-বুদ্ধিবলে পূর্ব্বে উড়িষ্যা ও মসলিপাঠম অবধি পশ্চিমে কনকান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা তাঁহার প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত রাজাকে পরামর্শ দিলেন তাঁহাকে বিনাশ করুন। রাজা তাঁহাদের কথা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রাণ দণ্ড করিলেন। তাহার পর রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহাচরণ করিয়া বিজয়পুর অহম্মদ নগর, বেরার, গোলকন্দা ও বেদর নামে পাঁচটী অভিনব রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সকল রাজ্য সাহজাহান সম্রাটের রাজত্বকালে পরাজিত হয়।

ষষ্ঠ প্রকরণ —মোগলদিগের রাজত্ব।

বাবর তৈমুরলঙ্গের বংশীয়, এবং স্বাধীন তাতারের মধ্যে বোখারার রাজা ছিলেন। উজবক জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন। এব্রাহেম লোদীর রাজত্বকালে দৌলত খাঁ নামে মুলতানের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে হিন্দুস্থান আক্রমণ জন্য আহ্বান করেন, তাহাতে তিনি কেবল পঞ্চদশ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্জাব পার হইয়া পানিপতে এব্রাহেমকে পরাজয় করিয়া, ১৫২৬ অব্দে, দিল্লী অধিকার করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হোমায়ুন রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পরেই কামরান মির্জা নামে তাঁহার সহোদর কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলেন, তৎপরে বেহারের সুবাদার সের খাঁ রাজবিদ্রোহী হইলেন। হোমায়ুন সের খাঁয়ের সহিত যুদ্ধার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আয়োজন না হইতে হইতে সের খাঁ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে দুইবার পরাজয় করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন।

হোমায়ুন নিরাশ্রয় হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আজমীরের রাজা মালদেবের শরণাগত হইবেন, এই স্থির করিয়া আজমীরে গমন করিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে শুনিলেন মালদেব মনে মনে স্থি করিয়াছেন,

উঁহাকে ধরিতে পারিলে শক্রহস্তে সমর্পণ করিবেন। অতএব তাঁহার শরণাগত না হইয়া দাস দারা সমভিব্যাহারে বালুকারণ্য দিয়া সিন্ধু যাত্রা করিলেন। বালুকারণ্য গমন করিতে করিতে রৌদ্র ও পিপাসায় তাঁহার অনেক সমভিব্যাহারী লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি সিন্ধুর অন্তর্বর্ত্তি অমরকোঠ পঁহুছিয়া পারসাধিপ সাহ তামাস্পের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হোমায়ুন দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলে সের খাঁ দিল্লীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সের খাঁ অতি ক্ষমতাবান এবং সংগ্রাম পারগ ছিলেন, তিনি রাজা হইয়া সিন্ধু অবধি বঙ্গ উপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। এবং অনেক উত্তম উত্তম অট্টালিকা, রাজপথ, পথিক-পান্থ নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ঘোড়ার ডাক বসাইলেন, পূর্ব্বে তাহা ছিল না।

তাঁহার পরলোক গমনের পর, ১৫৩৫ অব্দে, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দর নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পারসরাজ হোমায়ুনের পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারজন্য তাঁহাকে দশ সহস্র সেনা দিলেন। হোমায়ুন ঐ সৈন্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার উদ্ধার জন্য প্রথমতঃ ভ্রাতার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং ছয় বৎসর যুদ্ধের পর তাঁহাকে

পরাস্ত করিয়া ঐ দুই রাজ্য পুনরধিকার করিলেন। তৎপরে হিন্দুস্থান জয়ের মানসে পঞ্চদশ সহস্র সেনা লইয়া দিল্লী-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিকন্দর ঐ সময়ে দিল্লীর রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত সরহন্দে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। হোমায়ুন জয়ী হইয়া মোগল রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিলেন, কিন্তু অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সিড়ি হইতে পাদস্খলন হইয়া তিনি ভূমিতে পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সপ্তম প্রকরণ—মোগলদিগের রাজত্ব।

যখন হোমায়ুন লোকান্তর গমন করেন, তখন তদীয় পুত্র ভুবন-বিখ্যাত আকবর কেবল দ্বাদশ বৎসরের বালক। অতএব বহরাম খাঁ নামে তাঁহার পিতার এক প্রাচীন কর্ম্মকারক যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার রক্ষক হইয়া রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজাকে সিংহাসন দিয়াছি বলিয়া তাঁহার মনে, অত্যন্ত অহঙ্কার জন্মিল। তিনি সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে, অপমান করিতে লাগিলেন, এবং অনেকের প্রাণদণ্ডও করিলেন। আকবর তাঁহার

প্রতি বিরক্ত হইয়া আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বহরাম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আকবর তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তখন বহ-রাম ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবর যেমন বীর-পুরুষ, তেমনি করুণার সাগর ছিলেন, বহরম ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু বহ-রাম তাহা স্বীকার না করিয়া মক্কাতে গমন করিলেন।

আকবর অত্যন্ত প্রতাপ অথচ অতি সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, এবং যদিও সতত যুদ্ধে আবদ্ধ থাকিতেন তথাপি করসংগ্রহ বিষয়ে অমনোযোগ করিতেন না। কোন্ ভূমির কত কর, কোন্ দ্রব্যের কত শুল্ক দান করিতে হইবে, কি প্রকারে হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার নিয়ম নির্দ্ধা-রিত করিয়া দিলেন। সেই নিয়মে এই দেশের ভূ-সম্পর্কীয় কর্ম্ম অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

আকবর হিন্দু মুসলমান সকলের প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি করিতেন। অন্যান্য মুসলমান-রাজারা হিন্দু-দিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করাইতেন, মুসল-মানধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাহাদিগকে সংহার করি-তেন। আকবর সেরূপ করেন নাই। তিনি হিন্দু-দিগকে অনেক উচ্চ২ কর্ম্ম দিয়াছিলেন, এবং হিন্দু-

দিগের কন্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সৌহৃদ্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মবিচারে নিযুক্ত থাকিতেন। এবং অনেক হিন্দুগ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত করাইয়াছিলেন।

আকবর সর্ব্বশুদ্ধ ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সলীম রাজ্যেশ্বর হইয়া জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা হয় তন্মধ্যে নুরজাহানের পাণিগ্রহণ প্রধান বলিতে হইবে। নুরজাহান সের আফগান নামে এক সম্ভ্রান্ত তুর্কের ভার্য্যা, এবং অতি রূপবতী ছিলেন, বোধ হয় তত্তুল্য রূপবতী তৎকালে আর ছিল না। এই জন্য জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বামীকে বধ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অবসানকালে সাহজাহান নামে তাঁহার পুত্র বিদ্রোহাচরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, ১৬২৭ অব্দে, তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নর্ম্মদার দক্ষিণ তটস্থ সকল জবনপ্রদেশ পুনর্জ্জয় করেন। অনন্তর সাহজাহানের উৎকট রোগ জন্মিলে দারা নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তাঁহার আর তিন সহোদর তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ

গমন করেন। অবশেষে অওরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাজয়, আর দুই সহোদরকে সংহার, এবং বৃদ্ধ পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া আপনি রাজা হন।

অওরঙ্গজেব অতি যোগ্য পুরুষ, কিন্তু তিনি লোভপরবশ ও শঠ এবং নিষ্ঠুর ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ধর্ম্মান্ধ ছিলেন, হিন্দুদিগকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এবং অনেক হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া তাহাতে মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অষ্টম প্রকরণ—মহারাষ্ট্রীয় দেশের লোক।

অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। গুজরাট অবধি কানাড়া পর্য্যন্ত যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাস করিত। ইহারা অত্যন্ত পরাক্রমী ও যুদ্ধপরায়ণ ছিল। সাহাজীর পুত্র শিবজী ইহাদিগের প্রথম সেনাপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে এক প্রকার দস্যুবৃত্তি করিতেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইলেন, এবং তাঁহার এত সৈন্য হইল যে তিনি দিল্লীর সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শিবজীর মৃত্যুর পর শম্ভু নামে তাঁহার পুত্র মোগল-রাজের

সহিত সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অওরঙ্গজেব তাঁহাকে রণবন্দী করিয়া বধ করিলেন। ইহাতেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উদ্যম ভঙ্গ হইল না, তাহারা চারিদিকে লুঠ আরম্ভ করিল।

অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাহআলম রাজা হন। তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে কতকগুলিন ইংলণ্ডীয় মহাজন সৌরাষ্ট্রে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফরোখসাহ রাজা হইলে ঐ মহাজনেরা দিল্লীতে যাইয়া তাঁহার স্থানে এক বাদসাহী সনন্দ লইলেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগের রাজপ্রতিপত্তি হইল, এবং বাণিজ্যকর্ম্ম বাহুল্যরূপে চলিতে লাগিল।

ফরোখসাহের মৃত্যুর পর মোগলরাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং দিল্লীর রাজারা ক্রমশঃ বলহীন হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অযোধ্যা ও বাঙ্গালা ও দক্ষিণ দেশের শাসনকর্ত্তারা রাজপ্রতিকূলাচারী হইয়া স্ব স্ব দেশে স্বাধীন হইয়া বসিলেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাট ও মালবরাজ্য জয় করিল, এবং দিল্লীশ্বরকে নিতান্ত দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার স্থানে চৌথ গ্রহণ করিতে লাগিল।

এই দুঃসময়ে নাদেরসাহ নামে পারসদেশের রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তিনি মোগল সেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল্লী নগর উচ্ছিন্ন করি-

লেন। দিল্লী নগর নরশোণিতে প্লাবিত হইল। তদনন্তর তিনি নগরের সকল অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা ১৭৩৯ অব্দে হইয়াছিল।

নাদের সাহের গমনের পর দিল্লীর রাজারা কেবল রাজা নাম ধারণ করিয়া থাকিলেন, তাঁহাদিগের কিছু-মাত্র পরাক্রম রহিল না, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীর দক্ষিণ অবধি তাবদ্দেশ আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিল, এবং পাঠানেরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সমুদায় রাজ্য অধিকার করিতে লাগিল। ইহাতে পাঠান-দিগের রাজা অহম্মদ সাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়-দিগের তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইয়া, ১৭৬১ অব্দে, পানি-পতে ঘোর যুদ্ধ হইল। কথিত আছে এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া গিয়াছিল, অহম্মদ সাহ তাহাদিগকে কাটিয়া একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। কেবল তিন জন সেনাপতি কতকগুলিন সেনা লইয়া স্বদেশে যাইতে পারিয়াছিলেন।

কালক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য খণ্ড২ হইয়া কয়েক নূতন রাজধানী হইল। তন্মধ্যে পুণাতে পেশওয়ার রাজ্য ও নাগপুরে সেনাপতি রাজ্য প্রধান বলিয়া গণনীয় হইল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণে নিজাম্ উলমুল-কের সন্তানেরা, বঙ্গদেশে আলিবর্দ্দী খাঁ, ও অযো-

ধ্যাতে সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তা হইলেন। জাঠ রোহিলা শিখ ও অন্য জাতীয়েরা দিল্লীর রাজাদিগের দুরবস্থা প্রযুক্ত যাহাকে দুর্ব্বল দেখিল তাহার রাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই প্রকার অরাজক আরম্ভ হইয়া সকল স্থানে রক্তের স্রোত চলিল। এই সময়ে ইং-রাজেরা সুসময় বুঝিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

নবম প্রকরণ—ইউরোপীয় লোকের আগমন।

পূর্ব্বকালে ইউরোপীয় লোকেরা প্রায় মিশর দেশ দিয়া এই দেশে আসিয়া বাণিজ্যাদি করিত। তৎকালে আলেকজন্দ্রিয়া তাহাদিগের প্রধান কর্ম্মস্থল ছিল। ইটালীর অন্তর্গত বিনিস দেশীয় লোকেরা জাহাজা-রোহণ করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া রেশম মসলা ও ভারতবর্ষ উৎপাদিত আর২ দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহাদিগের যথেষ্ট লভ্য হইত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগিশ জাতীয়েরা নাবিক কর্ম্মে বিশেষ নিপুণ হইলে, তাহাদিগের রাজা জাহাজ সুস-জ্জিত করিয়া তাহাদিগকে আফ্রিকা-তীরবর্ত্তি সমুদ্রে পাঠাইলেন, অভিপ্রায় তথায় আর কোন্২ দেশ আছে

তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে। পর্ত্তুগিশ নাবিকেরা আফ্রিকার পশ্চিম তট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন আরম্ভ করিল, এবং বৎসর বৎসর অধিক দক্ষিণে যাইতে লাগিল। এই প্রকার গমনাগমন করিতে করিতে বর্থলোমিউ-ডিয়েস নামে এক পর্ত্তুগিশ নাবিক আফ্রিকার অতি দক্ষিণ কোণে পঁহুছিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিল। অনন্তর বিখ্যাত বাস্কোডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব ধারে জাহাজ চালাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ভারত উপসাগর দিয়া কালিকট নগরের সম্মুখে মালাবার তটে উপনীত হইলেন, এবং তথাকার পণ্য দ্রব্যে জাহাজ বোঝাই করিয়া দুই বৎসর পরে, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে, লিসবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে থরে থরে অনেক পর্ত্তুগিশ নাবিক জাহাজারোহণে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল, এবং মালাবার তটে কোচিন ও কালিকট প্রভৃতি অনেক স্থানে কুঠী করিয়া বাণিজ্যারম্ভ করিল।

অনন্তর অলবুকর্ক নামে এক পর্ত্তুগিশ নাবিক, ১৫৯৬ অব্দে, ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম তটে গোয়ানগর স্থাপন করিলেন। ঐ নগর পর্ত্তুগিশদিগের রাজধানী হইল। তদনন্তর ঐ অলবুকর্ক মালাকাতে এবং পারস হ্রদের সম্মুখবর্ত্তি অরমজে পর্ত্তুগিশদিগকে স্থাপন করিলেন। ফলতঃ তাঁহা হইতে ভার-

তবর্ষে পর্ত্তুগিশ রাজ্য স্থাপিত হয়। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে, তিনি লোকান্তর গমন করিলে গোয়াতে তাঁহার সমাধি হয়।

অলবুকর্কের পরে যাঁহারা তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের শিষ্টাচরণ ছিল না। তাঁহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইলেন, এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগকে নানা প্রকার ক্লেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে পর্ত্তুগিশ জাতি সর্ব্বত্রে ঘৃণিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইউরোপবাসী আর আর অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিল, তাহাতে পর্ত্তুগিশদিগের একচাটিয়া বাণিজ্য রহিল না। বিশেষ ওলন্দাজেরা এই দেশে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করাতে পর্ত্তুগিশদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগিশদিগের কয়েকটা কুঠী লুটিয়া লইল, এবং সিলন দ্বীপ জয় করিল। সম্প্রতি ভারতবর্ষের সমূহ উপদ্বীপ তাহাদিগের অধিকারভুক্ত, তদ্ভিন্ন সুমাত্রা সিলিবিস ও অন্যান্য দ্বীপে তাহাদিগের বাসস্থান আছে। পর্ত্তুগিশদিগের কেবল গোয়া এবং ফরাসীদিগের পণ্ডিচরি ও চন্দন নগর মাত্র আছে। আর আর সকল স্থান ইংরাজদিগের অধিকারাধীন হইয়াছে।

দশম প্রকরণ—ইংরাজদিগের আগমন।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আগমন হয় নাই। ১৬০০ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজিবেথ কতকগুলি মহাজনকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম দিয়া এই দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন, ইহারা এই দেশে আসিয়া প্রথমতঃ সৌরাষ্ট্রে কার্য্যারম্ভ করেন। তৎকালে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট। কিছুকাল পরে তাহারা কাম্বে আহম্মদ নগর মান্দ্রাজ প্রভৃতি আর২ স্থানে কুটি করিলেন।

১৬৩৪ অব্দে, সাহজাহান বাদসাহ তাহাদিগকে সনন্দ দিলেন তাহারা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবেন। ঐ সনন্দ পাইয়া তাহারা বালেশ্বরের সান্নিধ্য পিপলীতে এক কুটী করিলেন, তাহার কিছুকাল পরে হুগলীতে আর এক কুটী বানাইলেন।

প্রথম প্রথম এই সকল কুটীতে কেবল কতকগুলা গুদাম ও আর আর সামান্য ঘর থাকিত, গুদামে দ্রব্যাদি রাখা যাইত, আর আর ঘরে কুটীয়ালেরা থাকিয়া কর্ম্মকার্য্য করিতেন। কিন্তু তৎকালে দেশ নিঃশঙ্ক হয় নাই, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে কুটী লুঠ হইত, অতএব মহাজনেরা ক্রমে পোক্তাঘর বানাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া তন্মধ্যে সৈন্য

ও তোপ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ অনায়াসে কুটী লুঠ করিতে পারিত না।

অনন্তর, ১৬৯৩ অব্দে, তাঁহারা সুতানুটী গ্রামে আর এক কুটী নির্ম্মাণ করিলেন। যেখানে এইক্ষণে কলিকাতা সেইখানেই সুতানুটী গ্রাম ছিল। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহারা ঐ স্থানে এক কিল্লা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা সহর স্থাপন করিলেন। অত্যাল্পকালের মধ্যে সহর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং ঐ স্থানে নানা প্রকার বাণিজ্য চলিতে লাগিল।

ইহার পর ইংরাজ মহাজনেরা কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিন স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এক এক রাজধানীতে এক এক জন গবর্ণর ও কৌন্সলী নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির চাকরদিগের উপর ইহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা হইল, কোন ব্যক্তি অবাধ্য হইলে তাহাকে ধরিয়া ইংলণ্ডে পুনঃ প্রেরণ বা কারা-রুদ্ধ করিতে পারিতেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সদেশীয় অনেক লোক এই দেশে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। এবং তাহাদের কুটীতে অনেক সৈন্য থাকিত। ১৭৪৪ অব্দে, কর্ণাটিক দেশ সম্বন্ধে দুই নবাবে অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাতে ফরাসী রাজার পক্ষে পণ্ডিচারীতে যে কর্ম্মকর্ত্তা থাকিতেন তিনি এক পক্ষ, এবং মান্দ্রাজ-

বাসী ইংরাজেরা অন্য নবাবের পক্ষ হইয়া দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধ একাদশ বৎসর ক্রমিক চলিল, তাহার পর সন্ধিবন্ধন হইল।

১৭৫৬ অব্দে, সেরাজুদ্দৌলা বাঙ্গালা প্রদেশের নবাব হইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সেরাজুদ্দৌলা কতকগুলিন লোককে দণ্ড দিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহারা ইংরাজদিগের শরণ লওয়াতে ইংরাজেরা তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন না। এই ক্রোধে সেরাজুদ্দৌলা তাহাদিগকে একেবারে ভিঠা ছাড়া করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজদিগের কিল্লা জীর্ণাবস্থ হইয়াছিল, অতএব তাহাদের মনে শঙ্কা হইল তথায় থাকিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইবে। এই ভয়ে শত্রুসেনা আগমনে তাহারা কিল্লা ছাড়িয়া জাহাজারোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিল্লা রক্ষার্থ কেবল কতকগুলি সৈন্য রহিল, তাহারা কিল্লা রক্ষা করিতে পারিল না। সেরাজুদ্দৌলা কিল্লা অধিকার করিলেন, এবং একশত ছচল্লিশ জন গোরা ও বিবি রণবন্দী হইল। ইহাদিগকে রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, নবাবের লোকেরা সন্ধ্যার সময় স্ত্রীপুরুষ সকলকে একটা গুদামে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিল। ঐ গুদাম দ্বাদশ হস্ত দীর্ঘ ও নয় হস্ত প্রস্থ,

দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ভিন্ন বায়ু-সঞ্চালনের আর পথ ছিল না। বন্দী সকল গ্রীষ্ম ও তৃষ্ণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, এবং সকলেই গবাক্ষমুখে আসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলেরা অগ্রসর হইতে পারিল না, বলবানেরা তাহাদিগের উপর চাপিয়া দাঁড়াইল, গৃহের মধ্যে শবের ঢেরি হইল। প্রাতঃকালে দ্বার মুক্ত করিলে দেখা গেল এক শত ছচল্লিশ জন লোকের মধ্যে কেবল তেইশ জন লোক জীবিত আছে। আর সকলে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

ইংরাজেরা কলিকাতা হইতে পলায়ন করিলে বঙ্গদেশের সঙ্গে তাহাদিগের কোন সম্পর্ক রহিল না, নবাব সকল স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

একাদশ প্রকরণ—ইংরাজদিগের রাজত্ব।

এই বিভ্রাটের সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিলে তত্রস্থ গবর্ণর কলিকাতা উদ্ধারহেতু অবিলম্বে কতকগুলিন জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া, ১৫০০ গোরা ও ৯০০ সিপাহী প্রেরণ করিলেন। কর্ণেল ক্লাইব ইহাদিগের সেনাপতি হইয়া আসিলেন। তিনি ১৭৫৭ সালের ১ জানুআরিতে মায়াপুরে পৌছিয়া, রাত্রিযোগে সৈন্যগণকে জাহাজ হইতে অবতরণ করাইলেন। পর দিন মাণি-

ক্মাচাঁদ নামে নবাবের সেনাপতিকে পরাজয় করিয়া কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন। তৎপরে হুগলীতে যাইয়া ঐ স্থান লুঠ করিলেন। হুগলী তৎকালে বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

সেরাজুদ্দৌলা এই সকল সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় পুনর্যাত্রা করিলেন, এবং কলিকাতা সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিলেন, মনে মনে করিলেন কলিকাতা পুনরধিকার করিব, কিন্তু সেই রাত্রে ক্লাইব তাঁহার শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার অনেক সৈন্য সংহার করিলেন। তাহাতে নবাব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সন্ধিপত্রে অনুমতি থাকিল ইংরাজেরা একটা দুর্গ নির্ম্মাণ এবং টাঁকশাল বানাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন।

এই অনুমতি অনুসারে, ইংরাজ-মহাজনেরা ১৭৫৭ অব্দে, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম নামক কিল্লা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং টাঁকশাল করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরাজুদ্দৌলা আপন অঙ্গীকার পালন করিলেন না। ইংরাজেরা তাঁহাকে রণে পরাস্ত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন, এই মনে ভাবিয়া তিনি সতত চিন্তা করিতে লাগিলেন তাহাদিগকে কিরূপে প্রতিফল

দিবেন। পরন্তু তিনি স্বীয় আত্মীয় অমাত্যগণকে নানা প্রকার অপমান করিতে লাগিলেন, তাঁহারা এই সকল অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তোমরা আসিয়া রাজ্য গ্রহণ কর, আমরা তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

ইংরাজেরা বিবেচনা করিলেন সেরাজুদ্দৌলা স্বপদে থাকিলে আমাদিগের কুশল নাই, অতএব তাঁহার রাজ্য হরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, ক্লাইব সসৈন্যে মুরসিদাবাদে যাত্রা করিলেন। সেরাজুদ্দৌলা সেই সংবাদ পাইয়া আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পলাশিতে আসিয়া শুনিলেন ইংরাজসৈন্য তথায় উপস্থিত। অতএব ২২ জুন ঐ স্থানে যুদ্ধের আয়োজন হইল। যুদ্ধকালে তাঁহার সেনাপতি মিরজাফর যুদ্ধে গমন করিলেন না। সেরাজুদ্দৌলা জানিতেন না তিনি ইংরাজদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিয়াছেন। অতএব ক্লাইব তাঁহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে তিনি মুর্সিদাবাদে যাইয়া মিরজাফরকে বঙ্গদেশের নবাব করিলেন।

এই অবধি বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের প্রকৃত প্রভুত্ব আরম্ভ হইল। মুসলমানেরা ছায়ার ন্যায় রহিলেন। মিরজাফর বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং অতি অলস ও রাজশাসনে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন। অতএব, ১৭৬০

অব্দে, ইংরাজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মিরকাশিমকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। মিরকাশিম অতি যোগ্য ও চতুর ছিলেন। নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি করিলেন, এবং সেনাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ধনাশা নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না, তাহাতে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। মিরকাশিম পাটনাতে যাইয়া ইংরাজ ভদ্রলোক বা সেনা যাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলেন সকলকে সংহার করিলেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে যাইয়া তত্রস্থ সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পর বৎসর নবাবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি বন্ধন হইলে পর তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ প্রকরণ—ইংরাজদিগের রাজত্ব।

মীরকাশিম দেশত্যাগী হইয়া গেলে, ইংরাজেরা নিজামুদ্দৌলা নামে মীরজাফরের পুত্রকে নবাবীপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য কর্ম্মে নিতান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে তাঁহারা লার্ড ক্লাইবকে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে প্রেরণ

করিলেন। ক্লাইব, ১৭৬৫ অব্দে, এই দেশে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ পুর্ব্বক নবাবকে পদচ্যুত করিয়া আপনি সকল কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকটে যাইয়া কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনন্দ লইলেন।

দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া ইংরাজেরা উক্ত তিন সুবার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন, এবং রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে মহীসুরের নবাব হাইদর আলীর সহিত তাহাদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল। ইংরাজেরা এ পর্য্যন্ত যে যে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন হাইদর আলীর তুল্য কেহই ছিলেন না। তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইয়া প্রথম যুদ্ধ দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিল।

১৭৭২ অব্দে ওআরেণ হেষ্টিংশ বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ হইত। হেষ্টিংশ আসিয়া আজ্ঞা দিলেন ইংরাজেরা কর সংগ্রহ করিবেন। ইহাদিগের কালেকটর নাম হইল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জিলাতে এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা নগরে সদরদেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে আর দুই বিচারালয় হইল, জিলার বিচার

কর্ত্তারা যে সকল মোকদ্দমা করিতেন এই দুই বিচারালয়ে তাহার পুনর্বিচার হইতে লাগিল।

এই সকল বিচারালয় স্থাপনের পর পুনর্ব্বার কোম্পানির কর্ম্মকার্য্যের গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে ইংলণ্ডীয় রাজসভোরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া আজ্ঞা দিলেন কলিকাতা নগরে সুপ্রিমকোর্ট নামে এক বিচারালয় রাজার পক্ষ স্থাপিত হইবে এবং বঙ্গদেশের গবর্ণর বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই তিন রাজধানীর গবর্ণরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বলিয়া তাঁহার উপাধি হইবে।

১৭৮০ অব্দে, হাইদর আলীর সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। হাইদর এক লক্ষ সেনা লইয়া কর্ণাটিক প্রদেশ আক্রমণ করিয়া মান্দ্রাজের প্রাচীর পর্য্যন্ত গত দেশ ছিল সমুদায় উৎখাত করিলেন। এবং কর্ণেল বেলির কর্ত্তৃত্বাধীন সৈন্যগণকে একেবারে নিপাত করিলেন। এই সকল উৎপাত নিবারণ জন্য সর আইয়র কুট ইংলণ্ড হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি চারিবার হাইদরকে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ চলিতে ছিল, অতএব ফরাসীরা হাইদরের সহায় জন্য কতকগুলিন জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তাহাতে হাইদর আলী পরা-

জিত হইয়াও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

১৭৮২ অব্দে, হাইদর আলী পরলোক গমন করিলে পর টিপুসুলতান নামে তদীয় পুত্র তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। টিপু অতি চতুর ও সাহসী ছিলেন, কিন্তু পিতার ন্যায় রণদক্ষ ছিলেন না, তাহাতে ফরাসীদিগের প্রেরিত জাহাজ ও সৈন্যদ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার দর্শিল না, ইংরাজেরা তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন অবশেষে তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল।

হাইদর আলী ও টিপুসুলতানের সহিত সংগ্রামে ইংরাজদিগের অনেক ব্যয় হইল, তাহা মান্দ্রাজ রাজধানী হইতে কুলাইয়া উঠিল না। সুতরাং বঙ্গদেশের গবর্ণর হেষ্টিংশের প্রতি আজ্ঞা হইল তিনি নাজাই টাকা পাঠাইয়া দেন। হেষ্টিংশ রাজস্ব হইতে টাকা দিতে না পারিয়া সহকারী রাজাদিগের স্থানে অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। বারাণসের রাজা চৈত সিংহকে বলিলেন, বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ভিন্ন ভুমি আর চারি লক্ষ মুদ্রা দাও, এবং সৈন্যের কতক খরচ সরবরাহ কর। চৈত সিংহ তাহা দিলেন না।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংশ অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, গমনকালে তিনি চৈতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন তোমার

আচরণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব দণ্ডস্বরূপ তোমাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। চৈত সিংহ বলিলেন আমি এ টাকা দিতে অক্ষম। হেষ্টিংশ ঐ কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই আজ্ঞায় কাশীবাসীরা ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল, এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিল। চৈত সিংহ মুক্ত হইয়া কাশী হইতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত চল্লিশ লক্ষ টাকাতে তাঁহার জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন।

ত্রয়োদশ প্রকরণ—ইংরাজদিগের রাজত্ব।

১৭৮৬ অব্দে লার্ড কর্ণওয়ালীশ গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত কাল পরে টিপুসুলতানের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামারম্ভ হইল। তাহাতে ইংলণ্ড হইতে অনেক গোরাসৈন্য আসিল, এবং নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের সহিত সংমিলিত হইবে এমত স্থির হইল। অতএব ১৭৯০ অব্দে, লার্ড কর্ণওয়ালীশ স্বয়ং মান্দ্রাজে যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর যুদ্ধারম্ভকালে ব্রিটিস সেনাগণ একেবারে মহীশুরের মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়া নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংমিলিত হইল। অতঃপর ১৭৯২ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে সংযোজিত সেনাগণ সরিঙ্গাপাটম নামে মহীশুরের রাজধানী অবরোধ করিয়া, ৯ ফিব্রুয়ারিতে সহর অধিকার করিল, টিপুসুলতান দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেন। তখন অনন্য উপায় হইয়া তিনি চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ও অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়া সন্ধি করিলেন, এবং সন্ধি রক্ষার জন্য আপনার দুই পুত্রকে ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সন্ধির পর লার্ড কর্ণওয়ালীশ রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারীদিগের রাজস্বের অঙ্ক নির্দ্ধারিত হয় নাই, সর্ব্বদা তাহার ন্যূনাতিরেক হইত। লার্ড কর্ণওয়ালীশ বিবেচনা করিলেন রাজস্বাঙ্ক নির্দ্ধারিত হইলে রাজা প্রজা উভয়ের মঙ্গল, অতএব, তিনি বাঙ্গলা ও বেহারের বার্ষিক রাজস্ব ৩,১০,৮৯,১৫০ টাকা, এবং বারাণসের রাজস্ব ৪০,০০,৬১৫ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া ঘোষণা দিলেন ভূম্যধিকারীগণকে বৎসর বৎসর এই রাজস্ব দিতে হইবে, ইহার ন্যূনাতিরেক হইবে না। প্রথমে এই বন্দোবস্ত কেবল দশ বৎসরের নিমিত্ত হইল, পরে বিলাতের সাহেবেরা ঐ বন্দোবস্ত গ্রাহ্য করিয়া ১৭৯৩ অব্দে আজ্ঞা দিলেন তাহা চিরকালের নিমিত্ত

স্থির থাকিবে। এই কারণ ইহাকে দশশালা বন্দোবস্ত কহা গিয়া থাকে। বন্দোবস্তের পর কোম্পানির কার্য্য কর্ম্মের যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা সংগৃহীত ও সংশোধিত হইয়া আইন বহী প্রস্তুত হইল, ইহার কিছুকাল পরে ঐ আইন দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইল।

১৭৯৮ অব্দে মারকুইস অফ ওয়েলেসলী গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে টিপুসুলতান চ্যুত রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশয়ে যুদ্ধের ভারি আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া কয়েক জন সুদক্ষ সেনাপতি আনাইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ না হইতে হইতে, ১৭৯৯ অব্দের মার্চ মাসে, বৃটিশ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক একেবারে সরিঙ্গাপাটাম আক্রমণ করিলেন এবং মে মাসের চতুর্থ দিবসে ঐ স্থান জয় করিলেন। টিপু যুদ্ধে হত হইলেন।

১৮০৩ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। পেশোয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ ছিলেন, এজন্য সিন্ধিয়া হুলকার ও নাগপুরের রাজারা তাঁহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে ছিলেন। লার্ড ওয়ে-

লেসলী তাহা জানিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঁচ সম্প্রদায় সৈনা সংগ্রহ করিলেন। ইহারি এক সম্প্রদায় জেনরল লেকের আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিয়া দিল্লীতে সিন্ধিয়াকে পরাজয় করিল। সর আর্থর ওয়েলেসলী (যিনি ভবিষ্যতে ডিউক অফ ওয়েলিংটন হইয়াছিলেন), আর এক দল সেনা লইয়া আসাই ও আরগমের যুদ্ধ জয় করিলেন। আর এক দল সৈন্য উড়িষ্যা অধিকার করিল।

এইরূপে যুদ্ধ জয় করাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের সাত শত কামান ও আটটা কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তে আসিল। ইংরাজদিগের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হইল। সুতরাং সিন্ধিয়া ও নাগপুরের রাজা তাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন।

হুলকার তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ১৮০৪ অব্দের নবেম্বর মাসে লার্ড লেক তাঁহাকে দিগ্বার যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পর বৎসর তিনিও ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ—ইংরাজদিগের রাজত্ব।

১৮১৩ অব্দে, মারকুইস অফ হেষ্টিংশ গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হন। তিনি এতদ্দেশে আসিয়া

প্রথম দুই বৎসর নেপালের যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। নেপালের রাজা যুদ্ধে অক্ষম হইয়া কতক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন।

১৮১৫ অব্দে, পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। পিণ্ডারীরা আশ্বারোহী দস্যু, পূর্ব্বে কোন রাজার চাকর ছিল, চাকরি যাওয়াতে দেশ লুণ্ঠন দ্বারা দিনপাত করিত। মহারাষ্ট্রীয় রাজারা তাহাদিগের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা এই জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, হুলকার, নাগপুরের রাজা, ও পেশোআ, স্ব স্ব রাজ্যে বৃটিশ-সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বৃটিশসেনাগণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিল, মহারাষ্ট্রীয় রাজারা কৃতকার্য্য হইলেন না, লাভের মধ্যে অনেক রাজ্য দিয়া অবশেষে সন্ধি করিতে হইল।

১৮২৩ অব্দে লার্ড এম-হর্ষ্ট গবর্ণর জেনরল হইয়া আসিলেন। তৎ পর বৎসর বর্ম্মার রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলা বৃটিশসেনাগণ আরাকান জয় করিল, তৎপরে তাহারা রাঙ্গুণ লইয়া আরাতে যাত্রা করিল। গমনকালে বর্ম্মারা তাহাদিগের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইতে পারিল না,—অবশেষে যখন ইংরাজেরা অমরপুরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন বর্ম্মার রাজা এক কোটি মুদ্রা ও মণিপুর, আসাম, আরাকান, ও মাত্তাবান প্রদেশ দিয়া সন্ধি করিলেন।

বর্ম্মার যুদ্ধের সময়ে দুর্জ্জনসাল নামে ভরতপুরের এক প্রধান, ঐ দেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাতে ইংরাজেরা ঐ স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনেক যুদ্ধের পর ইংরাজেরা ভরতপুরের দুর্গ জয় করিলেন, এবং দুর্জ্জনসাল বন্দী হইলেন।

১৮২৮ সালে, লার্ড বেন্টিঙ্ক গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া কোম্পানির ব্যয় লাঘব করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার যত্নে কোম্পানির শূন্য ধনাগারে ধন সঞ্চিত হইল। ১৮২৯ অব্দে, তিনি সতী-ধর্ম্ম রহিত করেন।

১৮৩০ অব্দে কোম্পানি নূতন সনন্দ পান। পূর্ব্ব সনন্দে তাঁহাদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি ছিল, নূতন সনন্দে সেই বাণিজ্য একেবারে রহিত হইল। এবং উত্তরপশ্চিম দেশে এক নূতন রাজধানী হইল, ঐ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অধীন ছিল।

ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লার্ড বেন্টিঙ্ক সরকারী ব্যয়ে প্রধান২ জিলাতে ইংরাজী পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বাহুল্যরূপে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন, এবং কলিকাতা নগরে চিকিৎসার বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাঁহার

সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

লার্ড বেণ্টিঙ্কের পর লার্ড অকলণ্ড, ১৮৩৫ অব্দে, গবর্ণর জেনরল হইয়া আইসেন। তাঁহার শাসনকালে পাঠান ও চীনদিগের সঙ্গে ভারি যুদ্ধ হয়। সাহসুজাকে কাবুলরাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ-সেনাগণ যুদ্ধ জয় করিয়া কাবুল, কান্দাহার, ও গিজনী অধিকার করিল। কিন্তু দুই বৎসর পরে, ১৮৪১ অব্দে, কাবুলে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাতে সেনাগণ তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছাউনি তুলিয়া জালালাবাদে যাত্রা করিল। পাঠানেরা পথ ঘাট বন্ধ করিয়া চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, গোরা ও সিপাহী যত ছিল সকলেই কাটা গেল, কেবল এক জন চিকিৎসক জালালাবাদে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি ইংরাজদিগের এমন বিভ্রাট আর হয় নাই। সেই ক্রোধে তাঁহারা পর বৎসর অনেক সৈন্য লইয়া কাবুল পুনরধিকার করিলেন, কিন্তু ঐ দেশে তিষ্ঠিয়া থাকা কঠিন বোধ করিয়া সেই বৎসরের শেষে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

লার্ড এলেনবরোর শাসনকালে মহারাজপুরের যুদ্ধ হয়। তাহাতে সিন্ধিয়ার সেনাগণ সম্পূর্ণরূপে পরা-

জিত হইল। কিছুদিন পরে গোয়ালিয়া বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই শেষ স্বাধীন রাজ্য ছিল, ইহাও অবশেষে গেল।

লার্ড এলেনবরার পর, ১৮৪৫ অব্দে, লার্ড হার্ডিং গবর্ণর জেনরল পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসনকালে শিখদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। কিছুকাল যুদ্ধের পরে সন্ধিবন্ধন হইয়া গোলাপ সিংহকে কাশীরাজ্য অর্পণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নাবালক দলীপ সিংহের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। ১৮৪৮ সালে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। শিখেরা কয়েকটা যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিল, তাহাতে ইংরাজসেনাগণ অন্ধকার দেখিল। কিন্তু ইংরাজেরা কৌশলে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পঞ্জাবদেশ বৃটিশরাজ্যভুক্ত করিলেন।

যখন এই ঘটনা হয়, তখন লার্ড ডলহোসী গবর্ণর জেনরল। তাঁহার শাসনকালে, ১৮৫২ সালে, বর্ম্মার রাজার সঙ্গে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইয়া পিগুদেশ ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হয়। তদনন্তর নাগপুর ও অযোধ্যা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। লার্ড ডলহোসীর সময়ে লৌহ-বর্ত্ম ও তারদ্বারা সমাচার গমনাগমন আরম্ভ হয়। এই দুই কর্ম্ম অত্যন্ত হিতজনক।

১৮৫৬ অব্দে, লার্ড কেনিং গবর্ণর জেনরল পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার আগমনের পরেই সিপাহীদিগের

হঙ্গাম উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান সকল সিপাহী এক যোট হইয়া মিরাট, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি অনেক স্থানের ইংরাজদিগকে বধ করিল। কোন২ স্থানে তাহারা দেশের কর্ত্তা হইয়া বসিল। দিল্লীর রাজা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সর্ব্বত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন আমি ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছি। কলিকাতা বাসী ইংরাজদিগের মনে ভয় হইল, কোন্ দিন সিপাহীরা আসিয়া কলিকাতা মারিয়া লয়। অতএব প্রত্যহ দ্বারে শকট প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বিপদ উপস্থিত হইলে জাহাজারোহণ করিয়া পলায়ন করিবেন।

এই বিদ্রোহের মূল এ পর্য্যন্ত নিরূপণ হয় নাই, কেহ২ বলেন ইংরাজেরা সকল রাজ্য হরণ করিলেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ের জাতি ধ্বংস করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহাতে এই বিদ্রোহ হয়, কেহ২ বলেন মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে লিখে ইংরাজের রাজ্য এক শত বৎসরের অধিক থাকিবে না, এই ভাবিয়া পাশ্চাত্য অঞ্চলের প্রধানেরা মন্ত্রণা করিয়া রাজ্য লোভে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক কোম্পানির রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল, এই কারণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্য না রাখিয়া আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে

বিদ্রোহ শান্তি হইয়া এইক্ষণে সকল স্থান নিরাপদ হইয়াছে।

চতুর্থ ভাগ।

আমেরিকার ইতিহাস।

প্রথম প্রকরণ—আমেরিকা।

আমেরিকা মহাদ্বীপ উত্তর দক্ষিণে ৫০০০ ক্রোশ, কিন্তু প্রস্থে অধিক নহে। দেরায়েন যুড়ির নিকটে, অর্থাৎ যেখানে উত্তরআমেরিকা ও দক্ষিণআমেরিকা সংযুক্ত হইয়াছে, সেখানে ইহা দশ ক্রোশ মাত্র পরিসর।

দেরায়েনের যুড়ির উত্তর ভাগকে উত্তরআমেরিকা বলা যায়। ইহার উত্তরাংশ অতি প্রশস্ত, কিন্তু দক্ষিণ ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। এই ভাগে অনেক বড় বড় হ্রদ আছে, যথা—সুপীরিয়র, হিউরণ, মিকি-গ্যান, ইরাই, অণ্টেরিও। এবং এই খণ্ডে যে সকল নদী আছে তত্তুল্য বড় নদী পৃথিবীতে আর নাই, বিশেষ মিসিসিপাই নদী অতি বৃহৎ।

উত্তরআমেরিকার উত্তরাংশে, যেখানে লেব্রেডর

ও বৃটিশআমেরিকা, সেখানকার জলবায়ু অত্যন্ত শীতল। তথায় বৃক্ষাদি দেখা যায় না, এবং চারা বসাইলে বৃদ্ধি হয় না। এই অংশে যে সকল সমুদ্র আছে তাহার জল বৎসরের মধ্যে নয় মাস জমিয়া থাকে। এবং এই অঞ্চলে কোন প্রকার জীব জন্তু বাস করিতে পারে না। তথা হইতে দক্ষিণমুখে আসিলে কেবল মুড়া তেজহীন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে আসিতে আসিতে তেজস্কর বৃক্ষ, বন্য-জন্তু ও বনপক্ষী দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, কানাডা হইতে শস্যশালী ভূমি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেটে না আসিলে জল বায়ু সুখকর বোধ হয় না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও মেকসিকোর হ্রদের চতুর্দ্ধারের জল বায়ু উষ্ণ। ভারতবর্ষ যেমন উষ্ণ, এই স্থানও তদ্রূপ, এবং তথাকার তণ্ডুল, ইক্ষু, কাফি প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল শস্যাদি জন্মে, তাহা সকলি হইয়াথাকে।

আমেরিকা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তথায় কেবল অসভ্য লোকের বসতি ছিল, তাহারা বনাজন্তুর মাংস ও মৎস্যাহার করিয়া প্রাণধারণ করিত। তাহাদিগের শক্তি ও সাহস বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড অতি ভয়ানক, তাহারা নিয়ত যুদ্ধ করিয়া কালযাপন করিত, এবং শত্রুপক্ষ কাহাকে ধরিতে পারিলে তাহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া সংহার করিত। আমেরিকাতে

দুই রাজ্য ছিল, এক রাজ্যের নাম মেকসিকো, দ্বিতীয় রাজ্যের নাম পিরু। এই দুই দেশের রাজাদিগের বিলক্ষণ পরাক্রম ছিল।

মেকসিকো দেশ উত্তরআমেরিকার অন্তর্গত মেকসিকো নামক ও পাসিফিকসাগরের মধ্যে। এই দেশের ভূমি অতি উচ্চ, সুতরাং ইহার জল বায়ু অতি উত্তম। ইহার মৃত্তিকা অতি উর্ব্বর, বুঝি পৃথিবীতে এমন উর্ব্বর ভূমি আর নাই—বিশেষ এই দেশে অনেক রূপার খনি আছে, তাহাতে মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া অনেকানেক দেশে প্রেরিত হয়। পিরুদেশ দক্ষিণআমেরিকাতে। মেকসিকোর ভূমি যেমন উচ্চ এদেশের ভূমিও তদ্রূপ। এবং এই দেশে স্বর্ণের খনি আছে। ইহার রাজধানীর নাম লাইমা।

আমেরিকা প্রকাশ হওনকালে এই দুই দেশের লোকেরা কতক কতক সভ্য হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা চাস বাস করিতে শিখিয়াছিল, এবং পথ ঘাট দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিত। কিন্তু লেখা পড়া জানিত না, এবং শিল্পবিদ্যা বা বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখে নাই, বিশেষ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিত না, এবং বারুদের ব্যাপার জানিত না, ইহাতেই ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে জয় করিল।

দ্বিতীয় প্রকরণ—আমেরিকা প্রকাশ।

খৃষ্টফর কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ হয়। ইটালী অন্তর্গত জিনোআতে ঐ ব্যক্তির জন্ম। তিনি বাল্যকালাবধি ভূগোলতত্ত্বে মনোযোগ করিতেন। তাহাতে তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল, যখন পৃথিবী গোলাকার তখন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে যাইবার পূর্ব্বদিক দিয়া যেমন পথ আছে, পশ্চিম দিক দিয়া যাইবার সেইপ্রকার পথ অবশ্যই থাকিবে। বিশেষ পূর্ব্বদিক দিয়া ভারতবর্ষে যাইতে অনেক বিলম্ব হয়, কি জানি পশ্চিমদিক দিয়া হয়ত অল্পকালে যাওয়া যাইতে পারে।

এই ভাবিয়া তিনি মনে২ করিলেন ঐ পথ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এ কর্ম্ম ব্যয়সাধ্য, তাঁহার নিজের কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল না, অতএব তিনি স্বদেশীয় রাজাদিগের স্থানে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাহায্য করিলেন না। তাহাতে তিনি পর্ত্তুগালে যাইয়া তদ্দেশীয় রাজাকে আপনার প্রার্থনা জানাইলেন। তিনিও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। অনন্তর তিনি স্পেনদেশে গমন করিলেন। তৎকালে ফর্ডিনাণ্ড রাজা এবং ইসাবেলা রাণী। রাজা কলম্বসের কথা শুনিয়া উড়াইয়া দিলেন। রাণী

মনে মনে ভাবিলেন ঐ পথ প্রকাশ হইলে অনেক উপকার হইবে, অতএব আপনার অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া তিনখান জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে ৯০ জন নাবিক এবং তাহাদের এক বৎসরের আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়াইলেন।

কলম্বস এই তিনখান জাহাজ লইয়া ১৪৯২ সালের ৩ আগষ্টে স্পেন হইতে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি দক্ষিণমুখে চলিলেন, পরে কানেরীদ্বীপ স্পর্শ করিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জাহাজ দিবারাত্র চলিল। কিন্তু যতই যায়, জল ও আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার কয়েক সপ্তাহ গমনের পর নাবিকদিগের মনে ভয় হইল, এব্যক্তি কোথায় লইয়া যাইতেছে, বুঝি আর স্বদেশে আসিতে পারিব না, জাহাজেই মৃত্যু হইবে। কলম্বস তাহাদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই যাইতে স্বীকার করিল না। অতঃপর কলম্বস বলিলেন তোমরা আর তিন দিবস চল, ইহার মধ্যে যদি স্থল দৃষ্টি না হয় তবে সকলে ফিরিব। তৃতীয় দিবস রাত্রি দশঘন্টার সময়ে অনেক দূরে একটা আলো দৃষ্ট হইল। ঐ আলো লক্ষ্য করিয়া সমস্ত রাত্রি জাহাজ চলিল। প্রাতঃকালে একটা দ্বীপ দৃষ্ট হইল। বাহামা দ্বীপের সেই এক দ্বীপ। ক্রমে তিন-

থান জাহাজ দ্বীপতটে উপস্থিত হইলে, দ্বীপের যাবতীয় লোক মধুমক্ষিকার ঝাঁকের ন্যায় তটে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহাজ দেখিয়া তাহারা মনে ভাবিল ইহা কোন জন্তু হইবে এবং পাইলগুলাকে পাখা বিবেচনা করিল।

জাহাজ লঙ্গর করা হইলে কলম্বস অতি উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে তটে অবরোহণ করিয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন। তৎপরে পৌত্তলিক-ধর্ম্মের পরিবর্তে তথায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচলিত করণের অভিপ্রায়ে এক ক্রুশ পুতিয়া সকলের সম্মুখে বলিলেন এইদ্বীপ স্পেনেশ্বরী ইসেবেলার এবং ইহার নাম সানসালবেডর রহিল। তদনন্তর তিনি ঐ দ্বীপ সন্নিধ্যে আর কএক দ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া অনেক স্বর্ণ ও রজত লইয়া স্পেনে পুনর্গমন পূর্ব্বক রাণীকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। রাণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে কলম্বস পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। এই প্রকারে তৃতীয় যাত্রায় তিনি আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ করিলেন। এবং নূতন পৃথিবী বলিয়া তাহার নামকরণ হইল।

এই মহাদ্বীপ প্রকাশের পূর্ব্বে কলম্বস নির্য্যাস করিয়া বলিয়াছিলেন সমুদ্রপারে আর এক পৃথিবী আছে, সেই কথা শুনিয়া অনেকানেক লোক তদন্বেষণে যাত্রা

করেন, কিন্তু আমেরিগো বেস্পুসী নামে ফ্লারেন্স দেশীয় এক ব্যক্তি অগ্রে তথায় যাইয়া আপনার নামে ঐ মহাদ্বীপের নাম রাখে। তাহাতেই তাহার নাম আমেরিকা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রকরণ—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ।

দক্ষিণআমেরিকাতে, উত্তরে ফোরিডার তট অবধি অরণ্যক নদী পর্য্যন্ত যে সকল ক্ষুদ্র২ দ্বীপ একত্রে আছে তাহাকে ওয়েষ্ট (পশ্চিম) ইণ্ডিজ বলা যায়। এই সকল দ্বীপের মধ্যে বাহমা দ্বীপ অতি উত্তরে, এবং ত্রিনিদাদ দ্বীপ দক্ষিণে।

এই সকল দ্বীপ প্রকাশ হইলে পর তন্মধ্যে যে যে দ্বীপ বৃহৎ ও উত্তম বোধ হইল তাহা স্পেনরাজ্যভুক্ত হইল। এই সকল দ্বীপের লোকেরা অতি কোমলস্বভাব ছিল, অতএব তাহারা অনায়াসে বশীভূত হইল।

কিন্তু স্পেনদেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান না করিয়া অবশ্য এই মনে করিয়া থাকিবে ইহারা বন্য জন্তু, ইহাদিগকে নিপাত করা উচিত। এই বোধে তাহারা এক একবার সহস্র সহস্র লোক গুলি করিয়া মারিত, কখন কখন তাহাদিগের পশ্চাৎ শিকারী ডালকুর্ত্তা ছাড়িয়া দিত। এই প্রকারে অনেক মনুষ্য মারা গিয়া অত্যাল্প লোক থাকিল। স্পানিয়ার্ডেরা

ইহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় জ্ঞান করিল, অনেককে খনিখননে নিযুক্ত করিল। এই কর্ম্মে অত্যন্ত শ্রম এবং খনির মধ্যে বাতাভাবে তাহারা ক্রমে২ সকলে মরিল।

এই প্রকারে তদ্দেশীয় লোক একেবারে নির্ব্বংশ হইলে স্পানিয়ার্ডেরা আফ্রিকা হইতে, কাফ্রি লোক আনয়ন করিতে লাগিল। সুতরাং এইক্ষণে তথায় কেবল কাফ্রি ও ইউরোপীয় লোক বাস করে। প্রাচীন লোকের [illegible] এক প্রাণীও দেখা যায় না।

স্পেনদেশীয় লোকেরা প্রথমতঃ সমুদায় [illegible] ইণ্ডিজ [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি কিউবা ও পোর্ট[illegible] কেবল দুইটী দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যে [illegible] অপেক্ষা বড়। এই দ্বীপ দীর্ঘে [illegible] প্রস্থে ৩৫ অবধি ৬৫ ক্রোশ।

সেন্ট [illegible] গণনীয়, ইহার দৈর্ঘ্য [illegible] ক্রোশ। এই দ্বীপ পূর্ব্বে ফ্[illegible] বিভক্ত ছিল। ফরাশীরা [illegible] ভাগে বাস করিত। ১৭৯[illegible] দাসেরা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া [illegible] দূরীকরণ পূর্ব্বক আপনারা স্বাধীন হইল। তদনন্তর স্পানিয়ার্ডদিগের যে অংশ ছিল তাহা ঐ খণ্ডে সংযুক্ত হইয়া তাবদ্দ্বীপ এক হইয়াছে। তথায় সাধারণ রাজতন্ত্র প্রচলিত।

জেমেইকো দ্বীপ তৃতীয় বলিয়া গণনীয় এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট। এইদ্বীপ কলম্বস কর্ত্তৃক ১৪৯৪ সালে প্রকাশিত হয়, এবং স্পেন-দেশীয় লোকেরা তথায় বাস করিত। ১৬৬৫ সালে ক্রমওয়েল ঐ দ্বীপ লইয়া বৃটিশরাজ্যভুক্ত করেন, তদবধি তাহা ইংরাজদিগের অধিকারে আছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে সকল কাফ্রিলোক বাস করে তাহারা প্রায় তাবতেই ক্রীত দাস। কেবল বৃটিশ অধিকারে যাহারা আছে তাহারা মুক্তিপদ পাইয়াছে। সেণ্টডোমিঙ্গোর কাফ্রিরাও স্বাধীন, উত্তরকালে সকলেই স্বাধীন হইবে এমন বোধ হইতেছে।

চতুর্থ প্রকরণ—স্পানিয়ার্ডদিগের অধিকার।

স্পেনদেশস্থ লোকেরা প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের সকল দ্বীপ অধিকার করিয়া, ক্রমে আমেরিকাতে বসতি করিতে আরম্ভ করে। ঐ মহাদ্বীপের মধ্যে মেকসিকো ও পিরু নামে যে দুই দেশের কথা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাহা স্পানিয়ার্ডেরা প্রথম জয় করে। তদ্বিবরণ এই, ১৫১৬ অব্দে ফর্ডিনাণ্ড কর্টেজ নামে স্পেন-দেশীয় এক ব্যক্তি কিউবা দ্বীপ হইতে কেবল ছয় শত লোক লইয়া মেকসিকোতে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে

মন্টেজিউমা নামে মেকসিকোর রাজা ছিলেন। তাঁহার অনেক সেনা ছিল, কিন্তু স্পানিয়ার্ডদিগের ন্যায় তাহাদিগের লৌহ-পরিচ্ছদ বা কামান বন্দুক ছিল না, এজন্য মেকসিকোর রাজা ভীত হইয়া কর্টেজ ও তাহার লোকের সহিত বিবাদ না করিয়া অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কর্টেজ তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। মন্টেজিউমা অপারিমাণে স্পেনদেশীয় রাজার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাতে মেকসিকো-বাসীরা তাঁহার প্রতিকূলাচারী হইল। রাজা তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাহারা তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া চারিদিক হইতে তাঁহার উপর শর ও প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। একটা শর রাজার বক্ষঃ ভেদ করিল। রাজা ঐ শর বক্ষঃ হইতে বাহির করিতে দিলেন না, সুতরাং তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল। রাজার মৃত্যুর পর কর্টেজ ঐ দেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন। তদনন্তর ঐ দেশ প্রায় তিন শত বৎসর স্পেনরাজ্যের অধীন ছিল। অনন্তর ১৮১৫ অব্দে, তদ্দেশীয় লোকেরা রাজাকে অমান্য করিয়া আপনারা স্বাধীন হইয়াছে।

মেকসিকো জয়ের কয়েক বৎসর পরে, আলমাগ্রো, পিজেরো, ও লুকো নামে তিন জন স্পানিয়ার্ড পিরু-দেশ জয় করিবার মন্ত্রণা করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক

তথায় যাত্রা করিলেন। আলমাগ্রো ও পিজেরো যুদ্ধের কর্ত্তা হইলেন।

পিরুদেশীয় রাজাদিগের ইঙ্কা উপাধি ছিল। যখন স্পানিয়ার্ডেরা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইল, রাজা তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পিজেরো রাজার সহচরদিগকে বধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রাজা মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া পিজেরোকে বলিলেন আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি যত স্বর্ণ চাহ আনাইয়া দিতেছি। ইহা বলিয়া প্রজাদিগের স্থানে দূত পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা, দীর্ঘে দ্বাদশ ও প্রস্থে সাড়ে নয় হস্ত একটা ঘরের মৃত্তিকা অবধি মস্তকের উপর এক হস্ত পর্য্যন্ত, স্বর্ণপত্রে পূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও পিজেরোর লোভ সম্বরণ হইল না, তিনি তাঁহাকে বধ করিলেন।

অনন্তর পিজেরো ও আলমাগ্রো সমুদায় পিরুদেশ জয় করিয়া অপরিসীম অর্থ ও সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহাদের আপ্তবিচ্ছেদ হইল, তাহাতে পিজেরো আলমাগ্রোকে ধরিয়া ফাঁশি দিলেন। তাহার পর তিনিও শত্রুর কোপে পড়িয়া নরলীলা সম্বরণ করিলেন। এই ঘটনার পরে স্পেন দেশীয়েরা আমেরিকার অন্য অন্য স্থানে বসতি করিয়া, ব্রেজিল ও গুইয়েনা ভিন্ন সমুদায় দক্ষিণআমেরিকা তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত আপ-

নাদিগের হস্তে রাখিল। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দী আরম্ভে, ঐ স্থানের সমুদায় লোক একে একে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সুতরাং এই ক্ষণে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে তাহাদের এক হস্ত পরিমাণ ভূমিও নাই। সকল স্থান হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম প্রকরণ—ব্রিটিশ অধিকার।

স্পানিয়াডেরা মেক্সিকো জয় করিলে পরে ইউ-রোপবাসী অন্যান্য জাতীয়েরা উত্তর আমেরিকার তটে বসতি করিতে আরম্ভ করিল। এবং ফরাসিরা সর্ব্বাগ্রে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিল।

১৫৩৫ অব্দে, জেকস্ কার্টিয়র নামে এক জন ফরাসী সেন্টলারেন্স নদী দিয়া গমন করিয়া এক দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শীতকালে তথায় বাস করেন। পরে ফরাসিরা কানাডা ও নোবা স্কসিয়াতে ক্রমে বসবাস আরম্ভ করিলে, ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুই, বেরন লাহুইস-কে কানাডার গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল দেশ ফরাসীদিগের অধিকারস্থ ছিল। ১৭৫৬ অব্দে ফরাসিদিগের সহিত ইংরাজ-দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জেনরল উলফ নামে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি কানাডাতে যাইয়া সমুদায় দেশ

জয় করিয়া, ১৭৬৩ অব্দে কুইবেক অধিকার করেন, তদবধি ঐ দেশ ইংরাজদিগের অধীন আছে।

১৬০৭ অব্দে বর্জ্জিনিয়াতে ইংরাজদিগের প্রথম বসতি হয়, তৎকালে এলিজেবেথ ইংলণ্ডের রাণী। ১৬২০ অব্দে পিউরিটনেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মসাচুসেটের মধ্যে প্লাইমৌথে বসতি করে, এবং নূতন ইংলণ্ড বলিয়া তাহারা ঐ স্থানের নাম রাখে।

তৎপরে ওলন্দাজ সুইড জর্ম্মন্ এবং ফরাসীরা আর২ উপনিবেশ স্থাপন করে। ওলন্দাজেরা অধিকাংশ নিউইয়র্কে এবং ফরাসীরা মিসিসিপাই নদীর পশ্চিমে লুসিয়ানাতে বাস করে। এই প্রকার সমুদায় উত্তরআমেরিকা ইউরোপীয় লোকে পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে এই সকল লোক বন জঙ্গল কাটিয়া অনেক লোকালয় ও নগর স্থাপন করিল। ক্রমে আমেরিকাতে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্য বাস করিতে লাগিল। এবং ইংরাজদিগের যেখানে যত উপনিবেশ ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা আমেরিকার উপনিবেশ জাঁকিয়া উঠিল।

১৭৬৫ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অপ্রতুল-প্রযুক্ত নানাপ্রকার কর চাহিলেন। প্রজারা ঐ কর দিল না, তাহাতে একটা ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইয়া তাহারা ইংলণ্ডের রাজাকে অমান্য করিল। সুতরাং আমেরিকাবাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম

আরম্ভ হইল। জেনরল ওয়াসিংটন আমেরিকাবাসী-দিগের সেনাপতি হইলেন. তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ও মহাবীর ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজার সহিত ক্রমাগত সাত বৎসর যুদ্ধ করিলেন, তাহার পর ফরাসী ও স্পানিয়াড়েরা আমেরিকাবাসীদিগের পক্ষ হইল। তাহাতে ইংলণ্ডের রাজাকে আমেরিকায় অনেক স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল।

এক্ষণে ঐ সকল দেশকে ইউনাইটেড ষ্টেট্ অর্থাৎ সংযোজিত রাজ্য বলা যায়। তাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অনেক রাজ্যের লোক একত্র হইয়া এই রাজ্য স্থাপন করে। সম্প্রতি ঐ স্থানে একত্রিশ রাজ্যের মনুষ্য ঐ দলভুক্ত, এবং দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মনুষ্য তথায় বাস করে। ইহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ কাফরী।

আমেরিকাতে এক্ষণে কেবল দুই ভাষা চলিত। উত্তর আমেরিকাতে মেকসিকো পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা চলিত। এবং লোকেরা আকার ও প্রকারে ইংরাজদিগের সদৃশ।

দক্ষিণ আমেরিকা ও মেক্সিকোতে স্পেনদেশীয় ভাষা চলিত, এবং রীত চরিত্র ও ধর্ম্ম স্পেনদেশীয় লোকদিগের ন্যায়। ব্রেজিল দেশ পর্ত্তুগিশদিগের, কিন্তু তাহা-দিগের আচারাদি স্পানিয়াড়দিগের অসদৃশ নহে।

সম্পূর্ণ।